বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২ অর্থ-বছর

অক্টোবর, ২০২২

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২ অর্থ-বছর

অক্টোবর, ২০২২

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
www.legislativediv.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২ অর্থ-বছর

প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০২২

মুদ্রণে: গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা।

প্রকাশনায়: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
www.legislativediv.gov.bd

প্রতিবেদন প্রকাশনা পর্ষদ

উপদেষ্টা : আনিসুল হক, এম.পি, মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সার্বিক তত্ত্বাবধান : মোঃ মইনুল কবির, সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরের কার্যক্রম সংকলনের জন্য গঠিত কমিটি:

১। মোঃ মুনিরুজ্জামান, যুগ্মসচিব (প্রশাসন) (চ.দা.)	আহ্বায়ক
২। মোঃ রাজীব হাসান, উপসচিব (ড্রাফটিং)	সদস্য
৩। দীপংকর বিশ্বাস, উপসচিব (লে.অ.)	সদস্য
৪। মাহবুব আলম, প্রোগ্রামার	সদস্য
৫। মোঃ আনিছুন নবী, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)	সদস্য
৬। মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, সহকারী সচিব (মুদ্রণ ও প্রকাশনা)	সদস্য
৭। সৌমেন পালিত বাবু, সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	সদস্য
৮। মোঃ আরিফ রব্বানী খান, সহকারী সচিব (লে.অ.)	সদস্য
৯। মোঃ সালাউদ্দীন আলম মৃধা, সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	সদস্য-সচিব।

মোঃ আবদুল হামিদ

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আনিসুল হক, এম.পি

মন্ত্রী

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ মইনুল কবির
সচিব
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	উপক্রমণিকা	
	প্রথম অধ্যায় **লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রতিষ্ঠা, রূপকল্প, অভিলক্ষ্য এবং কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ**	
১.১	বিভাগ প্রতিষ্ঠা	১
১.২	রূপকল্প	২
১.৩	অভিলক্ষ্য	২
১.৪	কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	২
	দ্বিতীয় অধ্যায় **সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল**	
২.১	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী	৫
২.২	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব	৫
২.৩	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	৬
	তৃতীয় অধ্যায় **বিভাগের কর্মপরিধি, বিভিন্ন প্রশাসনিক শাখা ও এর কার্যক্রম**	
৩.১	কর্মপরিধি	৯
৩.১.১	প্রশাসন শাখা-১	১১
৩.১.২	প্রশাসন শাখা-২	১১
৩.১.৩	প্রশাসন শাখা-৩	১২
৩.১.৪	প্রশাসন শাখা-৪	১২
৩.১.৫	সংসদ বিষয়ক শাখা	১৩
৩.১.৬	প্রশিক্ষণ ও প্রতিবেদন শাখা	১৩
৩.১.৭	বাজেট শাখা	১৪
৩.১.৮	মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা	১৫
৩.১.৯	সংশোধন ও অভিযোজন শাখা	১৬
৩.১.১০	আইন শাখা	১৬
৩.১.১১	কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা	১৭

৩.১.১২	হিসাব শাখা	১৭
৩.১.১৩	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা	১৮
৩.১.১৪	গবেষণা ও বিশ্লেষণ শাখা	১৯
চতুর্থ অধ্যায় **বিভাগের কার্যাবলি ও সাফল্য**		
৪.১	এক নজরে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি	২৩
৪.২	নথি নিষ্পত্তিতে গতিশীলতা	২৩
৪.৩	২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে প্রণীত উল্লেখযোগ্য আইনের বর্ণনা (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত)	২৪
৪.৪	বাজেট সংক্রান্ত বিষয়াবলি	৩৬
৪.৫	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিয়ষক বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ে সম্যক ধারণা	৪০
৪.৬	আইসিটি সেল সম্পর্কিত বিষয়াবলি	৪৩
৪.৭	অনুবাদ সম্পর্কিত বিষয়াবলি	৪৮
৪.৮	জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিতে দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত	৫২
৪.৯	ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক	৫৪
৪.১০	সুনীল অর্থনীতির (ব্লু-ইকোনোমির) উদ্যোগ বাস্তবায়ন	৫৪
৪.১১	জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন (UNCAC) সম্পর্কিত বিষয়	৫৬
৪.১২	তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বিষয়	৫৭
৪.১৩	‘মুজিববর্ষ ২০২০’ উপলক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	৫৭
৪.১৪	আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে প্রণীত আইনের সংকলন সরবরাহ	৫৭
৪.১৫	শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	৫৮
পঞ্চম অধ্যায় **সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভূমিকা**		
৫.১	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট	৬১
৫.২	গৃহীত প্রকল্প	৬৫
ষষ্ঠ অধ্যায়		
	২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা কর্তৃক পুস্তক বা সংকলন আকারে প্রকাশিত আইন ও এস.আর.ও.-সমূহের	৬৯

	তালিকা	
সপ্তম অধ্যায়		
	২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত আইন ও অধ্যাদেশসমূহের তালিকা	৭৩
অষ্টম অধ্যায়		
	২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত উল্লেখযোগ্য এস.আর.ও.-সমূহের তালিকা	৭৯
নবম অধ্যায়		
	২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় স্বাক্ষরিত উল্লেখযোগ্য চুক্তি/MoU-সমূহের তালিকা	১০৭
দশম অধ্যায়		
	২০২১-২২ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক নিজস্ব আয়োজনে এবং অন্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য	১৩৩
একাদশ অধ্যায় **লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ**		
১১.১	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	১৪৭
১১.২	আইন কমিশন	১৫৬
দ্বাদশ অধ্যায় **পরিশিষ্ট**		
	পরিশিষ্ট-১: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে কর্মরত সচিবসহ প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নাম, পদবি ও ঠিকানা	১৬৭
	পরিশিষ্ট-২: ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কিত আলোকচিত্র	১৮০
	পরিশিষ্ট-৩: ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইনের অধীন তথ্য প্রদান সম্পর্কিত বিবরণ	১৯২
	পরিশিষ্ট-৪: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের এবং ল'জ অব বাংলাদেশ ওয়েবসাইটের চিত্র	১৯৩

উপক্রমণিকা

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, মহান স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুদৃঢ় আইনি কাঠামো বিনির্মাণের মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের মাধ্যমে তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত এবং তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন 'একটি অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধামুক্ত, সমৃদ্ধশালী, উন্নত ও প্রগতিশীল বাংলাদেশ' গড়তে এবং উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে জাতি আজ দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটকে মোকাবেলা করে অভাবনীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবউন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে অগ্রযাত্রার মহাসড়কে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক গৃহীত বাস্তবধর্মী নানা পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র্য হ্রাস, স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, পরিবেশের উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের টেকসই উন্নয়নসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভেদ করে বাংলাদেশ এখন বিশ্ব দরবারে মর্যাদাকর অবস্থানে সমাসীন।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণ ও ইচ্ছার প্রতিফলনে তাদের জন্য কল্যাণকর রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিনির্মাণই গণতন্ত্র ও মহান স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সরকার বিশ্বাস করে যে, সমৃদ্ধ জাতি গঠনের জন্য উন্নত ও যুগোপযোগী আইনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। তাই বর্তমান সরকার আইনের মাধ্যমে উন্নয়ন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে সরকার সময়ের চাহিদা পূরণে বিষয়ভিত্তিক নতুন আইন প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইন যুগোপযোগীকরণের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করছে।

জনগণের অধিকার সুরক্ষা, স্থিতিশীল ও সুসংগঠিত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যুগোপযোগী ও জনবান্ধব আইন প্রণয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। আইন দেশের নাগরিদের অধিকার ও কর্তব্য এবং সরকারের দায়িত্বসহ অন্যান্য বিষয় নির্ধারণের প্রধান মাধ্যম। তাই জনগণের মৌলিক ও আইনি অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন আবশ্যক। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন প্রণয়ন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ আইন প্রণয়নে সরকারকে বিশেষায়িত সেবা প্রদানের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দক্ষতা ও একাগ্রতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

সরকারের বাস্তবমুখী ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে সর্বমোট ৭৪টি আইনের খসড়া প্রণয়ন ও ভেটিং, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিধিমালা, প্রবিধানমালা, আদেশ, নীতিমালা, চুক্তি ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন ও ভেটিং এবং ১০টি আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা ও চুক্তির নির্ভরযোগ্য অনূদিত পাঠ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বৈশ্বিক নানাবিধ সংকটের মধ্যেও ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে এই বিভাগের সহায়তায় নিম্নবর্ণিত আইনসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে, যথা:- চলচ্চিত্র শিল্পীদের কল্যাণ সাধনে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০২১; Delimitation of Constituencies Ordinance, 1976 বাতিলপূর্বক নতুনভাবে প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১; Gandhi Ashram (Board of Trustees) Ordinance 1975 এর অধিকতর সংশোধনপূর্বক গান্ধী আশ্রম (ট্রাস্টি বোর্ড) আইন, ২০২১; Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order, 1972 সংশোধনকল্পে Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council (Amendment) Act, 2021; Medical Colleges (Governing Bodies) Ordinance, 1961 রহিতকরণকল্পে Medical Colleges (Governing Bodies) (Repeal) Act, 2021; Medical Degrees Act, 1916 রহিতকরণকল্পে Medical Degrees

(Repeal) Act, 2021; শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ এবং এতদ্‌বিষয়ে গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট আইন, ২০২১; দেশে কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার সম্প্রসারণের নিমিত্ত কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২১; National Archives Ordinance, 1983 রহিতকরণকল্পে সময়োপযোগী করে বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০২১; বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০২১; Leader and Deputy Leader of the Opposition (Remuneration and Privileges) Ordinance, 1979 রহিতপূর্বক পুনঃপ্রণয়নকল্পে বিরোধীদলের নেতা এবং উপনেতা (পারিতোষিক ও বিশেষাধিকার) আইন, ২০২১; Special Security Force Ordinance, 1986 রহিতপূর্বক পুনঃপ্রণয়নকল্পে বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (Special Security Force) আইন, ২০২১; Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে Bangladesh House Building Finance Corporation (Amendment) Act, 2021; বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইড (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন, ২০২১; Bankers' Books Evidence Act, 1891 রহিতক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক ব্যাংকার বহি সাক্ষ্য আইন, ২০২১; Highways Act, 1925 রহিতক্রমে যুগোপযোগী করে মহাসড়ক আইন, ২০২১; Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 এর সংশোধনকল্পে Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Act, 2021; Supreme Court Judges (Remuneration and privileges) Ordinance, 1978 রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (পারিতোষিক ও বিশেষাধিকার) আইন, ২০২১; Supreme Court Judges (Travelling Allowances) Ordinance, 1976 রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (ভ্রমণ ভাতা) আইন, ২০২১; প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের নিমিত্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন, ২০২২; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর স্থাপনকল্পে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর আইন, ২০২২; Bangladesh Jatiya Jadughar Ordinance, 1983 রহিতক্রমে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন, ২০২২; স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০২২; Patents and Designs Act, 1911 এর পেটেন্ট সংক্রান্ত বিধানসমূহ রহিতক্রমে বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২২; Boilers Act, 1923 রহিতক্রমে বয়লার আইন, ২০২২; Mongla Port Authority Ordinance, 1976 রহিমক্রমে যুগোপযোগী করে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২; Chittagong Port Authority Ordinance, 1976 রহিতক্রমে সময়োপযোগী করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২; ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য ও সেবাখাতসহ দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বাণিজ্য সংগঠনসমূহের ভূমিকা, কার্যক্রম, শৃঙ্খলা ও দায়বদ্ধতা সুসংহতকরণকল্পে Trade Organizations Ordinance, 1961 রহিতক্রমে বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২; জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২২; Bangladesh Parjatan Corporation Order, 1972 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে Bangladesh Parjatan Corporation (Amendment) Act, 2022; নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০২২; অর্থ আইন, ২০২২ এবং নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০২২।

মাতৃভাষায় আইনের অনূদিত পাঠ প্রণয়ন এবং সকলের কাছে সহজবোধ্য ও সহজলভ্য করার মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থায় জনগণের অভিগমন নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণের জন্য বাংলা ভাষায় প্রণীত আইনের ইংরেজি পাঠ প্রণয়নের ক্ষেত্রে, এ বিভাগের অনুবাদ অনুবিভাগের কর্মকর্তাগণ সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সে লক্ষ্যে এ অর্থ-বছরে অনুবাদ অনুবিভাগ কর্তৃক কতিপয় উল্লেখযোগ্য আইন, বিধিমালা, চুক্তি ও সমঝোতা-স্মারকের নির্ভরযোগ্য অনূদিত পাঠ প্রণয়ন করা হয়েছে।

এ বিভাগের আইসিটি সেল প্রচলিত আইনসমূহ ওয়েবসাইটে হালনাগাদকরণ এবং ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তিকরণে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে, যা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রচলিত সকল আইন, অধ্যাদেশ ও এগুলোর অনুবাদ নিয়মিত প্রকাশ করে জনগণের দোরগোড়ায় আইন পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে একটি সচেতন, সুশৃঙ্খল ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। মানুষ আজ বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে আইনের হালনাগাদ সকল বিধান অতি সহজেই জানতে পারছে।

করোনা মহামারি ও চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটেও বর্তমান সরকারের অব্যাহত সাফল্যকে আরও গতিশীল করতে এ বিভাগ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সফলতার সাথে উদ্‌যাপন এবং সরকারের উন্নয়নধারাকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এ পুস্তিকায় ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে বর্তমান সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সু-শাসন সম্পর্কিত কর্মকান্ড বাস্তবায়নে এ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপনের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রতিষ্ঠা, রূপকল্প, অভিলক্ষ্য এবং কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১.১ বিভাগ প্রতিষ্ঠা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের ইচ্ছা ও পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদা পূরণের স্বার্থে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনের সংশোধন একটি অত্যাবশ্যক ও অব্যাহত প্রক্রিয়া। স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের সাথে সাথে সময়োপযোগী আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইনের প্রস্তাব সংবলিত সকল বিল, অধ্যাদেশ, বিধি, প্রবিধান, প্রজ্ঞাপন, ইত্যাদির খসড়া প্রস্তুতির পর্যায়ে পরামর্শ প্রদানসহ চূড়ান্ত রূপদান, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে উন্নয়ন সহযোগী, দাতা সংস্থা, ইত্যাদির অনুদান ও ঋণ চুক্তির উপর আইনগত মতামত এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সম্পাদিতব্য ট্রিটি, কনভেনশন, ইত্যাদির উপর মতামত প্রদান লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত। এছাড়া, আইনের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য সরকারের সকল নীতিনির্ধারণী বিষয় নিরীক্ষা, প্রচলিত আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, ইত্যাদি বাংলা হতে ইংরেজি অথবা ইংরেজি হতে বাংলায় অনুবাদ, আইনের রিভিশন ও হালনাগাদকরণ, প্রকাশনা, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথমবার ক্ষমতায় এসেই আধুনিক ও দক্ষ লেজিসলেটিভ কর্মকর্তা সৃষ্টিসহ গুণগত মানসম্পন্ন আইন প্রণয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক মেমোরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তখন পর্যন্ত লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং বিষয়ে দক্ষ জনবল সৃষ্টির প্রতি নজর না দেওয়ায় এ কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবলের অভাব ছিল। কারণ উপসচিব ও সহকারী সচিব পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে প্রেষণে নিযুক্ত হয়ে দুই-তিন বছর কাজ করার পর তাঁরা আদালতে বা অন্যত্র বদলি হয়ে যেতেন। তদস্থলে আবার একই প্রক্রিয়ায় নতুন করে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ প্রেষণে নিযুক্ত হতেন। স্থায়ীভাবে নিয়োজিত দক্ষ কর্মকর্তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ১৬/১০/১৯৯৬ খ্রি. তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এতৎসংক্রান্ত প্রস্তাবটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় উপস্থাপিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইং নামে একটি স্বতন্ত্র উইং ও উহার নিজস্ব জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে সার-সংক্ষেপ অনুমোদন করেন। ফলশ্রুতিতে তাৎক্ষণিকভাবে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইং নামে পৃথক একটি উইং সৃষ্টি হয় এবং এর কার্যক্রম শুরু হয়। বস্তুত আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ গঠনের প্রাথমিক ভিত্তি তৎকালীন সময়ে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতেই সূচিত হয়।

স্থায়ী কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং কর্মকর্তা (আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৮ প্রণীত হয়। এতে করে কার্যত একটি বিশেষায়িত টেকনিক্যাল লেজিসলেটিভ সার্ভিস সৃজিত হয়েছে। অতঃপর আইন ও বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের লক্ষ্যে Legal and Judicial Capacity Building Project গৃহীত হয়। উক্ত প্রকল্পে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইং-কে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করার কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল।

উপরি-উক্ত প্রকল্প বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের সাথে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন ঋণচুক্তি (Development Credit Agreement) সম্পাদিত হয়েছিল। প্রকল্প সম্পর্কিত কৌশলপত্রে এবং বিশ্বব্যাংকের সংশ্লিষ্ট PROJECT APPRAISAL DOCUMENT-এ লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইংকে পরিপূর্ণ ডিভিশনে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনার পাশাপাশি লেজিসলেটিভ সার্ভিসকে ক্যাডারে রূপান্তর করার সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল।

কানাডা সরকারের অনুদানে উহার আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা সিডা (CIDA)-এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত Legal Reform Project (Part-A) শীর্ষক প্রকল্পের অধীন লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইং এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং উক্ত প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ছিল লেজিসলেটিভ উইং-কে পূর্ণাঙ্গ ডিভিশনে উন্নীতকরণ এবং লেজিসলেটিভ সার্ভিসকে ক্যাডারে রূপান্তর করে প্রয়োজনীয় সকল কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিশ্বমানে উন্নীত করা। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট Vision Paper এবং Management Plan-এ যার প্রতিফলন ছিল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণের পর বিভাগ প্রতিষ্ঠার কাজটি গুরুত্ব পায় এবং সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বিগত ২৩/১২/২০০৯ খ্রি. তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সৃষ্টি হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সরকারি কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য প্রণীত Rules of Business, 1996-এর SCHEDULE-I অর্থাৎ Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions অনুযায়ী লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ উহার অনুকূলে বণ্টনকৃত দায়িত্বাবলি পালন করছে।

১.২ রূপকল্প

আইনি ব্যবস্থায় জনগণের অভিগমন এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন।

১.৩ অভিলক্ষ্য

আইনি কাঠামোকে শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে সহায়তা করা।

১.৪ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

(ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১। সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আইনি বিষয়সমূহ সুসংহতকরণ;

২। রাষ্ট্রের আইনি কাঠামোর উন্নয়ন;

৩। দেশে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

(খ) আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১। দক্ষতার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;

২। উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন;

৩। দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;

৪। তথ্য-অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও বাস্তবায়ন;

৫। আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

২.১ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

জনাব আনিসুল হক, এম.পি, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একজন সিনিয়র আইনজীবী। জনাব আনিসুল হক ৩০ মার্চ, ১৯৫৬ খ্রি. তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক, যিনি আওয়ামী লীগের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন এবং তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে একজন অন্যতম আইনজীবী ছিলেন। তার মাতা প্রয়াত বেগম জাহানারা হক, যিনি একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

জনাব হক ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৪ আসন থেকে ৫ জানুয়ারি, ২০১৪ এবং ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পরপর দু'বার নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্য। তিনি ভিকারুননিসা নূন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। অতঃপর তিনি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেন্ট জোসেফ হাইস্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঢাকার সেন্ট জোসেফ হাই স্কুল থেকে ১৯৭২ সালে ও-লেভেল পাস করেন। এরপরে তিনি ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের মাধ্যমে ১৯৭৪ সালে এ-লেভেল সম্পন্ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৭৯ সালে এ বিষয়ে তিনি স্নাতক (সম্মান) ও ১৯৮১ সালে মেধা তালিকায় স্থানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৮৪ সালে মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অর্জন করে এলএলবি পাস করেন। পরবর্তীতে তিনি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের কিংস কলেজ থেকে এলএলএম পাস করেন।

জনাব হকের প্রয়াত পিতা জনাব সিরাজুল হক বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা এবং জেল হত্যা মামলার চিফ প্রসিকিউটর ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা এবং জেল হত্যা মামলার চিফ স্পেশাল প্রসিকিউটরের দায়িত্ব সফলতার সাথে সমাপ্ত করে জাতীয় জীবনে বিচারহীনতার সংস্কৃতি দূর করতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি দুর্নীতি দমন কমিশনের চিফ কাউন্সেল এবং স্পেশাল প্রসিকিউটর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ২০০৯ সালে সংঘটিত পিলখানা হত্যাকাণ্ড মামলার চিফ প্রসিকিউটর ছিলেন এবং উক্ত বিচার কার্যক্রম সফলতার সাথে সমাপ্ত করেন।

তিনি ১২ জানুয়ারি, ২০১৪ খ্রি. তারিখে প্রথম মেয়াদে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে সফলতার সাথে স্বীয় দায়িত্ব পালন করেন এবং ৭ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. তারিখে পুনরায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে পরপর দুই মেয়াদে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন।

২.২ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব

জনাব মোঃ মইনুল কবির ১ জানুয়ারি, ১৯৬৫ খ্রি. তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃতিত্বের সাথে এলএলবি (সম্মান) ও এলএলএম ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ২৬ জানুয়ারি, ১৯৯১ খ্রি. তারিখে নবম বিসিএস (বিচার) ক্যাডারে যোগদানের মাধ্যমে সরকারি চাকরি শুরু করেন। চাকরিকালে তিনি ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও চাঁদপুরে সহকারী জজ/সিনিয়র সহকারী জজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ৫ আগস্ট, ১৯৯৮ খ্রি. তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) পদে যোগদানের মাধ্যমে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং বিষয়ে ক্যারিয়ার শুরু করেন। পরবর্তীতে একই মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের উপসচিব (ড্রাফটিং), যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং) এবং অতিরিক্ত সচিব (ড্রাফটিং) পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

জনাব মোঃ মইনুল কবির গত ৩ আগস্ট, ২০২০ খ্রি. তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব পদের চলতি দায়িত্বে যোগদান করেন এবং ১৫ জুন ২০২১ খ্রি. তারিখে তিনি সচিব পদে যোগদান করেন। চাকরিরত অবস্থায় তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

চাকরি ছাড়াও তিনি বহু সামাজিক সংগঠনের সাথেও জড়িত। তিনি কমনওয়েলথ এসোসিয়েশন অব লেজিসলেটিভ কাউন্সেল, এশিয়ান এসোসিয়েশন অব লেজিসলেটিভ কাউন্সেল, বাংলাদেশ আইন সমিতি, অফিসার্স ক্লাব, ঢাকার সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যালামনাই এসোসিয়েশন-এর জীবন সদস্য। তিনি International Cooperation Group Ottawa, Canada কর্তৃক প্রকাশিত Legislative Process in Bangladesh গ্রন্থের সহলেখক।

২.৩ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো মোট ২৮০ জন। তন্মধ্যে ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত মোট জনবল ১০৪ জন এবং ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত মোট জনবল ১৭৬ জন [আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত]।

কর্মরত জনবল

এ বিভাগে বর্তমানে ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত মোট ৬০ জন এবং ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত মোট ১২৫ জন কর্মরত আছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বিভাগের কর্মপরিধি, বিভিন্ন প্রশাসনিক শাখা ও এর কার্যক্রম

৩.১ কর্মপরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সরকারি কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য প্রণীত Rules of Business, 1996 এর SCHEDULE-I অর্থাৎ Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বণ্টনকৃত দায়িত্বাবলির মধ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগকে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয় তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১। আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব থেকে উদ্ভূত সকল আইনগত ও সাংবিধানিক প্রশ্নে এবং উক্ত প্রস্তাবের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইনসহ যেকোনো আইন ও সংবিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দফতরকে পরামর্শ প্রদান;

২। সকল প্রকারের বিল, অধ্যাদেশ, সাংবিধানিক আদেশ, সংবিধিবদ্ধ আদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, উপ-আইন, প্রজ্ঞাপন, আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ যেকোনো প্রথা বা রীতি এবং অন্যান্য আইনগত দলিল, ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ও মতামত প্রদান;

৩। আন্তর্জাতিক ট্রিটি, এগ্রিমেন্ট, অঙ্গীকার, সমঝোতা-স্মারক ও অন্যান্য আইনগত দলিলসহ সকল প্রকারের চুক্তি ও এগ্রিমেন্টের খসড়া প্রণয়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং মতামত প্রদান;

৪। আন্তর্জাতিক ট্রিটি, কনভেনশন ও আন্তর্জাতিক আইনগত বিষয়াদি এবং আন্তর্জাতিক ট্রিটি, চুক্তি, ইত্যাদি হতে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক সালিস সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান;

৫। সকল আইন ও অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ বিধিমালা ও আদেশের অনুবাদ;

৬। সরকারি প্রকাশনার গ্রন্থস্বত্ব;

৭। আইন, অধ্যাদেশ এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ আদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও অন্যান্য আইনগত দলিলের প্রকাশনা;

৮। আইন, অধ্যাদেশ ও সংবিধিবদ্ধ আদেশ, বিধিমালা ও প্রবিধানমালার বাংলায় অনূদিত নির্ভরযোগ্য পাঠের প্রকাশনা;

৯। আইন ও অধ্যাদেশ এবং সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রপতির আদেশ এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ আদেশ ও প্রবিধানমালার সংকলন;

১০। আইনের সংকলন, সংহতকরণ, অভিযোজন এবং প্রায়োগিক সংশোধন;

১১। লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং এবং অনুবাদ কর্মকর্তাগণের পদায়ন, বদলি, প্রেষণ, ইত্যাদি;

১২। লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং কর্মকর্তা এবং এ বিভাগে নিয়োজিত অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ;

১৩। এ বিভাগের অধস্তন অফিস ও দপ্তরসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ;

১৪। আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ এবং অন্যান্য দেশ ও বিশ্বসংস্থার সাথে এ বিভাগের উপর অর্পিত বিষয়ে চুক্তি ও সমঝোতা;

১৫। সংসদসংশ্লিষ্ট বিষয়;

১৬। এ বিভাগের উপর অর্পিত যেকোনো বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান;

১৭। আদালতে গৃহীত ফিস ব্যতীত এ বিভাগের উপর অর্পিত যেকোনো বিষয়ের ফি নির্ধারণ;

১৮। মানবাধিকার এবং মানবাধিকার কমিশনসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি;

১৯। ন্যায়পালের কার্যালয়;

২০। নির্বাচন কমিশনের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়;

২১। আইন কমিশন এবং আইনগত বিষয়ে গঠিত কমিশন;

২২। আইন সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়াদি;

২৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেল সংক্রান্ত প্রশাসন;

২৪। আর্থিক বিষয়সহ সাচিবিক প্রশাসন;

২৫। সরকারি সকল আইনের গ্রন্থস্বত্ব সংক্রান্ত প্রশাসন;

২৬। এ বিভাগের উপর অর্পিত আইনসমূহ সংক্রান্ত বিষয়াদি।

এছাড়াও, Rules of Business, 1996 এর rule 14A অনুসারে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে কতিপয় বিষয়ে পরামর্শ করার বিধান রয়েছে যা নিম্নরূপ, যথা:-

১। নিম্নবর্ণিত বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে পরামর্শ করতে হবে-

(ক) আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকারের প্রস্তাব সম্পর্কে;

(খ) আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব হতে উদ্ভূত সকল আইনগত প্রশ্নে;

(গ) আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি, আন্তর্জাতিক এগ্রিমেন্ট, কনভেনশন প্রস্তুত সম্পর্কে;

(ঘ) যেকোনো আইনের ব্যাখ্যা প্রদান বিষয়ে;

(ঙ) বিধিবদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিধিমালা, প্রবিধানমালা বা উপ-আইন, ইত্যাদি প্রণয়ন ও জারির পূর্বে।

২। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মাধ্যম ব্যতীত এবং এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালি অনুসরণ ব্যতীত কোনো মন্ত্রণালয় অ্যাটর্নি জেনারেলের সাথে পরামর্শ করবে না।

৩। অ্যাটর্নি জেনারেল এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মধ্যে কোনো বিষয়ে দ্বিমত থাকলে উক্ত বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করতে হবে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত প্রাধান্য পাবে।

এ বিভাগের কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ৪টি প্রশাসনিক শাখা এবং অন্যান্য আরো ১০টি শাখা গঠন করা হয়েছে। নিম্নে শাখাসমূহের কার্যাবলি ও কর্মপরিধি উল্লেখ করা হলো:

৩.১.১ প্রশাসন শাখা-১

১। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর থেকে প্রাপ্ত নথি/চিঠিপত্র গ্রহণ, নথি খোলা ও বিতরণ এবং কর্মসম্পাদনের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে ফেরত প্রদানসহ এতৎসংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ;

২। খোলা বাজার থেকে স্টেশনারি দ্রব্যাদি/আসবাবপত্র/টেলিফোন সেট/কম্পিউটার/ইন্টারকম/ফ্যাক্স/ফটোকপি মেশিন/টোনার/বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি/বই-পুস্তক/সাময়িকী ও অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম ক্রয়/সংগ্রহ/ বিতরণ/রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণসহ এতৎসংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ;

৩। আইনগত মতামত, আন্তর্জাতিক চুক্তি, আইন, অধ্যাদেশ, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন সংক্রান্ত জরুরি, অতি জরুরি ও গোপনীয় চিঠিপত্র ইস্যুকরণ;

৪। সরকারি ফরমস ও স্টেশনারি অফিস হতে স্টেশনারি দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও প্রাপ্যতা অনুযায়ী বিতরণ এবং এতৎসংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ;

৫। মাসিক সমন্বয় সভা/বিশেষ সভাসহ বিভিন্ন সভার আয়োজন ও সভায় অংশগ্রহণকারীদের আপ্যায়নসহ সচিবালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬। এ বিভাগের চিঠিপত্র বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে প্রেরণ;

৭। ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি গঠন ও সকল প্রকার দরপত্র/বিজ্ঞপ্তি আহ্বান;

৮। প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গাড়িসহ প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত সকল গাড়ির জ্বালানি সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, কর্মকর্তাদের যাতায়াতের জন্য গাড়ির রুট নির্ধারণ এবং বিভিন্ন সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণের নিমিত্ত ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের চাহিদাপত্র অনুযায়ী গাড়ি সরবরাহ;

৯। শাখায় অর্পিত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট যেসকল গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য তা প্রকাশের জন্য আইসিটি সেলে প্রেরণ;

১০। এ বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর হতে চাহিদাপত্র অনুযায়ী মালামাল সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১১। দাপ্তরিক প্রয়োজনে হিসাব শাখার মাধ্যমে অর্থের সংস্থান;

১২। এ বিভাগের অফিস আদেশ/সরকারি ও আধা সরকারি পত্রে স্মারক নম্বর প্রদান; এবং

১৩। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন।

৩.১.২ প্রশাসন শাখা-২

১। ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা, বদলি, চাকরি স্থায়ীকরণ, অস্থায়ী পদসমূহের বছরভিত্তিক সংরক্ষণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন;

২। ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের বেতন নির্ধারণ, সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল, দক্ষতা সীমা অতিক্রম সম্পর্কিত সকল বিষয়;

৩। ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সকল বিষয়;

৫। আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন এবং এ বিভাগ থেকে মনোনীত অংশগ্রহণকারী/প্রতিনিধির অনুকূলে এতৎসংক্রান্ত অনুমতি/সরকারি আদেশ জারি;

৬। ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) সংরক্ষণ;

৭। শাখায় অর্পিত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট যেসকল গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য তা প্রকাশের জন্য আইসিটি সেলে প্রেরণ; এবং

৮। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন।

৩.১.৩ প্রশাসন শাখা-৩

১। ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা, চাকরি স্থায়ীকরণ, অস্থায়ী পদসমূহের বছরভিত্তিক সংরক্ষণ এবং নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন;

২। ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ, সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রদান;

৩। ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ চাকরিবহি হালনাগাদকরণ ও সংরক্ষণ;

৪। ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম উত্তোলন, গৃহনির্মাণ ঋণ, কম্পিউটার ঋণ, মোটর সাইকেল ঋণ সম্পর্কিত বিষয়াদি;

৫। ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) সংরক্ষণ;

৬। ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের বদলি;

৭। শাখায় অর্পিত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট যে সকল গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য তা প্রকাশের জন্য আইসিটি সেলে প্রেরণ; এবং

৮। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৩.১.৪ প্রশাসন শাখা-৪

১। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীসহ এ বিভাগের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিমান বন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জ ও প্রটোকলের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২। চর্তুথ শ্রেণির কর্মচারীদের পোষাক, জুতা, ছাতা ইত্যাদি ক্রয় ও বিতরণ এবং এতৎসংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ;

৩। অফিসের স্থান সংকুলান ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়াদি;

৪। ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম উত্তোলন, গৃহ নির্মাণ ঋণ, কম্পিউটার ঋণ, মোটর সাইকেল ঋণ সম্পর্কিত সকল বিষয়;

৫। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের সভায় প্রতিনিধি মনোনয়ন;

৬। কর্মচারীদের বাসা বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৭। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সচিবালয়ে প্রবেশের গেইট পাশ ইস্যু এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮। শাখায় অর্পিত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট যে সকল গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য তা প্রকাশের জন্য আইসিটি সেলে প্রেরণ; এবং

৯। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৩.১.৫ সংসদ বিষয়ক শাখা

১। সংসদের অধিবেশনের পূর্বে জারীকৃত অধ্যাদেশ সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২। এ মন্ত্রণালয়ের বিল সংসদে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৩। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ৭১ বিধির অধীন জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে বক্তব্য/উত্তর প্রস্তুত করে মাননীয় মন্ত্রী বরাবর উপস্থাপন এবং তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪। সংসদীয় কার্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, জাতীয় সংসদ সচিবালয়সহ মাননীয় মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত অন্য যে কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়/সচিবালয় এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;

৫। জাতীয় সংসদে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত উত্থাপনীয় প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ, প্রস্তুত এবং উহার শুদ্ধতা পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ;

৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমীপে উত্থাপনীয় প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রস্তুত এবং উহার শুদ্ধতা পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ;

৭। অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে স্থানান্তরকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত বা চাহিত তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে উক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ;

৮। সংসদ বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য কাউন্সেল অফিসারদের দায়িত্ব প্রদান এবং তাদের কার্যাবলির সমন্বয়সাধন;

৯। সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম সমন্বয় এবং মাননীয় মন্ত্রীকে সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;

১০। সংসদ বিষয়ক কার্যাবলি সংক্রান্ত সংসদ সচিবালয়ের পত্রাদি গ্রহণ ও এ বিভাগ হতে উক্ত সচিবালয়ে পত্রাদি প্রেরণ; এবং

১১। মাননীয় মন্ত্রী বা সচিব কর্তৃক সংসদ এবং আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত অন্য যেকোনো বিষয়।

৩.১.৬ প্রশিক্ষণ ও প্রতিবেদন শাখা

১। দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উপস্থাপন;

২। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও আয়োজন;

৩। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়/সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন;

৪। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য অনুমতি প্রদান, মনোনয়ন প্রেরণ বা সরকারি আদেশ (জি.ও) জারি সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;

৫। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিদেশি দাতা দেশ ও সংস্থার সাথে যোগাযোগ;

৬। সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ডোসিয়ার সংরক্ষণ ও এতৎসংক্রান্ত বিষয়াদি;

৭। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল সংকলন, প্রকাশনা ও বিতরণ;

৮। রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে চাহিত তথ্যাদি ও প্রতিবেদন প্রেরণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত সকল বিষয়;

৯। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়/সংস্থা থেকে চাহিত তথ্যাদি ও প্রতিবেদন প্রেরণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত সকল বিষয়;

১০। এ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকাশনা ও বিতরণ; এবং

১১। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

৩.১.৭ বাজেট শাখা

১। বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতির খসড়া পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রদান;

২। বাজেট কাঠামো এবং বাজেট সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

৩। সচিবালয় এবং সংযুক্ত/অধস্তন সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

৪। রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

৫। রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

৬। আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan)-সহ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

৭। উন্নয়ন অনুবিভাগ/পরিকল্পনা সেলের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেট নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীত রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং অধিদপ্তর/সংস্থাওয়ারি সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ যাতে বেশি না হয় সেলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

৮। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাজেট নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণ এবং ব্যয়ের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

৯। প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন পরিবীক্ষণ এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ যাতে অর্জিত হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

১০। নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণপূর্বক বিভাগের বার্ষিক উপযোজন হিসাব অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

১১। অভ্যন্তরীণ ও বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান; এবং

১২। এ বিভাগের সংযুক্ত দপ্তর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং আইন কমিশনের বাজেটসহ এতৎসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন।

বাজেট শাখায় ন্যস্তকৃত অতিরিক্ত দায়িত্ব:

১। কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক এবং আবাসিক টেলিফোন বরাদ্দ প্রস্তাব উপস্থাপন;

২। প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের সংবাদপত্রের বিল প্রদান;

৩। আইন কমিশন সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যাদি;

৪। আইন কমিশন (কর্মকর্তা) চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাবের নিষ্পত্তি;

৫। আইন কমিশনের কর্মচারীগণের পদ স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি;

৬। আইন কমিশনের পদ সৃজন সংক্রান্ত কার্যাদি;

৭। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যাদি;

৮। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অর্গানোগ্রাম চূড়ান্তকরণ, পদ সৃজন, পদ স্থায়ীকরণ ও পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদি;

৯। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য/কর্মকর্তাগণের বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত কার্যাদি; এবং

১০। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি।

৩.১.৮ মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশ কোড (সকল মূল আইনের সংকলন), আইন, অধ্যাদেশ, অন্যান্য বিধি-বিধান পুস্তক আকারে মুদ্রণের জন্য বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিসের মাধ্যমে গর্ভমেন্ট প্রিন্টিং প্রেসে প্রেরণ করা এবং দ্রুত ছাপানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা;

২। এস.আর.ও. (Statutary Rules and Orders) মুদ্রণের জন্য বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিসের মাধ্যমে বি.জি. প্রেসে প্রেরণ করে দ্রুত মুদ্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্মকর্তাগণের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা;

৩। কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে, সময় সময়, বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গকে সরবরাহ করা;

৪। মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত/সম্মতিকৃত অধ্যাদেশ দ্রুততার সাথে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা;

৫। কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন সংস্থায় সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী মুদ্রিত আইন, অধ্যাদেশ ও বিধি-বিধান বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করা;

৬। আইন, অধ্যাদেশ, এস.আর.ও. এবং সাপ্তাহিক সরকারি গেজেট প্রতি বছরের শেষে আলাদা করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুস্তক আকারে বাঁধাই করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা এবং এ মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে সংরক্ষণের জন্য সরবরাহ করা;

৭। জাতীয় সংসদে উত্থাপনের জন্য অধ্যাদেশসমূহ প্রেরণ করা; এবং

৮। কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে অর্পিত অন্যান্য বিষয়।

৩.১.৯ সংশোধন ও অভিযোজন শাখা

১। সূচিপত্রসহ বাংলাদেশ কোড (সকল মূল আইনের সংকলন) হালনাগাদপূর্বক সংরক্ষণ;

২। কোনো আইন, অধ্যাদেশ অথবা বিধি পুস্তক আকারে মুদ্রণের জন্য উহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতপূর্বক পুস্তক আকারে মুদ্রণের জন্য মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখায় প্রেরণ;

৩। জাতীয় সংসদ কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোনো সংশোধন করা হলে তা অন্তর্ভুক্তকরণপূর্বক হালনাগাদ সংশোধিত সংবিধান মুদ্রণের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ;

৪। এ বিভাগের সকল কর্মকর্তার নিকট হালনাগাদকৃত আইন, অধ্যাদেশ ও বিধি-বিধান সরবরাহ করা;

৫। আইনের সরকারি গেজেটের ফোল্ডার তৈরি করে এ বিভাগের প্রত্যেক কর্মকর্তার নিকট সরবরাহ করা;

৬। শাখার কাজসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বণ্টন করা;

৭। সংশোধিত আইন, অধ্যাদেশ ও বিধি-বিধান হালনাগাদপূর্বক সংরক্ষণ করা;

৮। আইন, অধ্যাদেশ এবং এস.আর.ও. এর বাঁধাইকৃত বইয়ের কপি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা; এবং

৯। কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে অর্পিত অন্যান্য বিষয়।

৩.১.১০ আইন শাখা

১। রিট পিটিশন, সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ, আপীল বিভাগ, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল, জজ কোর্টের মামলাসমূহ ও আদালত অবমাননার মামলাসমূহসহ বিবেচ্য যাবতীয় বিষয়;

২। সরকারের পক্ষে মামলা/আপিল দায়ের এবং মামলার জবাব প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/শাখা হতে জবাব সংগ্রহ করে আদালত ও দপ্তর, সলিসিটর উইং, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস, ইত্যাদির সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করা ও প্রেরণ করা;

৩। সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর/সংস্থার চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনবোধে সরকারের পক্ষে সংশ্লিষ্ট আদালতে সময়ের আবেদন করা;

৪। প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট মামলার নথি/কাগজপত্র নিয়ে আদালতে উপস্থিত থাকা; আহূত হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/শাখার অফিসারসহ উপস্থিত থাকা;

৫। মামলার রায়সমূহ যথাসময়ে প্রাপ্তির সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট আদালতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ও সিনিয়র সচিব/সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পক্ষে এফিডেভিট অন অপজিশনে সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর প্রধানের (যিনি মূল জবাব প্রস্তুত করেছেন) স্বাক্ষর প্রদানে সহায়তা করা;

৬। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক শাখা/দপ্তর হতে খসড়া জবাব সংগ্রহপূর্বক লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের আইনজীবীর মাধ্যমে পরীক্ষা করে আদালতে দাখিলের ব্যবস্থা করা; এবং

৭। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা।

৩.১.১১ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা

১। এ বিভাগের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেনস চার্টার, এসডিজি, ইত্যাদি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

২। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিধৃত বিষয়াদিসহ সরকার কর্তৃক, সময় সময়, গৃহীত সংস্কারমূলক কার্যক্রমসমূহ নিবিড়ভাবে সম্পাদন;

৩। সুশাসন জোরদারকরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় যোগদান;

৪। এ বিভাগের সেবার মানোন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নীতি/কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

৫। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সভা, সেমিনার, কর্মশালা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;

৬। অভিযোগ অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ;

৭। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রতিবেদন প্রেরণ, ইত্যাদি;

৮। এ বিভাগের কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৯। এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন;

১০। কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

১১। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

৩.১.১২ হিসাব শাখা

১। সকল কর্মকর্তার বেতন বিল যথাসময়ে প্রদান এবং প্রত্যেক মাসের ১ তারিখে EFT নিশ্চিতকরণ;

২। প্রত্যেক মাসের ১ তারিখে কর্মচারীদের বেতন প্রদান করা;

৩। সেবা ও সরবরাহ খাতে বিল প্রস্তুতকরণ ও যথাসময়ে চেক প্রদান;

৪। কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন বিল প্রস্তুতকরণ ও চেক প্রদান;

৫। বিভিন্ন প্রকার ঋণ/অগ্রিমের জি.ও প্রাপ্তি সাপেক্ষে, বিল প্রস্তুতকরণ ও যথাসময়ে চেক প্রদান;

৬। কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণের অগ্রিম, প্রকৃত ও সমন্বয় বিল প্রস্তুতকরণ ও যথাসময়ে চেক প্রদান;

৭। বাজেট শাখার ও প্রশাসন-১ শাখার সমন্বয়ে বিভিন্ন খাতের আর্থিক বছরের বাজেট প্রস্তুতকরণ;

৮। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টার এর বাজেট প্রস্তুতকরণ;

৯। কর্মকর্তাদের Income Tax প্রদানের জন্য অর্থ-বছরের বেতন বিবরণী প্রস্তুতকরণ ও প্রদান;

১০। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন সময়ে পে-ফিক্সেশন এর মাধ্যমে বেতন নির্ধারণ, বকেয়া বিল প্রস্তুত ও চেক প্রদান;

১১। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদির প্রত্যয়নপত্র প্রদান ;

১২। কর্মচারীদের বিভিন্ন ছুটি ও অন্যান্য অফিস আদেশ সার্ভিস বহিতে লিপিবদ্ধকরণ;

১৩। কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রকার ছুটির হিসাব প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র প্রদান;

১৪। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পিআরএল গমণকালে লাম্পগ্রান্ট এর বিল প্রস্তুতকরণ ও যথাসময়ে চেক প্রদান নিশ্চিতকরণ;

১৫। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেনশন ফাইল প্রস্তুতকরণ ও যথাসময়ে আনুতোষিকের চেক প্রদান নিশ্চিতকরণ;

১৬। বিভিন্ন সময়ে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ, উল্লেখ্য যে, এ বিভাগ ২০০৯ সালে সৃষ্টি হয় এবং এ পর্যন্ত কোনো অডিট আপত্তি নেই;

১৭। সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জিপিএফ ফান্ডের জমাকৃত অর্থের একাউন্টস স্লিপ প্রত্যেক অর্থ-বছরে প্রদান;

১৮। জিপিএফ ফান্ডের জমাকৃত অর্থের চূড়ান্ত হিসাব প্রদান ও চূড়ান্ত অর্থের চেক প্রদান নিশ্চিতকরণ;

১৯। বিভিন্ন প্রকার ঋণ/অগ্রিমের কিস্তি কর্তন যথাসময়ে নিশ্চিতকরণ;

২০। বিভিন্ন প্রকার ঋণ/অগ্রিমের সুদ হিসাব ও সুদ কর্তন যথাসময়ে নিশ্চিতকরণ;

২১। বেতন, ভাতাদিসহ অন্যান্য কাজের তথ্য রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ;

২২। সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ব্যক্তিগত ফাইল প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ;

২৩। সেবা ও সরবরাহ খাতে অগ্রিম বিল প্রস্তুত ও চেক প্রদান; এবং

২৪। বিভিন্ন অগ্রিম বিলের সমন্বয় বিল প্রস্তুতকরণ ও প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিমোচনপত্র প্রদান।

৩.১.১৩ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা

১। উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;

২। বিভাগের উন্নয়ন বাজেট প্রস্তুতকরণ এডিসি/আরএডিপিতে প্রতিফলন সংক্রান্ত কার্যাদি;

৩। উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, অর্থ উপযোজন ও পুনঃউপযোজন সংক্রান্ত কার্যাদি;

৪। নির্ধারিত সময়ে আইএসইডি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রকল্পের আওতায় মাসিক খরচের হিসাবসহ প্রতিবেদন প্রেরণ;

৫। বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) ও দীর্ঘমেয়াদী (এসডিজি) পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় ইনপুট প্রদান;

৬। উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভা, প্রকল্প বাস্তবায়ন (পিআইসি) ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) বা অন্য যে কোনো সভার আয়োজন এবং উহার সাচিবিক দায়িত্ব পালন;

৭। প্রকল্প সমাপ্ত হলে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন সংক্রান্ত কার্যাদি;

৮। এসডিজি সংক্রান্ত কার্যাদি; এবং

৯। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলি।

৩.১.১৪ গবেষণা ও বিশ্লেষণ শাখা

১। আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, উপ-আইন, প্রজ্ঞাপন, ইত্যাদির খসড়া প্রস্তুত ও ভেটিংয়ের ক্ষেত্রে Legislative method/technique-এর উৎকর্ষসাধনে গবেষণা করা;

২। চুক্তি, কনভেনশন, ট্রিটি, প্রটোকল, সমঝোতা-স্মারক ও অন্যান্য আইনগত দলিল ভেটিংয়ের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে তা গবেষণার মাধ্যমে বের করা;

৩। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য যে সকল আইন ও বিধি বিধানের সংস্কার ও নতুন আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন করতে হবে তা নিয়ে গবেষণা করা;

৪। প্রণীতব্য আইনের সম্ভাব্য ফলাফল বিশ্লেষণ (Impact analysis) করা;

৫। পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রচলিত প্রধান চারটি আইন ব্যবস্থা, যেমন- কমন ল', সিভিল ল', সোসালিস্ট ল' এবং ইসলামিক ল'সহ অন্যান্য আইন ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও আইন প্রণয়নে নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা;

৬। বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ Case law বিশ্লেষণ করা;

৭। উন্নত বিশ্বের দেশসমূহ, কল্যাণকামী রাষ্ট্রসমূহ এবং অধিকতর আইনের শাসন চর্চাকারী রাষ্ট্রসমূহের আইন প্রণয়ন ও আইনি কাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা এবং বাংলাদেশের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগযোগ্য কিনা সে বিষয়ে গবেষণা করা;

৮। লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং ও অনুবাদ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের আধুনিক, যুগোপযোগী ও সুসংহত জ্ঞানচর্চা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে গবেষণা করা;

৯। বিষয়ভিত্তিক, যেমন-আইনের বিভিন্ন শাখা, বিধি/প্রবিধান, চুক্তি ও সংসদীয় পদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক গবেষণা করা;

১০। দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন আইনি গবেষণা সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং প্রয়োজনে, তাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করা;

১১। Access to Justice নিশ্চিতকরণার্থে আইন ও আইনের মর্যাদা সম্পন্ন অন্যান্য দলিলপত্র সহজবোধ্য করণের লক্ষ্যে ভাষার প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা করা;

১২। বাংলাদেশের আইনব্যবস্থায় প্রযুক্তির অধিকতর প্রয়োগের মাধ্যমে কীভাবে আইনি সেবা দ্রুত জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়া যায় সে বিষয়ে গবেষণা করা;

১৩। আইনগত বিষয়ে গবেষণামূলক রচনা নিয়ে ই-জার্নাল/ জার্নাল প্রকাশ করা এবং অনলাইন ভিত্তিক জার্নালে অভিগম্যতার জন্য গেটওয়ে স্থাপন;

১৪। আইন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ও এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নে গবেষণা করা;

১৫। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে একাধিক আইন রয়েছে কিনা গবেষণার মাধ্যমে তা খুঁজে বের করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা;

১৬। আইনে বহুলব্যবহৃত শব্দ, অভিব্যক্তি ও পরিভাষাসমূহ সংকলন, লেজিসলেটিভ শব্দকোষ প্রণয়ন ও এতৎসম্পর্কে গবেষণা করা;

১৭। গুরুত্বপূর্ণ ও বহুলব্যবহৃত কনভেনশন, ট্রিটি, প্রটোকল ইত্যাদি বাংলায় অনুবাদ করা এবং এতৎসম্পর্কিত গবেষণা করা;

১৮। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের 'লজ অব বাংলাদেশ' (http://bdlaws.minlaw.gov.bd) ওয়েব সাইটের উৎকর্ষসাধন ও সহজে সেবা প্রদান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা; এবং

১৯। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত যেকোনো কাজ সম্পাদন করা।

চতুর্থ অধ্যায়

বিভাগের কার্যাবলি ও সাফল্য

৪.১ এক নজরে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ	সংখ্যা
১।	আইনের খসড়া প্রণয়ন ও ভেটিং।	৭৪টি
২।	অধ্যাদেশের খসড়া প্রণয়ন ও জারি।	০১টি
৩।	বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন, প্রবিধানমালা, আদেশ, নীতিমালা ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন ও ভেটিং।	৩৩৯টি
৪।	চুক্তি ও সমঝোতা-স্মারক ভেটিং।	২১৩টি
৫।	অনুবাদকৃত আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা ও চুক্তি।	১২টি
৬।	২০২১ সালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত সকল আইন ও অধ্যাদেশ একত্রিত করে বাৎসরিক আইনের সংকলন (Annual collection of law) বাঁধাইকরণ।	৩০০ কপি
৭।	২০২১ সালে প্রণীত সকল এস.আর.ও. একত্রিত করে বাৎসরিক এস.আর.ও.-সমূহের সংকলন বাঁধাইকরণ।	২০০ কপি

৪.২ নথি নিষ্পত্তিতে গতিশীলতা

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণ অত্যন্ত আন্তরিকতা ও যত্নসহকারে তাদের উপর অর্পিত কার্য সম্পাদন ও নথি নিষ্পত্তি করে থাকেন। এ বিভাগ কর্তৃক দায়িত্বশীলতার সাথে দ্রুত নথি নিষ্পত্তির বিষয়টি মন্ত্রিসভায় স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছে।

এ বিভাগের সচিব নথি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যেকোনো বিষয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। এছাড়া তিনি সপ্তাহের শেষ দিন দপ্তর প্রধানগণের নিকট হতে নিষ্পত্তিকৃত এবং নিষ্পন্নাধীন কার্যের প্রতিবেদন সংগ্রহ করেন ও তথ্যাদি অবগত হন এবং নিষ্পন্নাধীন কাজের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। কার্য সম্পাদন ও নথি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণের আন্তরিকতা এবং যত্নশীলতার পাশাপাশি উক্তরূপ পদক্ষেপের কারণে পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রুততার সাথে নথি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে।

সচিব গুরুত্বপূর্ণ নথি নিম্নগামী বা উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে “দ্রুত নিষ্পত্তিযোগ্য”, “তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তিযোগ্য”, “অদ্যই নিষ্পত্তিযোগ্য”, ইত্যাদি ট্যাগ ব্যবহার করে থাকেন যা অত্যন্ত কার্যকরী হিসেবে প্রমাণিত। এছাড়া, মাননীয় মন্ত্রী কোনো কারণে বিদেশে অবস্থান করাকালীন ইলেকট্রনিক্যালি নথি নিষ্পত্তি করে থাকেন।

৪.৩ ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে প্রণীত উল্লেখযোগ্য আইনের বর্ণনা (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত)

২০২১ সালে প্রণীত আইনসমূহ (জুলাই হতে ডিসেম্বর)

১। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ১৩ নং আইন)

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পীদের কল্যাণ সাধন, পেশাগত কাজ করতে অক্ষম, অসমর্থ ও অসচ্ছল, অসুস্থ শিল্পীদের চিকিৎসা এবং মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারকে প্রয়োজনে দাফন-কাফন বা শেষকৃত্যানুষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও তাদের কল্যাণ সাধনের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০২১" প্রণয়ন করা হয়েছে।

২। জাতীয় সংদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ১৪ নং আইন)

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ এবং সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ এ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের ফলে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত Delimitation of Constituencies Ordinance, 1976 এর কার্যকরতা লোপ পায়।

জনস্বার্থে আবশ্যক বিবেচনায় "১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬ নং আইন)" দ্বারা অন্যান্য কতিপয় অধ্যাদেশের সাথে উক্ত Ordinance-কেও কার্যকর রাখা হয়।

সরকার সামরিক শাসনামলে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেকহোল্ডার এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বিভাগের মতামত গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে উক্ত Ordinance-টির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনাক্রমে উহা রহিতপূর্বক সংশোধনসহ পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে "জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১" প্রণয়ন করা হয়েছে।

উক্ত আইনে সংবিধানের ৬৫(২) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সংখ্যক একক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ, নির্বাচন কমিশনের কার্যপদ্ধতি, ক্ষমতা অর্পণ ও কমিশনকে সহায়তা প্রদান এবং কমিশন কর্তৃক বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত আইন প্রণয়নের ফলে জাতীয় সংসদের একক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হবে।

৩। গান্ধী আশ্রম (ট্রাস্টি বোর্ড) আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ১৫ নং আইন)

নোয়াখালী জেলার জয়াগ নামক স্থানে শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতির গান্ধী দর্শনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত গান্ধী আশ্রমের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করার জন্য "Gandhi Ashram (Board of Trustees) Ordinance, 1975"-এর মাধ্যমে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯-এ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ বাতিল ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ক ও ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা হয়। উক্ত সময়ে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ ২০১৩ সালের ৬ নং আইন দ্বারা বলবৎ রাখা হয়। Gandhi Ashram (Board of

Trustees) Ordinance, 1975 উল্লিখিত সামরিক শাসনামলে প্রণীত একটি অধ্যাদেশ। মন্ত্রিসভায় অধ্যাদেশটির আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করে বাংলা ভাষায় নতুন আইন আকারে প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি-বিজড়িত এই ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন গান্ধী আশ্রমটির পরিচালনা করার স্বার্থে প্রস্তাবিত আইনে নতুন কোনো বিধান না যোগ করে কেবল পূর্ববর্তী অধ্যাদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্টি-এর গঠন ও কার্যক্রমকে চলমান রেখে "গান্ধী আশ্রম (ট্রাস্টি বোর্ড) আইন, ২০২১" প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪। Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council (Amendment) Act, 2021 (২০২১ সনের ১৬ নং আইন)

"Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order, 1972 (President's Order No. 46 of 1972)" এর Article 8 অনুযায়ী গত ৩১ মে ২০২১ খ্রি. তারিখের মধ্যে বার কাইন্সিল নির্বাচন সম্পন্ন করার আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকলেও করোনা ভাইরাসজনিত পরিস্থিতির কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বার কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এডহক বার কাউন্সিল গঠনের কোনো বিধান উল্লিখিত Order-এ না থাকায় এডহক বার কাউন্সিল গঠন সম্পর্কিত অন্তর্বর্তীকালীন বিধান সংযোজন করে গত ২৮ জুলাই ২০২১ খ্রি. তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council (Amendment) Ordinance, 2021 জারি করেছেন।

অতিমারি, মহামারি, দৈব ঘটনা অথবা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বার কাউন্সিলের নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বার কাউন্সিলের কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য বিদ্যমান Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order, 1972-এ এডহক বার কাউন্সিল গঠন সম্পর্কিত বিধান সংযোজনপূর্বক "Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council (Amendment) Act, 2021" প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫। Medical Colleges (Governing Bodies) (Repeal) Act, 2021 (২০২১ সনের ১৭ নং আইন)

১৯৬১ সনে বাংলাদেশে (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে) প্রতিষ্ঠিত সরকারি মেডিকেল কলেজ পরিচালনার জন্য "Medical Colleges (Governing Bodies) Ordinance, 1961" প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু কার্যত এই অধ্যাদেশটির তেমন কোনো প্রয়োগ ছিলনা। অতঃপর ১৯৮৩ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের মেডিকেল কলেজগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য Academic Council for Medical College of Bangladesh এবং Disciplinary Comittee for the Medical College of Bangladesh গঠন করা হয়। উক্ত সময় হতে অদ্যাবধি উক্ত একাডেমি কাউন্সিল ও ডিসিপ্লিনারি কমিটি দ্বারাই সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ পরিচালিত হয়ে আসছে। এছাড়া 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো সংশ্লিষ্ট এফলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা-২০১১ (সংশোধিত)' অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং ১৯৬১ সালের Medical Colleges (Governing Bodies) Ordinance, 1961 এর কার্যকারিতা নেই।

Medical Colleges (Governing Bodies) Ordinance, 1961 এর প্রায়োগিক সকল বিষয়ই বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারায় সন্নিবেশিত হয়েছে বিধায় উক্ত Ordinance-টির বর্তমানে কার্যকারিতা/উপযোগিতা না থাকায় Medical Colleges (Governing Bodies) Ordinance, 1961 রহিতকরণকল্পে "Medical Colleges (Governing Bodies) (Repeal) Act, 2021" প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬। Medical Degrees (Repeal) Act, 2021 (২০২১ সনের ১৮ নং আইন)

"Medical Degrees Act, 1916" একটি সংক্ষিপ্ত আইন যার প্রয়োগিক প্রতিটি ধারা 'বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০' এর এক বা একাধিক ধারায় সন্নিবেশিত রয়েছে। এ আইনের লঙ্ঘন এবং সংঘটিত অপরাধের শাস্তি অপর্যাপ্ত যা সময়োপযোগী নহে। পক্ষান্তরে "বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০" একটি বিশদ আইন যার প্রয়োগিক দিক অনেক বিস্তৃত এবং সময়োপযোগী। কাজেই এ আইনটির কার্যকারিতা ও প্রয়োগিক ক্ষেত্রসমূহ বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০-এর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় এবং Medical Degrees Act, 1916 আইনটির বর্তমানে বাস্তবিক কোনো প্রয়োজন নেই বিধায় Medical Degrees Act, 1916 রহিতকরণকল্পে "Medical Degrees (Repeal) Act, 2021" প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭। বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ১৯ নং আইন)

বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর তুলনায় স্বাস্থ্য ও সেবা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা রয়েছে। বিশেষত শিশুদের জন্য আলাদা হাসপাতাল খুবই কম। বিভিন্ন হাসপাতালে বিচ্ছিন্ন ও সীমিতভাবে শিশুদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের শিশুদের চিকিৎসা বিশেষত: দারিদ্র রোগাক্রান্ত শিশুদের গুণগত মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সভাপতিত্বে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত "ন্যাশনাল ইকোনোমিক কাউন্সিল অব বাংলাদেশ" এর সভায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট শিশু হাসপাতাল প্রকল্প অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মার্চ ১৯৭৫ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রকল্পটি বর্তমান অবস্থান শেরে বাংলা নগরে স্থানান্তর করে এবং ১৯৭৭ সালের জুন মাস হতে ঢাকা শিশু হাসপাতালের কার্যক্রম শেরে বাংলা নগর, ঢাকায় শুরু করা হয়।

শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, সমন্বিত শিশুস্বাস্থ্য-সেবার সম্প্রসারণ, শিশুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা, শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা শিশু হাসপাতাল এবং এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিশু স্বাস্থ্য ইউনিটকে আইনি কাঠামোর আওতায় আনার নিমিত্ত "বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট আইন, ২০২১" প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮। কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২০ নং আইন)

কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর বিশ্বের সাথে সংগতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয় পর্যায়ে কৃষি বিজ্ঞানে উন্নত শিক্ষাদানের পাশাপাশি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রচালিত অন্যান্য বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি এবং নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ দেশে কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক কুড়িগ্রাম জেলায় একটি সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতিকল্পে এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস ইনকিউবেটর-এর মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে কৃষি খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মাধ্যেই দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তর করার লক্ষ্যে কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে "কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২১" প্রণয়ন করা হয়েছে।

৯। বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২১ নং আইন)

বিভিন্ন দাপ্তরিক স্থায়ী রেকর্ড ও আরকাইভস সামগ্রী, তৎসহ জাতির মেধা-সম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, আরকাইভস ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার উষালগ্নে জাতীয় আরকাইভসের যাত্রা শুরু হয়। এটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সুদূর প্রসারী চিন্তা ও কর্মপরিকল্পনার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একটি আইনগত কাঠামোর আওতায় জাতীয় আরকাইভস সুষ্টুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯৮৩ সালে "National Archives Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXXIX of 1983)" প্রণয়ন ও জারি করা হয়। বিগত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা- বৈঠকে সমরিক শাসনামলে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করে যেসকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হবে সেগুলো সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নতুন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করে যথাশীঘ্র সম্ভব মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

উক্ত আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মূল উপাত্ত, সরকারি/বেসকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক, সাকাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন দলিলদস্তাবেজ, গেজেট, গেজেটিয়ার, নকশা, আলোকচিত্র, অডিও-ভিজুয়ালসমগ্রী, সংস্কৃতিক গুণসম্পন্ন মূল্যবান পাণ্ডুলিপি, মানচিত্র, বই-পুস্তক, পত্রিকা, চিঠি, প্রতিবেদন, নিবন্ধনবহি, গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টসহ নথিপত্র ও জাতির মেধা-সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে, গবেষণার গুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যে National Archives Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXXIX of 1983) রহিতপূর্বক সংশোধনসহ বাংলা ভাষায় যুগোপযোগী আকারে পুনঃপ্রণয়ন ও সংহত করার উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০২১" প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২২ নং আইন)

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০২১" এর মেয়াদ ১১ অক্টোবর ২০২১ তারিখ উত্তীর্ণ হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৩০ সনের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সনের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের চলমান অবকাঠামোগত উন্নয়ন ধারা অব্যহত রাখা অপরিহার্য। বিদ্যমান চাহিদার বিপরীতে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে এবং মানুয়ের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া হয়েছে। তবে নিরবচ্ছিন্ন এবং মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করার জন্য সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার অধিকতর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। একই সাথে বিদ্যুৎ খাতে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করাসহ দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জ্বালানি খাতের অবদান অধিক সুসংহত করার লক্ষ্যে জ্বালানি খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন, আহরণ, উত্তোলন ও সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নয়নের ধারা চলমান রাখা, বেগবান ও সুসংহত করা অপরিহার্য। তাছাড়া, "নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা, ২০০৮" অনুযায়ী নাবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস হতে দেশের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ১০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্র অর্জন করার লক্ষ্যে এ খাতে দ্রুত অধিক সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। এতদপ্রেক্ষাপটে উক্ত আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০২১" প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১। বিরোধীদলের নেতা এবং উপনেতা (পারিতোষিক ও বিশেষাধিকার) আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২৩ নং আইন)

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ এবং সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ এ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের ফলে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত "Leader and Deputy Leader of the Opposition (Remuneration and Privileges) Ordinance, 1979" এর কার্যকরতা লোপ পায়।

জনস্বার্থে আবশ্যক বিবেচনায় "১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬ নং আইন)" দ্বারা অন্যান্য কতিপয় অধ্যাদেশের সাথে Ordinance-কেও কার্যকর রাখা হয়।

সরকার সামরিক শাসনামলে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেকহোল্ডার এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে Ordinance-টির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনাক্রমে তা রহিতপূর্বক সংশোধনসহ পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে "বিরোধীদলের নেতা এবং উপনেতা (পারিতোষিক ও বিশেষাধিকার) আইন, ২০২১" প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত আইনের অধীন বিরোধীদলীয় নেতা এবং উপনেতার জন্য যথাক্রমে মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর জন্য প্রযোজ্য বেতন, ভাতা ও অন্যান্য বিশেষাধিকার প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধান রয়েছে।

১২। বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (Special Security Force) আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২৪ নং আইন)

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত "Special Security Force Ordinance, 1986 (Ordinance No. XLIII of 1986)" এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে দৈহিক নিরাপত্তা প্রদান করা। উক্ত অধ্যাদেশের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করে সকল অংশীজন (Stakeholder) ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করে Special Security Force Ordinance, 1986 রহিতক্রমে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের উপরোল্লিখিত সিদ্ধান্তের আলোকে বর্ণিত আইন প্রয়োগের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি বাঙালী জাতির স্বাধীনতার রূপকার, বাংলাদেশের স্থপতি; তাঁর পরিবারের সদস্যগণের দৈহিক নিরাপত্তা প্রদান করবে এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত সরকার কর্তৃক ঘোষিত অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকেও দৈহিক নিরাপত্তা প্রদান করবে। এতদ্‌লক্ষ্যে "বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (Special Security Force) আইন, ২০২১" প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৩। Bangladesh House Building Finance Corporation (Amendment) Act, 2021 (২০২১ সনের ২৫ নং আইন)

"Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973 (P.O. No. 7 of 1973)" বলে বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন পুনর্গঠিত হয়। পুনর্গঠিত হওয়ার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা আবাসন সমস্যা পূরণ বর্তমান সরকারের অন্যতম মূল লক্ষ্য হওয়ায় এ প্রতিষ্ঠানের সেবার পরিধির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে।

কর্পোরেশনের কার্যপরিধি বিস্তৃতির সাথে সাথে অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি, পরিচালনা পর্ষদের গঠন সুনির্দিষ্টকরণ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ, তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদনসহ ঋণ গ্রহণ, অপরাধের শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি, অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা, ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ ও অর্থদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের বিধান সংযোজনসহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংগতি রেখে বিদ্যমান Bangladesh House Building

Finance Corporation Order, 1973 সংশোধন করার লক্ষ্যে "Bangladesh House Building Finance Corporation (Amendment) Act, 2021" প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৪। বাংলাদেশ ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইড (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২৬ নং আইন)

বাংলাদেশের পর্যটন খাত একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। বর্তমান বাংলাদেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ট্যুর অপারেটরগণ অন্তর্মুখী ও বিদেশগামী ট্যুর পরিচালনা করে থাকেন। এ সকল ট্যুর অপারেটরদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দেশে প্রচলিত কোনো আইন না থাকায় অনেক সময় পর্যটকগণ তাদের কাঙ্খিত সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। দেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত ট্যুর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ট্যুর অপারেটর ও টুর গাইড-এর কার্যক্রম আইনের আওতায় পরিচালনা এবং পর্যটকদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশ ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইড (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন, ২০২১" প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনটির মাধ্যমে পর্যটকগণের কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্তি সহজতর হবে। পর্যটকদের স্বার্থ সংরক্ষণসহ পর্যটন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইড এর কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারূভাবে আইনের আওতায় পরিচালনা করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

১৫। ব্যাংকার বহি সাক্ষ্য আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২৭ নং আইন)

"Bankers' Books Evidence Act, 1891" ইংরেজি ভাষায় ঔপনিবেশিক আমলে প্রণীত একটি প্রাচীন আইন। ঔপনিবেশিক আমলে ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আইনসমূহকে যুগোপযোগী করে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের বিষয়ে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বর্ণিত আইনটি রহিতপূর্বক বাংলা ভাষায় "ব্যাংকার বহি সাক্ষ্য আইন, ২০২১" প্রণয়ন করা হয়েছে।

চলমান বিশ্বায়নের যুগে দ্রুতগতিতে ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের উন্নয়নের ফলে ICT ভিত্তিক ব্যাংকিং এখন অপরিহার্য। Online Banking সহ অন্যান্য Electronic মাধ্যমে ব্যাংকিং লেনদেন এর তথ্যাদি Electronic Data Service এ Soft কপি হিসেবেও সংরক্ষিত হচ্ছে। ফলে, Bankers' Books Evidence Act, 1891-এর পরিবর্তে আইনটি সময়োপযোগী করে ব্যাংকার বহি সাক্ষ্য আইন, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। ব্যাংকার বহি সাক্ষ্য আইন, ২০২১-এ তথ্য প্রকাশের অনুমোদিত ক্ষেত্র এবং আদালতের এখতিয়ার সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। বেআইনীভাবে তথ্য প্রকাশ করা হলে দায়ী ব্যক্তিকে অনধিক তিন বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান এই আইনে সংযোজন করা হয়েছে। এই আইন গ্রাহকের তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষায় ভূমিকা রাখবে।

১৬। মহাসড়ক আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২৮ নং আইন)

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে যোগাযোগ অবকাঠামো হিসেবে মহাসড়ক নেটওয়ার্কের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং চলমান এ প্রক্রিয়ায় "রূপকল্প ২০৪১" অনুযায়ী উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার পথ পরিক্রমায় দেশের মহাসড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের সাথে সাথে মহাসড়কের পার্শ্বে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধিসহ সড়কের পার্শ্বস্থ ভূমি অবৈধ দখল প্রবণতাও বৃদ্ধি পাওয়ায় সুষ্ঠু যান চলাচল ব্যাহত হওয়াসহ সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে সরকারি সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে ঔপনিবেশিক আমলে প্রণীত "Highway Act, 1925 (Act No. III of 1925)"-এ মাত্র ৫টি ধারা রয়েছে, যার মধ্যে শিরোনাম, সংজ্ঞা ও বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারা ৩টি। বিদ্যমান আইনে মহাসড়ক উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনি কাঠামো প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে একটি আধুনিক, উন্নত, কার্যকর মহাসড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নিরাপদ ও গতিশীল যান চলাচল, মহাসড়কে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে যুগোপযোগী মহাসড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য "মহাসড়ক আইন, ২০২১" প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৭। Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Act, 2021 (২০২১ সনের ২৯ নং আইন)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের সমুদ্র সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণের নিমিত্ত "Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974" প্রণয়ন করেন যা ছিল দক্ষিণ এশিয়ায় প্রণীত সর্বপ্রথম মেরিটাইম অঞ্চল সংক্রান্ত আইন। বাস্তবতার নিরিখে ১৯৭৪ সালে প্রণীত আইনটি যুগোপযোগী করার স্বার্থে আন্তর্জাতিক আইনসমূহ, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982) এবং ভারত ও মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত রায়সমূহের যাথাযথ প্রতিফলনের নিমিত্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মন্ত্রিসভার নির্দেশনাক্রমে বিদ্যমান আইন Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 রহিত না করে উক্ত আইনের অধিকতর সংশোধনপূর্বক "Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Act, 2021" প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৮। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (পারিতোষিক ও বিশেষাধিকার) আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ৩০ নং আইন)

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের পারিতোষিক ও বিশেষাধিকার-সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করে "Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) Ordinance, 1978" প্রণয়ন করা হয়।

সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং-১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ এ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক এর বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হয়। পরবর্তীতে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ক ও ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয়। অপরদিকে ২০১৩ সনের ৬নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) Ordinance, 1978 কার্যকর রাখা হয়।

উল্লিখিত অধ্যাদেশটির আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন আকারে "বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (পারিতোষিক ও বিশেষাধিকার) আইন, ২০২১" প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৯। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (ভ্রমণ ভাতা) আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ৩১ নং আইন)

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের ভ্রমণ ভাতা-সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্তক্রমে "Supreme Court Judges (Travelling Announce) Ordinance, 1976" প্রণয়ন করা হয়।

সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং-১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ এ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হয়। পরবর্তিতে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন) দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের

মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ক ও ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয়। অপরদিকে ২০১৩ সনের ৬নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে Supreme Court Judges (Travelling Announce) Ordinance, 1976 কার্যকর রাখা হয়।

উল্লিখিত অধ্যাদেশটির আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন আকারে "বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (ভ্রমণ ভাতা) আইন, ২০২১" প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০২২ সালে প্রণীত আইনসমূহ (জানুয়ারি হতে জুন)

১। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০১ নং আইন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদে বিধান রয়েছে যে, 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধানাবলি-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবে।' সংবিধানের উক্তরূপ বিধান বাস্তবায়নকল্পে "প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন, ২০২২" প্রণয়ন করা হয়েছে।

উক্ত আইনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগদানের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত অনুসন্ধান কমিটি গঠন, অনুসন্ধান কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগদানের জন্য যোগ্যতা-অযোগ্যতা সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, আইনে অনুসন্ধান কমিটি কর্তৃক মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের নাম সুপারিশ করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল এবং পেশাজীবী সংগঠনের নিকট হতে নাম আহ্বান করার বিধান রাখা হয়েছে। আইনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগদানের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ইতঃপূর্বে গঠিত অনুসন্ধান কমিটি ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি এবং উক্ত অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগের হেফাজত সংক্রান্ত বিধানও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর আইন, ২০২১ (২০২২ সনের ০২ নং আইন)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতিকল্পে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস ইনকিউবেটর-এর মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে তথ্য প্রযুক্তি খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মাধ্যেই দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তর করার লক্ষ্যে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর, আইন, ২০২২" প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৩ নং আইন)

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। "Bangladesh Jatiya Jadughar Ordinance 1983 (Ordinance No. LIII of 1983)" বলে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের ইতিহাস, ধ্রুপদী শিল্পকলা, জাতিতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, সমকালীন শিল্পকলা, বিশ্বসভ্যতা, প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ও প্রত্নতত্ত্বসহ বহুমাত্রিক বিষয়ের নিদর্শনাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার জন্য কাজ করছে। বিগত ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে সামরিক শাসন আমলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা

করে যে সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হবে সেগুলো সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নতুন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করে যথাশীঘ্র সম্ভব মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন, ২০২১' এর খসড়া প্রণয়নপূর্বক বিগত ০৯ মার্চ ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করা হলে কতিপয় পর্যবেক্ষণ ও সংশোধন সাপেক্ষে তা মন্ত্রিসভা-বৈঠকে নীতিগত অনুমোদন করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে Bangladesh Jatiya Jadughar Ordinance 1983 রহিতপূর্বক সংশোধনসহ বাংলা ভাষায় যুগোপযোগী আকারে পুনঃপ্রণয়ন ও সংহত করার উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন, ২০২২" প্রণয়ন করা হয়েছে।

উক্ত আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও যথাসম্ভব বিশ্বের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নিদর্শন, পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, শিল্পকলা ও সাহিত্যের নিদর্শন, জাতিতাত্ত্বিক নিদর্শন, ঐতিহাসিক নিদর্শন, বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম সংশ্লিষ্ট নিদর্শন, স্মৃতিচিহ্ন ও ঘটনা, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ নমুনা, ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প এবং মানবসৃষ্ট নিদর্শন, বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকর্তা, শ্রুতি-চিত্রণ (Audio-visual) ভিত্তিক প্রামাণ্য দলিল এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট বস্তু ও নিদর্শন অনুসন্ধান, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রদর্শন করা সম্ভব হবে।

৪। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৪ নং আইন)

জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নত জীবন ও পর্যাপ্ত নাগরিক সেবার প্রত্যাশায় অধিক সংখ্যক মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। একইসাথে শহর এলাকার মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন নতুন অনেক পৌরসভা গঠিত হবার পর দেখা যায় যে, পৌরসভার নাগরিক সেবা প্রদান এবং নিজস্ব প্রশাসন পরিচালনার সক্ষমতা থাকে না। সুশাসন নিশ্চিত ও পর্যাপ্ত নাগরিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে শহরগুলোকে বাসযোগ্য করতে শহর গঠনে জনসংখ্যার ঘনত্বের মান পরিবর্তন প্রয়োজন।

বিদ্যমান আইনে পৌরসভাসমূহের মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর শেষ হওয়া সত্ত্বেও নতুন পরিষদ ১ম সভায় মিলিত না হওয়া পর্যন্ত, পূর্বের পরিষদ দায়িত্ব পালন করতে পারে। অনেক সময় পৌরসভার মেয়াদ শেষ হলেও বিভিন্ন কারণে রিট মামলা বা অন্য কোনো মামলা করে মেয়াদোত্তীর্ণ পরিষদ অনির্ধারিত সময়ের জন্য পৌর প্রশাসন পরিচালনা করে। ফলে আইনের এ শর্তটি সংশোধনক্রমে মেয়াদোত্তীর্ণ পৌরসভার ক্ষেত্রে নতুন পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসক নিয়োগ করা প্রয়োজন। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগ না করায় অধিকাংশ পৌরসভায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দীর্ঘদিন বকেয়া থাকার কারণে এসকল পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মানবেতর জীবনযাপন করছে। ফলে এসকল পৌরসভায় সুশাসন এবং নাগরিক সেবা প্রদান মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে যা বাসযোগ্য শহর ও উন্নত রাষ্ট্র গঠনের অন্তরায়। সে কারণে পৌরসভা তহবিল হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিতকরণার্থে বিদ্যমান আইনে সুনির্দিষ্ট কিছু সংশোধন/সংযোজন জরুরি।

এছাড়া নতুন পৌরসভা গঠিত হলে বা কোনো ইউনিয়নের অংশবিশেষ পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হলে বিলুপ্ত ইউনিয়নের বা ইউনিয়নের বিলুপ্ত অংশে কর্মরত কর্মচারীদের পৌরসভায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে "স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৫৮ নং আইন)" এ কিছু বলা নেই বিধায় এ সম্পর্কিত বিষয়ে "স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০২২" প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫। বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৫ নং আইন)

মেধাসম্পদ সুরক্ষায় পেটেন্ট একটি অনন্য অধিকার। এ মেধাসম্পদটির অধিকতর সুরক্ষা দিতে "Patents and Designs Act, 1911 (Act No. II of 1911)" আইনের শুধু পেটেন্ট অংশের বিধানাবলি রহিতক্রমে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী করে "বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২২" প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬। বয়লার আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৬ নং আইন)

শিল্প কারখানায় বয়লার দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস, বয়লার ব্যবহার সচেতনতা বৃদ্ধি, মানসম্মত বয়লার নির্মাণ, আমদানি ও রপ্তানি, বয়লার ব্যবহার ও পরিচালনায় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং শিল্প কারখানায় অধিকতর নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে "Boilers Act, 1923 (Act No. V of 1923)" রহিতক্রমে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী করে "বয়লার আইন, ২০২২" প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৭ নং আইন)

১৯৭৬ সালে বন্দর ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ গঠনের জন্য "Chalna Port Authority Ordinance, 1976" জারি করা হয়।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ হতে ৯ এপ্রিল ১৯৭৯ পর্যন্ত এবং ২৪ মার্চ ১৯৮২ হতে ১১ নভেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনাপূর্বক যে সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হবে সেগুলো সকল স্টেকহোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে প্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালে জারীকৃত Mongla Port Authority Ordinance, 1976 অধ্যাদেশটির আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করে অধিকতর সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নতুন আইন আকারে বাংলা ভাষায় "মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২" প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৮ নং আইন)

১৯৭৬ সালে বন্দর ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ গঠনের জন্য "Chittagong Port Authority Ordinance, 1976" জারি করা হয়। সে অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ পরিচালিত হয়।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ হতে ০৯ এপ্রিল ১৯৯৭ এবং ২৪ মার্চ ১৯৮২ হতে ১১ নভেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করে যে সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হবে সে অধ্যাদেশগুলো সকল সেটকহোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করে প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে প্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালে জারীকৃত Chittagong Port Authority Ordinance, 1976 অধ্যাদেশটির অবশ্যকতা ও প্রসাঙ্গিকতা পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নতুন আইন আকারে বাংলা ভাষায় "চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২" প্রণয়ন করা হয়েছে।

৯। বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৯ নং আইন)

"Trade Organisations Ordinance, 1961" বিগত ০২ ডিসেম্বর ১৯৬১ খ্রি. তারিখে ইংরেজিতে প্রণীত হয়। দেশের ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য, ও সেবাখাতসহ সার্বিক অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বাণিজ্য সংগঠনসমূহের ভূমিকা, কার্যক্রম, শৃঙ্খলা ও দায়বদ্ধতা সুসংহতকরণ এবং সময়ের চাহিদা পূরণকল্পে Trade Organisations Ordinance, 1961-কে রহিত করে যুগোপযোগীভাবে বাংলায় নতুন "বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২" প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০। জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ১০ নং আইন)

"জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন)" অনুযায়ী পার্বত্য ৩টি জেলা পরিষদ ব্যতীত দেশের ৬১ টি জেলা পরিষদ পরিচালিত হয়। জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন) অনুযায়ী জেলার আয়তন, জনসংখ্যা, উপজেলার সংখ্য ইত্যাদি নির্বিশেষে সকল জেলা পরিষদে সমসংখ্যক মোট ২১ জন সদস্য রয়েছে। কিন্তু, বৃহৎ আয়তনের তুলনায় ক্ষুদ্র আয়তনের জেলা পরিষদসমূহে রাজস্ব আয়ের সংস্থান খুবই কম। ফলে ক্ষুদ্র আয়তনের জেলা পরিষদসমূহের পক্ষে সদস্যদের সম্মানী পরিশোধ ও অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের পর উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ প্রদান সম্ভব হয় না।

এ সমস্যা হতে উত্তরণকল্পে প্রত্যেক জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ; জেলা পরিষদসমূহকে আরও কার্যকর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে জেলা পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও প্রেযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে আন্তঃসমন্বয় সুসংহত; বিদ্যমান আইনে জেলা পরিষদসমূহের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর শেষ হওয়া সত্ত্বেও নতুন পরিষদ ১ম সভায় মিলিত না হওয়া পর্যন্ত, পূর্বের পরিষদের দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত এ শর্তটি সংশোধনক্রমে মেয়াদোত্তীর্ণ জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে পরবর্তী নতুন পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসক নিয়োগ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৩.১০.২০১৯ খ্রি. তারিখের ০৪.০০.০০০০.৪২৩.৩৫.০০৩.১৫.৮৫ নং পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা পরিষদের 'সচিব' পদের নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত বিধান সংযোজন করে "জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২২" প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১। Bangladesh Parjatan Corporation (Amendment) Act, 2022 (২০২২ সনের ১১ নং আইন)

বাংলাদেশের পর্যটন খাত একটি সম্ভাবনাময় খাত। দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে প্রণীত "Bangladesh Parjatan Corporation Order, 1972 (President's Order No. 143 of 1972)" অনুযায়ী বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের পর্যটন আকর্ষণসসমূহের বহুমাত্রিকীকরণ এবং উন্নত সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে প্রণীত Bangladesh Parjatan Corporation Order, 1972 সংশোধনক্রমে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে "Bangladesh Parjatan Corporation (Amendment) Act, 2022" প্রণয়ন করা হয়। আইনটি যুযোপযোগী করার ফলে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধিসহ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের কাজের পরিধি বিস্তৃত হবে। এছাড়া, পর্যাটন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

১২। নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ১২ নং আইন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশর সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত এবং ২০২৩ সনের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্য অর্থ-বছরের জন্য সরকারের অনুমিত ব্যয় সম্পর্কে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরিসমূহের বিপরীতে সংযুক্ত তহবিল হতে প্রয়োজনীয় অর্থ নির্দিষ্টকরণের নিমিত্ত "নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০২২" প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৩। অর্থ আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ১৩ নং আইন)

২০২২ সালের ১ জুলাই তারিখে শুরু অর্থ-বছরের জন্য অর্থিক বিধান করা এবং কতিপয় আইন সংশোধন করার উদ্দেশ্যে "অর্থ আইন, ২০২২" প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৪। নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ১৪ নং আইন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত এবং ২০২৩ সনের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্য অর্থ-বছরের জন্য সরকারের অনুমতি ব্যয় সম্পর্কে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরিসমূহের বিপরীতে সংযুক্ত তহবিল হতে প্রয়োজনীয় অর্থ নির্দিষ্টকরণের বিধান করার নিমিত্ত "নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০২২" প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪.৪ বাজেট সংক্রান্ত বিষয়াবলি

প্রারম্ভিক: কোনো রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হিসেবে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে সমৃদ্ধ আইনি কাঠামো। পাশাপাশি একটি উন্নত জাতি তথা সুসংহত সমাজ আইনি কাঠামোর উপরই গড়ে ওঠে। একটি দেশের মৌলিক কাঠামো তৈরির অন্যতম উপাদান হচ্ছে আইন প্রণয়ন। কোনো দেশের আইনি ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করেই অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করা সহজ হয়। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের আইনি কাঠামো ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূলে রয়েছে শক্তিশালী Legal and Regulatory Framework। স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার, সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করে সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং সুসংহত আইনি কাঠামো বিনির্মাণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার সুরক্ষার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করা। সে স্বপ্নের বাস্তবায়নকল্পে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা ঘোষণার ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অর্জিত চূড়ান্ত বিজয় এ দেশের আপামর জনগণের উন্নত জীবন গড়ার এক অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়। উহার ধারাবাহিকতায় অভাবনীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও মানব উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে দেশকে আরো সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে জাতির পিতা বিশ্ববন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মানবতার জননী বিশ্বনেত্রী শেখ হাসিনার 'সমৃদ্ধ অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" প্রতিষ্ঠায় তাঁর সুযোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্বে উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের জীবন মানের উন্নতি ঘটেছে এবং বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোড মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। উন্নয়নের সূচক বা মানদণ্ডের অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে সমাদৃত ও অনুকরণীয়।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনকালে সুখী সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন অর্থাৎ ২০২১ সালের আগেই মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া, ২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)' অর্জন, ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ এবং সর্বোপরি 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা তথা ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সরকারি অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, সংযুক্ত তহবিলে অর্থ প্রদান বা উহা হতে অর্থ প্রত্যাহার অথবা প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে অর্থ প্রদান বা উহা হইতে অর্থ প্রত্যাহার, বাজেট ঘাটতি ও সরকারি ঋণ ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখা, আন্তঃপ্রজন্ম সমতা নিশ্চিত করা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উন্নয়ন এবং বাজেট প্রণয়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারি অর্থ বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। যার ফলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উন্নতি সাধন এবং বার্ষিক বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখার জন্য কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়েছে। সুষ্ঠু আর্থিক ও সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ এবং ঋণের স্থিতি পরিশোধযোগ্য সীমার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সংগৃহীত ঋণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা এবং উক্ত উৎস হতে সংগৃহীত বার্ষিক ঋণের পরিমাণ সহনীয় পর্যায়ে রাখা, জনস্বার্থে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে অধিকতর সমতা ও স্বচ্ছতা এবং উক্ত উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্টভাবে আঞ্চলিক সমতা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য নিরসন সংক্রান্ত কার্যক্রমে ক্রমান্বয়ে অধিক অর্থ বরাদ্দ প্রদান, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সুষ্ঠু ও কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং উক্তরূপে শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সেবার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সরকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অন্তর্নিহিত অনুমানসমূহের (underlying assumptions) বিশ্লেষণসহ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনার পর্যালোচনা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা, সরকারের কৌশলগত অগ্রাধিকারসমূহ, আর্থিক নীতি (fiscal policy) অনুদানসহ রাজস্ব আয়, ব্যয়, বাজেট ঘাটতি ও বাজেট ঘাটতির অর্থায়ন, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃউৎস হইতে ঋণ সংগ্রহ কৌশলের মূল্যায়ন, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃউৎস হইতে ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা, পদ্ধতি ও মাধ্যম, বহিঃঋণের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ঝুঁকি, সংস্থাসমূহের জন্য প্রদত্ত ঋণ বা

গ্যারান্টির পরিমাণ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য গ্যারান্টির পরিমাণ ইত্যাদি বাজেট ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২। বাজেট সংক্রান্ত : লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর ২০০৯-১০ অর্থ-বছর হতে এ বিভাগ কম্পিউটার ভিত্তিক ডাটাবেজের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১-২২ অর্থ-বছরেও এ পদ্ধতি অবলম্বন করে এ বিভাগের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদের ব্যবহারকে সরকারের কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সংগতিপূর্ণ করার মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থ-বছরের আয় ও ব্যয় প্রাক্কলন ও পরবর্তী দুই অর্থ-বছরের প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করা হয়েছে। এমটিবিএফ- এর আওতায় এ বিভাগ ও সংযুক্ত দপ্তর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং আইন কমিশনের স্ব স্ব বাজেট কাঠামো সংযুক্তক্রমে এমবিএফ প্রস্তুত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সরকারের নীতি-কৌশলের সাথে বাজেট বরাদ্দ এবং বরাদ্দকৃত বাজেটের সাথে কর্মকৃতির যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রূপকল্প-২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ এবং ২য় প্রেক্ষিত ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকার যে বিষয়গুলোর ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছে সেগুলো হচ্ছে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস, মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদুৎ, জ্বালানি ও অন্যান্য অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, পল্লী উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারকে বাড়িয়ে প্রকৃত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই সার্বিক উন্নয়ন করা। এ বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ বিভাগের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতিতে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫ অর্থ-বছরে বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রণয়ন: মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতিতে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থ-বছরের বাজেট প্রণয়নের দুই ধাপ আছে, যা নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) **বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণে এমটিবিএফ পদ্ধতির অনুসরণ:** সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং সরকারের কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন নিশ্চিত করার নিমিত্ত মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতিতে ২০২০-২১ অর্থ-বছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া তিনটি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত যথা:- কৌশলগত পর্যায়, প্রাক্কলন পর্যায় এবং বাজেট অনুমোদন পর্যায়। কৌশলগত পর্যায়ের প্রথম ধাপে এ বিভাগ এবং সংযুক্ত দপ্তর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও আইন কমিশনের বিদ্যমান বাজেট কাঠামো হালনাগাদ করা হয়েছে। পরবর্তীতে অর্থ বিভাগের বিবৃত প্রক্রিয়া/পদ্ধতি অনুসরণ করে স্ব স্ব বাজেট কাঠামো সংশোধন/হালনাগাদ করে অর্থ বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। উহার ধারাবাহিকতায় এ বিভাগের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর অংশ হিসেবে মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি, কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যসমূহ, দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য, অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ, মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ (২০২০-২১ হতে ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের), অপারেশন ইউনিট ওয়ারী ব্যয়, অর্থনৈতিক গ্রুপ ও কোড ওয়ারী ব্যয়, প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI), রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাথমিক প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ, ব্যয়সীমা, সাম্প্রতিক অর্জন কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা, অপারেশন ইউনিট, কর্মসূচি এবং প্রকল্পওয়ারী মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন, প্রাথমিক ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ ইত্যাদি সংযোজনক্রমে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে; এবং

(খ) **সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলণ প্রণয়নে এমটিবিএফ পদ্ধতির অনুসরণ:** মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতির আওতায় এ বিভাগের ২০২১-২২ অর্থ-বছরের বাজেট সুষ্ঠু ও সময়মত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের বিবৃত নীতিমালা/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন অবশ্যই মূল বাজেটে প্রদর্শিত মোট ব্যয়সীমার মধ্যে সংকুলানযোগ্য করা হয়েছে। এ বিভাগের নীতি ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনে ২০২১-২২ অর্থ-বছরের মূল বাজেটে প্রদর্শিত মোট ব্যয়সীমার মধ্যে সংকুলান সাপেক্ষে এ বিভাগ এবং সংযুক্ত দপ্তর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও আইন কমিশনের বিভিন্ন অপারেশনাল ইউনিট অথবা আইটেমের বরাদ্দ হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ-বছরের সংশোধিত ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রণয়নকালে অনুমোদিত মূল বাজেটে প্রদর্শিত মোট উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে কোনো অর্থ অব্যয়িত থাকবে বলে অনুমিত হলে উক্ত অব্যয়িত অর্থ কোনোক্রমেই অনুন্নয়ন বাজেটে স্থানান্তর করা যাবে না মর্মে অর্থ বিভাগের নির্দেশনাটি অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত ফরম-১ ব্যবহার করা হয়েছে, এক্ষেত্রে সাধারণভাবে গত দুই অর্থ-বছরের প্রথম ছয় মাসের এবং চলতি অর্থ-বছরের প্রথম তিন মাসের রাজস্ব আদায়ের ধারা বিবেচনাপূর্বক তার ভিত্তিতে ২০২১-২২ অর্থ-বছরের সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কোনো আইটেমের আদায়ের হার বৃদ্ধি করা হয়ে থাকলে পুনর্নির্ধারিত হারে সম্ভাব্য অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের বিষয়টিও বিবেচনায় রেখে প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনে তা প্রতিফলিত করা হয়েছে। পাশাপাশি অনুন্নয়ন ব্যয়ের (কর্মসূচি ব্যতীত) ২০২১-২২ অর্থ-বছরের সংশোধিত প্রাক্কলন প্রণয়নকালে নির্ধারিত ফরম-২ ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণভাবে বিগত দুই অর্থ-বছরের (২০২০-২১ এবং ২০২১-২২) প্রথম ছয় মাসের এবং চলতি অর্থ-বছরের (২০২১-২২) প্রথম তিন মাসের প্রকৃত ব্যয়ের ধারা বিবেচনাপূর্বক তার ভিত্তিতে ২০২১-২২ অর্থ-বছরের সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। কেবল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা খাতে ২০২০-২১ অর্থ-বছরের ০৩ মাসের প্রকৃত ব্যয়ের ভিত্তিতে ২০২১-২২ অর্থ-বছরের সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। মূল্য বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সরবরাহ ও সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত কোনো আইটেমের বরাদ্দ বৃদ্ধি না করে মূল বাজেটে সংস্থান ছিল না এমন কোনো সম্পদ সংগ্রহের জন্য সংশোধিত বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি।

৪। রাজস্ব আহরণ পরিকল্পনা: এ বিভাগের সকল অর্থ-বছরের বাজেটে বিভিন্ন আইটেমের বিপরীতে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে কোয়ার্টারভিত্তিক রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিভাগের বিপরীতে ধার্যকৃত কার্যক্রমের সাথে সরাসরি কোনো রকম জনসম্পৃক্ততা নেই তবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আইন প্রণয়নসহ এতদ্বিষয়ক কার্যক্রমে এ বিভাগ সহায়তা প্রদান করে আসছে। উক্ত কাজগুলো নিতান্তই কারিগরি ও বিশেষায়িত সেবামূলক কাজ তাই তেমন কোনো আয়ের উৎস নেই। তথাপি কর ব্যতীত প্রাপ্তি সংক্রান্ত বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এ বিভাগের বাজেট শাখা কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫। ব্যয় পরিকল্পনা: উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের আওতাধীন বিভিন্ন অপারেশন ইউনিট এবং কর্মসূচির কোয়ার্টারভিত্তিক ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উহার ধারাবাহিকতায় অনুন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে সকল

অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অপারেশন ইউনিট ও রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত কর্মসূচি এবং উন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে সকল প্রকল্পের জন্য ব্যয় পরিকল্পনাও পৃথকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬। বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি সার্বিকভাবে আর্থিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়াতে ২০০৯-১০ অর্থ-বছর হতে বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Budget Implementation Plan, BIP) প্রবর্তন করা হয়েছে। এর আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের শুরুতেই একটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর আলোকে অর্থ-বছরের শুরুতেই বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এ বিভাগের প্রণীত উক্ত পরিকল্পনার বিপরীতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭। বাজেট কাঠামো প্রণয়ন: এ বিভাগের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর অংশ হিসেবে মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি, কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যসমূহ, দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য, অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ, মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ, অপারেশন ইউনিটওয়ারী ব্যয়, অর্থনৈতিক গ্রুপ ও কোডওয়ারী ব্যয়, প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI), রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাথমিক প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ, ব্যয়সীমা, সাম্প্রতিক অর্জন কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা, অপারেশন ইউনিট, কর্মসূচি এবং প্রকল্পওয়ারী মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন, প্রাথমিক ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ ইত্যাদি সংযোজনক্রমে ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮। বিগত বছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থ-বছরে সম্পাদিত এবং ২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫ অর্থ-বছরের জন্য সম্ভাব্য পদক্ষেপ ও লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Key Performance Indicators) **:**

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
			২০২০-২১		২০২১-২২		২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১. আইন, অধ্যাদেশ ও বিধি-প্রবিধির উপর মতামত									
ক. আইনের মতামত	২	%	৯৬	৯৫	৯৫	৯৫	৯৫	৯৬	৯৭
খ. অধ্যাদেশের মতামত	২	%	৯৬	৯৫	৯৭	৯৭	৯৭	৯৮	৯৯
গ. বিধি-প্রবিধির মতামত	২	%	৯৭	৯৬	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯	১০০
২. নতুন আইন প্রণয়নের সুপারিশ	১	%	৯৮	৯৭	৯৭	৯৭	৯৭	৯৮	৯৯
৩. ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় আইন প্রকাশনা	১	%	৯৭	৯৬	৯৮	৯৬	৯৮	৯৯	১০০
৪. মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৩	সংখ্যা	৯৭	৯৬	৯৯	৯৮	৯৯	৯৯	১০০
৫. প্রতিকার সহায়তা	৩	%	৯৮	৯৮	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯	১০০

৪.৫। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ে সম্যক ধারণা

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন: বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট। এ জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করত নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে এবং যথারীতি এ বিভাগের ওয়েবসাইটে উহা আপলোড করা হয়েছে। এ চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মূলত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কার্যক্রমকে পদ্ধতি নির্ভর থেকে ফলাফল নির্ভর করার উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, এ পদ্ধতির মাধ্যমে সার্বিক কর্মসম্পাদনের নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নার্থে সহযোগী হিসেবে যোগসূত্র স্থাপন করে এমন বিষয়সমূহের উল্লেখ যেমন-রূপকল্প, অভিষ্ট লক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যাবলি, কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল, প্রভাব, লক্ষ্যমাত্রা, কর্মসম্পাদন সূচক, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, পরিমাপ পদ্ধতি, সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদা, মূল্যায়ন পদ্ধতি, সম্পাদন প্রক্রিয়া, সময়সূচি, দাখিল প্রক্রিয়া ও বৎসরান্তে মূল্যায়নের উদাহরণসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। উক্ত চুক্তি অনুসরণে বাধ্যতামূলক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদনসহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যথা:-

(১) **সিটিজেনস চার্টার প্রণয়ন:** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে এ বিভাগের সিটিজেনস চার্টার প্রণয়নপূর্বক যথাযথভাবে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর তা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

(২) **তথ্য অধিকার এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। এরই ধারাবাহিকতায় সুশাসন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের প্রয়াসে বর্তমান সরকার তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে। উহার স্বরূপ বাস্তবায়নে এ বিভাগ কর্তৃক স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নপূর্বক এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে এ বিভাগের যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি/ হালনাগাদকরণ করা হয়েছে এবং তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের জন্য ২টি সভা ও ১টি সেমিনার করা হয়েছে। তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের ৩টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

(৩) **উদ্ভাবন সংক্রান্ত:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুসারে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও দক্ষ ইনোভেশন টিম পুর্নগঠন করা হয়েছে এবং উক্ত টিমের কাজ হলো- ইনোভেশন সেল গঠন, বিভাগের কর্মচারীদের নিকট ধারণা আহ্বান, ধারণা যাচাই-বাচাই, স্বীকৃতি ও প্রণোদনা প্রদান করা। ২০২০-২১ অর্থ-বছরে এ বিভাগের মোট ২০ জন কর্মকর্তা ১২৬টি ধারণা প্রদান করেছিলেন তার মধ্যে ১২ জন কর্মকর্তারা মোট ১০টি ধারণা নির্বাচিত হয় এবং ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখে এ বিভাগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে উক্ত ধারণা প্রদানকারী কর্মকর্তাগণকে পুরস্কৃত করা হয়। মোট ১০টি উদ্ভাবনী ধারণা হতে ৪টি ধারণাকে পাইলটিং

করা হয় যার মধ্যে ২০২১-২২ অর্থ-বছরে "ডিজিটাল রেজিস্টার" উদ্ভাবনী ধারণাটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া ২০২১-২২ অর্থ-বছরে "এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিলের অর্থ অগ্রিম উত্তোলনের অনুমতি" সেবা সহজিকরণ করা হয় এবং "আইনের অনূদিত পাঠ (Authentic Text)" কে ডিজিটালাইজ করা হয়।

(৪) **এপিএ টিম গঠন:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুসারে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে এ বিভাগের যুগ্মসচিব ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীনকে টিম প্রধান করে এপিএ টিম পুণর্গঠন করা হয়েছে এবং প্রতি মাসে APA সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদে প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।

(৫) **শুদ্ধাচার চর্চা:** রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হলো নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য কৌশল হল সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা এবং দেশে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা। একটি উন্নত জাতি তথা সুসংহত সমাজ আইনি কাঠামোর উপর গড়ে ওঠে। একটি দেশের মৌলিক কাঠামো তৈরির অন্যতম উপাদান হচ্ছে আইন প্রণয়ন। কোনো দেশের আইনি ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করেই অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করা সহজ হয়। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের আইনি কাঠামো ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূলে রয়েছে শক্তিশালী Legal and Regulatory Framework। সুসংহত আইনি কাঠামো বিনির্মাণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। এরই ধারাবাহিকতায় শুদ্ধাচার সেবা বক্স, উত্তম চর্চা, শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, তথ্য বাতায়ন সংযোজন/হালনাগাদকরণ, দাপ্তরিক ইউনিকোড ব্যবহার, অনলাইন/ই-সেবার ব্যবহার পরিবীক্ষণ, ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, দুদকের স্থাপিত হটলাইন নম্বর-১০৬ তথ্য বাতায়নে সংযোজন, প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন, প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা, নথি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সচিব মহোদয়ের দপ্তরে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন, দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভাগের কর্মচারীদের কার্যক্রম নিবিড় পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে শাখা পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রেরণ, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে আইনের বাস্তবায়ন শীর্ষক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন, দুর্নীতি বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মচারীদের মধ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন, সরকারি সম্পদের সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ অন্যান্য বিষয়সমূহকে সংযুক্তক্রমে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করত এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। উপরিউক্ত কর্মপরিকল্পনাভুক্ত কার্যাবলিসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(৬) **দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম:** দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে দুদকের স্থাপিত হটলাইন নম্বর ১০৬ তথ্য বাতায়নে অর্থাৎ এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। পাশাপাশি কর্মচারীদের ডিজিটাল হাজিরা চালুকরণ, দুর্নীতি বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মচারীদের মধ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত মালামাল অনলাইন স্টক ইনভেন্টরি পদ্ধতিতে সরবরাহ করা হচ্ছে।

(৭) **অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সফট্ওয়ার ব্যবহার:** অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System-GRS) এর মাসিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে, ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে দু'টি এবং ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে তিনটি অভিযোগ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে অভিযোগসমূহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধিভুক্ত বিধায় নির্ধারিত অ্যাপস ব্যবহার করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থ-বছরে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি । ২০২১-২২ অর্থ বছরে তিনটি অভিযোগ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে অভিযোগসমূহ এ বিভাগ এবং অন্য কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যপরিধিভুক্ত নয় বিধায় নির্ধারিত অ্যাপস ব্যবহার করে তা নথিজাত করা হয়েছে। এছাড়া অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে হালনাগাদকরণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ বিভাগের অনিক ও আপিল কর্মকর্তা হচ্ছেন যথাক্রমে- যুগ্মসচিব ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন এবং অতিরিক্ত সচিব জনাব হাফিজ আহমেদ চৌধুরী। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন ৪টি প্রশিক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

(৮) **চুক্তির অধীন সম্পাদিত কার্যক্রম:** চুক্তির অধীন বাস্তবায়িত ও গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ উপরিউক্ত বিষয়সমূহের গুরুত্ব অনুধাবনে এতদ্সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণপূর্বক লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। চুক্তিতে বিধৃত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের সহায়ক হিসেবে ইনোভেশন টিম গঠন, জিআরএস ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন, তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র বাজেট শাখাসহ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা শাখা গঠন, সিটিজেনস চার্টার প্রণয়ন, তথ্য প্রকাশ নির্দেশনা প্রণয়ন, সেবার মান সহজীকরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ ই-সেবা বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৯) **মূল্যায়ন ভিত্তিতে প্রাপ্ত পয়েন্ট:** লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে বিধৃত ওয়েট অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যাবলির প্রকৃত বাস্তবায়নের বিপরীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত প্রাপ্ত নম্বর হিসেবে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এ বিভাগ কর্তৃক অর্জিত নম্বর হলো-৯৫.৪, ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে অর্জিত নম্বর হলো-৯২ এবং ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ৯০.৪, ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে ৮৯.০০, ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে প্রাপ্ত অর্জিত নম্বর হলো- ৮৪.৪৯, ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে প্রাপ্ত অর্জিত নম্বর হলো-৭৯.৫০, ২০২০-২১ অর্থ-বছরে প্রাপ্ত অর্জিত নম্বর হলো- ৮৮.২৪ এবং ২০২১-২২ অর্থ-বছরে প্রাপ্ত অর্জিত নম্বর হলো- ৮৩.৭৫ ।

(১০) **অংশীজন সভা আয়োজন:** ২০২১-২২ অর্থ-বছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অংশীজন সভা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনাতে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনাতে অংশীজনদের অবহিতকরণ সভা আয়োজনের উল্লেখ রয়েছে। সে মোতাবেক ২০২১-২২ অর্থ-বছরের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে সরাসরি এবং ভার্চুয়ালি মোট ৬টি অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়।

৪.৬ আইসিটি সেল সম্পর্কিত বিষয়াবলি

আইসিটি সেলের উদ্ভব

সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জাতীয় লক্ষ্যে এ বিভাগের সেবাসমূহ দ্রুত সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে এবং কার্যক্রম আরো গতিশীল ও সহজীকরণের লক্ষ্যে আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই। আইসিটি প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, তথ্য হালনাগাদকরণের মাধ্যমে আধুনিক গতিশীল কার্যক্রম ও প্রশাসন পরিচালনার নিমিত্ত এবং সরকারের আইসিটি নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অধীন একটি স্থায়ী আইসিটি সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আইসিটি সেলের বিকাশ

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে আইসিটি সেল গঠনের প্রাক্কালে স্বল্পসংখ্যক জনবল দ্বারা "ল'জ অব বাংলাদেশ" bdlaws.minlaw.gov.bd ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষণের মধ্য নিয়ে আইসিটি সেলের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে legislativediv.gov.bd ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, bdcode.gov.bd ওয়েবসাইট তৈরি, ICT সেল নিজেদের ব্যবস্থাপনায় Store Inventory Management Software, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে আগত নথির গতিবিধি সুনির্দিষ্ট ভাবে জানার লক্ষ্যে Digital File Movement System Software এবং ম্যানুয়াল পদ্ধতির হাজিরার পরিবর্তে Digital Attendance System প্রবর্তন, ১০০০ ফিট Fiber Cable এর মাধ্যমে ২৫০ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ সমৃদ্ধ ইন্টারনেট সংযোগ এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় Wi-Fi এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা প্রদান, কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএসসহ অন্যান্য কম্পিউটার যন্ত্রাংশের ট্রাবলস্যুটিং করণের মাধ্যমে উত্তরোত্তর এ বিভাগের কর্মপরিধি ও জনবল বাড়ার পাশাপাশি আইসিটি সেল এর কাজও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আইসিটি সেলের কার্যাবলি

- "ল'জ অব বাংলাদেশ" ওয়েবসাইট হালনাগাদ করার নিমিত্ত আইনের সফট্‌কপি সংগ্রহ এবং উহা ওয়েবসাইটে প্রকাশের পদক্ষেপ গ্রহণ এতদুদ্দেশ্যে নতুন আইনের সফট্‌কপি প্রস্তুত এবং সংশোধিত আইনের ফুটনোট প্রস্তুতকরণ;
- legislativediv.gov.bd ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ,
- bdcode.gov.bd ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ;
- ICT সেল নিজেদের ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুতকৃত software রক্ষণাবেক্ষণ;
- ই-গর্ভমেন্ট এর কার্যক্রম সচল রাখার জন্য নতুন কাস্টমাইজ সফট্‌ওয়ার ডিজাইন;
- দাপ্তরিক ম্যানুয়াল কাজ পর্যায়ক্রমে অটোমেশনের আওতায় আনয়নের নিমিত্তি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সিস্টেম স্টাডি, এ্যানালাইসিস, ডিজাইন ও উন্নয়ন কাজ সম্পাদন;
- নেটওয়ার্ক সিস্টেমে স্থাপিত ডাটাবেজ ও এ্যাপ্লিকেশন সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রদান;
- আইসিটি সেলের ব্যবস্থাপনা ও সিস্টেম উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;

- চাহিদা মোতাবেক ও আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ওএস, এমএস এ্যাপ্লিকেশন ও অন্যান্য এ্যাপ্লিকেশন এবং কাস্টমাইজ সফট্ওয়্যার ক্রয়/অনুদানের মাধ্যমে সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকরণ;
- সুষ্ঠুভাবে নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন;
- সকল কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস ও অন্যান্য আইসিটি যন্ত্রাংশ মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কম্পিউটার সিস্টেমের সফট্ওয়্যার ও হার্ডওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ এবং কার্যক্ষম রাখা।

আইসিটি সেল কর্তৃক সম্পাদিত কাজ

(১) ল'জ অব বাংলাদেশ (bdlaws.minlaw.gov.bd) হালনাগাদকরণ

আইসিটি সেল নিয়ন্ত্রিত ''ল'জ অব বাংলাদেশ (bdlaws.minlaw.gov.bd)'' website-টি ১৭৯৯ সাল হতে বাংলাদেশের প্রচলিত সকল আইনের একটি বিশাল online ভান্ডার। যার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী তার চাহিদামত সর্বশেষ প্রকাশিত আইন ও অধ্যাদেশ এবং উহার সফট্কপি ডাউনলোডসহ প্রয়োজনে প্রিন্ট করতে পারবেন। বর্তমানে এটাই বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের একমাত্র web portal যা প্রতিদিন প্রায় ৫০,০০০-৬০,০০০ বার search হয়ে থাকে।

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২১-২০২২) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত আইনের সংখ্যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সময়কাল	ওয়েবসাইটে প্রকাশিত আইনের সংখ্যা
১।	১ জুলাই, ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত প্রণীত আইন	৩৩ (তেত্রিশ)টি

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক সফট্ওয়্যারটির Functions Testing, Performance Testing, Security & Integration Testing, Acceptance Testing পূর্বক Error & Bug Fixing সহ অন্যান্য গুণগতমান সম্পন্নপূর্বক আপডেট করে live-এ আছে।

(২) legislativediv.gov.bd ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ

এ বিভাগের legislativediv.gov.bd ওয়েবসাইটে ইভেন্ট ক্যালেন্ডার সংযোজন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন কর্নার, শেখ রাসেল শিশু কর্নার স্থাপন, মুজিব শতবর্ষ নামে সেবাবক্স স্থাপন, আপকামিং নিউজ, খবর, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার, উদ্ভাবনী কার্যক্রম, সেবা সহজীকরণ, এসডিজি, দাপ্তরিক নোটিশ, প্রতিনিধি মনোনয়ন, সভা/সেমিনার, দরপত্র, পাসপোর্টের নিমিত্ত NOC, বিদেশ ভ্রমণের GO, প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি, আইন ও অধ্যাদেশ গেজেট কপি, ব্লু ইকনোমি, ইভেন্ট ক্যালেন্ডারসহ দাপ্তরিক তথ্যাদি আপলোড করা হয়। ওয়েবসাইটি নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়।

(৩) bdcode.gov.bd ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ

১৭৯৯ সাল থেকে জুন, ২০১৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত প্রণীত সকল রেগুলেশন, রাষ্ট্রপতির আদেশ এবং আইনসমূহ ৪২ ভলিউমে pdf ফরমেটে আনুমানিক ২১,০০০ পৃষ্ঠার বিশাল এক online storage সংবলিত bdcode.gov.bd ওয়েবসাইটে upload করা হয়েছে।

(৪) হার্ডওয়্যার ট্রাবলস্যুটিং

এ বিভাগের বিদ্যমান কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস, সুইচ/রাউটারসহ অন্যান্য কম্পিউটার যন্ত্রাংশের যেকোনো ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিক তা সমাধান করা হয়।

(৫) LAN (Local Area Network) স্থাপন ও ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন লিঃ (বিটিসিএল) এর Optical Fiber সংযোগ হতে LAN এর মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা প্রদান; Firewall, Bandwidth Manager, Network Management Software, Cisco Core Switch, San Switch, Wi-Fi, Access Switch কনফিগার ও রক্ষণাবেক্ষণ; এ বিভাগের ভিডিও কনফারেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা; বিভিন্ন শাখার প্রয়োজন অনুযায়ী সফটওয়্যার তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ডাটাবেইজ সংগ্রহ, তৈরি, ব্যাক-আপ, রিস্টোর এবং ব্যবস্থাপনা; সার্ভার সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনার কাজ আইসিটি সেল করে থাকে।

(৬) এন্টিভাইরাস আপডেটকরণ

REVE ANTIVIRUS (Server Based) ব্যবহারের মাধ্যমে এ বিভাগের কম্পিউটারসমূহ নিয়মিতভাবে ভাইরাসমুক্ত রাখা হয়।

(৭) মেইল সার্ভার

আইসিটি সেল এ বিভাগের সকল কর্মকর্তাদের legislativediv.gov.bd ডোমেইনের অধীন ই-মেইল এড্রেস রয়েছে। উক্ত ই-মেইল রক্ষণাবেক্ষণ, ইউজারদের পাসওয়ার্ড রিসেটকরণ, চাহিদা অনুযায়ী নতুন ইমেইলসহ সকল গ্রুপ ই-মেইল প্রদান করে থাকে।

(৮) ই-সেবা ও ই-ফাইলিং কার্যক্রম

স্বল্প সময়ে বিনা ভোগান্তিতে সরকারি সেবা প্রদান এবং Paperless office ধারণাকে প্রমোট করার নিমিত্ত এ বিভাগে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। আইসিটি সেলের মাধ্যমে এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ব্যক্তিগত কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।

(৯) নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় Wi-Fi সেবা প্রদান

নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সরবরাহের নিমিত্ত এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জুম মিটিংসহ দাপ্তরিক প্রয়োজনে ১১টি Access point (AP) ১২টি সুইচ/রাউটারের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় Wi-Fi সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(১০) Digital File Movement System Software

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, চুক্তি, আইনের মর্যাদা সংক্রান্ত দলিল, প্রজ্ঞাপনসহ এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য ফাইলের ভেটিং করার নিমিত্ত বিভিন্ন দপ্তর থেকে আগত ফাইলের অবস্থান অল্প সময়ে একনজরে দেখা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়াসহ স্বচ্ছতার সাথে এ বিভাগের কাজের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিটি সেল কর্তৃক ফাইল মুভমেন্ট সফট্‌ওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।

(১১) Authentic Text আপলোড

ল'জ অব বাংলাদেশ ওয়েবসাইটে মূল আইনের পাশাপাশি অনুবাদকৃত (বাংলা হতে ইংরেজি এবং ইংরেজি হতে বাংলা) আইনের Authentic Text পিডিএফ আকারে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সিডিউল আপলোড করা হয়েছে।

আইসিটি সেলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

(১) ল'জ অব বাংলাদেশ আপগ্রেডেশন

ল'জ অব বাংলাদেশ আরো তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ করার নিমিত্ত লজ অব বাংলাদেশ আপগ্রেডেশন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আপগ্রেডেশনের ফলে প্রতিটি আইনের অধীনে অন্য কোনো আইন, বিধি বা প্রবিধানমালার রেফারেন্স বা অন্য কোনো আইনের ধারা উল্লেখ থাকবে এবং রেফারেন্সকৃত আইন বা ধারার লিংক মূল আইনে সন্নিবেশ থাকবে। উক্ত লিংকের মাধ্যমে রেফারেন্সকৃত আইন/বিধি/প্রবিধানমালা বা ধারা/উপ-ধারা পাওয়া যাবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে Repeal Act এর তালিকাসহ বিষয়ভিত্তিক ও মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক আইনের database তৈরি করা হবে। সম্পূর্ণ আইন প্রিন্ট করলে সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠায় ফুটনোট দেখা যাবে এবং ফুটনোটে আইনের রেফারেন্স থাকলে তার লিংক থাকবে।

(২) বিধিমালা সংক্রান্ত ডাটাবেজ

ল'জ অব বাংলাদেশ ওয়েবসাইটের পাশাপাশি বিধিমালার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ওয়েবসাইট তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটে আইনের অধীন প্রণীত সকল বিধিমালা/প্রবিধানমালা একীভূত করা হবে।

(৩) SRO (Statutory Rules & Order) সংক্রান্ত ডাটাবেজ

আইনের অধীন তৈরি সকল বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন ভেটিং এর পর এ বিভাগ থেকে SRO নম্বর প্রদান করা হয়। উক্ত SRO ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে সংরক্ষণের নিমিত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪) পিডিএস তৈরি

এ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, শিক্ষা সংক্রান্ত, চাকরি জীবনের প্রশিক্ষণ (দেশি/বিদেশি) সহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে অল্প সময়ে বিনা ভোগান্তিতে প্রাপ্তির লক্ষ্যে PDS (Personal Data Sheet) তৈরির উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আইসিটি সেল এর প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে সৃষ্ঠ স্বল্প জনবল দ্বারা বর্তমান নিয়মিত কাজ করা দুরূহ ও কষ্টসাধ্য। বিদ্যমান কাজের সাথে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার আওতায় গৃহীত কার্যক্রম সম্পন্ন করা বর্তমান জনবল দ্বারা

অসম্ভব হয়ে পড়বে। সুতরাং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি আইসিটি সেল এর জনবল বৃদ্ধি করা অতীব জরুরি।

৪.৭ অনুবাদ সম্পর্কিত বিষয়াবলি

বাংলাদেশের মানুষ তাদের ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা। মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের ভিত্তি রচিত হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। এ দেশের আইনকানুন বাংলা ভাষায় প্রণীত হবে এটাই সর্বসাধারণের প্রাণের চাওয়া। এই চাওয়ার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃপ্ত কণ্ঠে। তিনি ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমির একুশের অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন, 'আমি ঘোষণা করছি, আমার হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে, সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। বাংলা ভাষার পন্ডিতেরা পরিভাষা তৈরি করবেন, তার পরে বাংলা ভাষা চালু হবে, সে হবে না । পরিভাষাবিদেরা যতখুশি গবেষণা করুন, আমরা ক্ষমতা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা চালু করে দেব, সেই বাংলা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে, পরে তা সংশোধন করা হবে'। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের প্রতিধ্বনি আমরা আবারও শুনতে পাই তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কণ্ঠে। স্বাধীনতার ২৭ বছর পর, ১৯৯৮ সালের ১ মার্চ ঢাকায় বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের পবিত্র সংবিধানে আছে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ আর প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। সুপ্রীম কোর্টসহ দেশের সকল আদালতই এই প্রজাতন্ত্রের আদালত। সম্মানিত বিচারকগণ ও বাঙালি, বিজ্ঞ আইনজীবীগণ বাঙালি এবং বিচারপ্রার্থীগণও ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে বাঙালি। সকল আদালত কর্তৃক ঘোষিত রায় বাংলা ভাষায় হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। মুষ্টিমেয় লোকের জন্য এই বিচার ব্যবস্থা নয়'।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা''। এ দেশের আইন বাংলায় প্রণীত হবে এটাই সংবিধানের চেতনার দাবি। একইভাবে এ কথাও বলা যায় যে, ইংরেজি ভাষায় প্রণীত বিদ্যমান আইনসমূহের বাংলা পাঠ প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অন্যদিকে বর্তমান পরিবর্তনশীল বিশ্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বৈশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইনের ইংরেজি পাঠও একান্ত জরুরি। উপরিউক্ত বিবেচনায় আইনের বাংলা ও ইংরেজি পাঠ প্রণয়ন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আবশ্যিকভাবে পালনীয় একটি দায়িত্ব এবং এ কথা অনস্বীকার্য যে, এটা একটি মহাকর্মযজ্ঞ।

সাংবিধানিক চেতনার বাস্তবায়ন এবং আইনি অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে ভবিষ্যৎ সোনার বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ শতাব্দী শুরুর আগেই সকল আইন বাংলায় অনুবাদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। ৩ জুলাই ২০০০ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভা বাংলাদেশে প্রচলিত ইংরেজিতে প্রণীত সকল আইন বাংলায় ভাষান্তরকরণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে ইংরেজিতে প্রণীত সকল আইন বাংলায় ভাষান্তরকরণের পাশাপাশি, দ্রুত পরিবর্তনশীল ও উন্নয়নকামী বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা, বহির্বিশ্বের সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা, বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা এবং পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট আমাদের প্রচলিত আইন-কানুনের অভিগমন নিশ্চিত করার স্বার্থে বাংলা ভাষায় প্রণীত আইনসমূহের নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ প্রণয়ন ও প্রকাশ করাও জরুরি।

বর্তমান সরকার যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও সংস্কার এবং আইনের মাধ্যমে উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। তবে এ ক্ষেত্রে আইনের ভাষা একটি বড় অন্তরায়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আইনসমূহ অভিযোজনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় এবং বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজি ভাষায় আইন প্রণীত হতে থাকে। অথচ মাতৃভাষায় আইন প্রাপ্তি জনগণের মৌলিক অধিকার এবং আইন আদালতের ভাষা মাতৃভাষায় হবে এটাই সকলের কাম্য। দেশের আইন ও সংবিধান সম্পর্কে সম্যক পরিচয় ও উপলব্ধি মাতৃভাষার মাধ্যমে অর্জিত না হলে দেশের প্রশাসনে নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য প্রণীত Rules of Business, 1996 এর তফসিল-১ অর্থাৎ Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions অনুযায়ী আইনের অনুবাদ ও প্রকাশনা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত। আইন অনুবাদের ন্যায় অতি গুরুত্বপূর্ণ, জটিল, স্নায়ুক্ষয়ী ও শ্রমসাধ্য কাজটি এ বিভাগের অনুবাদ অনুবিভাগ করে থাকে। অনুবাদ অনুবিভাগ সকল আইন, অধ্যাদেশ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তি, কনভেনশন ও অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ বিধিমালা, প্রবিধিমালা, উপ-আইন, আদেশ, রাষ্ট্রপতির আদেশ, আদালতে ব্যবহার্য ফরম, আইনগত দলিল ইত্যাদি অনুবাদ করে থাকে।

অনুবাদ অনুবিভাগের গঠন ও জনবল: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকে অনুবাদ শাখা বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীতে এ মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ প্রতিষ্ঠা হলে কাজের প্রকৃতির কথা বিবেচনা করে অনুবাদ দপ্তরকে এ বিভাগের সাথে যুক্ত করা হয়। অনুবিভাগটিতে ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের মোট ১৫ (পনের) টি পদ রয়েছে। নিম্নবর্ণিত টেবিলে বিদ্যমান জনবল উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	পদের সংখ্যা
১।	যুগ্ম-সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)	৩	০১
২।	উপসচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)	৫	০২
৩।	সিনিয়র সহকারী সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)	৬	০৪
৪।	সহকারী সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)	৯	০৮
	মোট=		১৫টি পদ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত অনুবাদ কার্যাদি:

বর্তমানে দেশে ১২০০টির বেশি আইন/অধ্যাদেশে/আদেশ এবং তদধীন সহস্রাধিক বিধিমালা ও প্রবিধানমালা বলবৎ রয়েছে। বিদ্যমান উক্ত আইন, বিধিমালা, ইত্যাদির সঙ্গে নতুন নতুন আইন, বিধিমালা ইত্যাদি যুক্ত হওয়ায় অনুবাদ সম্পর্কিত কাজ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতৎসত্ত্বেও অনুবাদ অনুবিভাগের স্বল্পসংখ্যক কর্মকর্তা সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিরলসভাবে অনুবাদের কাজ করে যাচ্ছেন। এ অর্থ-বছরে বৈশ্বিক মহামারির কারণে অনুবাদ সম্পর্কিত কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও, এ অনুবিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত হয়েছে।

১ জুলাই, ২০২১ থেকে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত সরকারের অনুবাদ সম্পর্কিত অন্যান্য কাজের পাশাপাশি এ দপ্তর হতে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ অনূদিত আইনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	আইন/বিধি/প্রবিধি/চুক্তির নাম
১।	বীজ আইন, ২০১৮
২।	বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আইন, ২০১৮
৩।	আদর্শ দরপত্র দলিল: ৩টি (ক) কোটেশনের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনুরোধ জ্ঞাপনের আদর্শ দলিল; (খ) কোটেশনের মাধ্যমে পূর্তকাজ সম্পাদনে অনুরোধ জ্ঞাপনের আদর্শ দলিল;

	(গ) আদর্শ দরপত্র দলিল (অভ্যন্তরীণ ক্রয়)
৪।	State Acquisition and Tenancy Act, 1950
৫।	সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬
৬।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০০৮
৭।	সার (ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০০৭
৮।	Agreement on Abolishing Visa Requirements for the Holders of Diplomatic, Special and Official Passports between the Government of the State of Qatar and the Government of the People's Republic of Bangladesh সংক্রান্ত চুক্তি।
৯।	Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of People's Republic of Iraq and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Mutual Exemption of Visas for Holders of Diplomatic, Official and Service Passports সংক্রান্ত চুক্তি।
১০।	Agreement between the Government of the Federative Republic of Brazil and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Official Passports সংক্রান্ত চুক্তি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ আজ একটি আলোচিত নাম। উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রায় আইনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আধুনিক প্রযুক্তির টেকসই ব্যবহার ও যথাযথ আইনি পরিকাঠামো একান্ত জরুরি। পাঁচ বছরের প্রস্তুতিকাল শেষে, ২০২৬ সালে, বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে আনুষ্ঠানিক উত্তরণ ঘটবে। একইসাথে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে আনুষ্ঠানিক উত্তরণ তথা এলডিসি গ্রাজুয়েশনের চ্যালেঞ্জও মোকাবেলা করতে হবে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ফলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ একটি প্রত্যয়ী ও মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে জায়গা করে নেবে। ২০৩০ সালের মধ্যে সরকারের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার প্রতিটি পর্যায়ে নতুন নতুন চ্যলেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। উক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা অর্জন করা জরুরি। পাশাপাশি বিশ্বস্বীকৃত ৪টি আইনি ব্যবস্থা যথা: কমন ল' লিগ্যাল সিস্টেম, সিভিল ল' লিগ্যাল সিস্টেম, সোসালিস্ট লিগ্যাল সিস্টেম ও ইসলামিক লিগ্যাল সিস্টেম সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে আমরা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হব না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষায় রচিত উক্ত লিগ্যাল সিস্টেমের মূল আইনসমূহ বাংলায় অনুবাদ করার মাধ্যমে বৈশ্বিক লিগ্যাল সিস্টেম সম্পর্কে সহজে ধারণা লাভ করা যেতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে, আমাদের লিগ্যাল সিস্টেমও অধিকতর সমৃদ্ধ হবে। পাশাপাশি চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা এগিয়ে থাকব।

ন্যায় বিচারের অভিগমন, সর্বসাধারণের চাহিদা ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য একদিকে যেমন মাতৃভাষায় আইন প্রাপ্তিতে দেশের সাধারণ মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশে বিদ্যমান সকল আইনের নির্ভরযোগ্য বাংলা পাঠ প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে হবে, অপরদিকে বর্হিবিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, তথ্য যোগাযোগ, শিক্ষা কারিগরি ইত্যাদি

বিষয়ে বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাক্রমে বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য বাংলা ভাষায় প্রণীত আইনসমূহের নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ প্রণয়নের পাশাপাশি, সম্ভব হলে, জাতিসংঘের অন্যান্য অফিসিয়াল ভাষায় প্রকাশ ও বহির্বিশ্বের মানুষের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন বা ভেটিংকালে সংশ্লিষ্ট ভাষায় দক্ষ দোভাষীর চাহিদা পূরণের জন্য অনুবাদ অনুবিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ভাষায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভাষাভিত্তিক পদ সৃজন করতে হবে। বিষয়টি কঠিন হলেও ভবিষ্যতে উন্নত বাংলাদেশের জন্য এই পরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়ন সময়ের দাবিতে পরিণত হবে।

বাংলাদেশের আইনসভা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী আইন তৈরি করছে। বর্তমান ডিজিটাল যুগে বাংলাদেশে প্রণীত আইন বহির্বিশ্বের নিকট বোধগম্য বা গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে এ বিভাগের ওয়েবসাইটে বাংলার পাশাপাশি সর্বজন স্বীকৃত আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজিতে আপ-লোড করা হচ্ছে। সুতরাং, পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট আমাদের প্রচলিত আইন-কানুনের অভিগমন নিশ্চিত করার জন্য, বিদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আগ্রহী করা এবং লেখক, আইনজীবীসহ আইন গবেষকদের সুবিধার্থে বাংলায় প্রণীত আইনের ইংরেজি পাঠ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া, আইনি পরিভাষার ভান্ডার গড়ে তোলা এবং অনুবাদ ম্যানুয়াল বা ডেস্কবুক প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

চতুর্থ শিল্পবিল্পব ও গ্রাজুয়েশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য সরকার অনুবাদ দপ্তরকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলা ও ইংরেজি ভাষাসহ আরবি, চীনা, স্প্যানিশ, ফরাসি, জাপানিজ ইত্যাদি ভাষায় দক্ষ জনবল দ্বারা অনুবাদ দপ্তরকে পূর্ণাঙ্গ উইং হিসেবে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হলে, অনুবাদ সংক্রান্ত সকল সমস্যা তা ক্রমান্বয়ে দূরীভূত হবে এবং সরকারের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন অনুবাদ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রগতি সাধিত হবে। পাশাপাশি বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের সফলতা ও আইনি কাঠামো আরও ভালোভাবে পরিস্ফুট এবং ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।

৪.৮ জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিতে দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সরকারি কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য প্রণীত Rules of Business, 1996 এর তফসিল-১ অর্থাৎ Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বণ্টনকৃত দায়িত্বাবলির মধ্যে এ বিভাগকে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয় তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ, যথা:-

১। আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব থেকে উদ্ভূত সকল আইনগত ও সাংবিধানিক প্রশ্নে এবং উক্ত প্রস্তাবের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইনসহ যেকোনো আইন ও সংবিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরকে পরামর্শ প্রদান;

২। সকল বিল, অধ্যাদেশ, সাংবিধানিক আদেশ, সংবিধিবদ্ধ আদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, উপ-আইন, প্রজ্ঞাপন, আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ যেকোনো প্রথা বা রীতি এবং অন্যান্য আইনগত দলিল, ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ও মতামত প্রদান।

এছাড়া, কোনো বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন হওয়ার পর তা জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ বিধি অনুসারে স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হলে এ বিভাগের কর্মকর্তারা উক্ত কমিটির বৈঠকে যোগদান করে, প্রয়োজনে, বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদান করে থাকে।

সরকারের কার্যাবলি বিচার-বিবেচনা ও পর্যবেক্ষণের জন্য সংসদ-সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি গঠন করা সংসদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। আর সংসদের বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য পাঠানো খোদ রাজনৈতিক দলগুলির দায়িত্ব। তবে উল্লেখ করা দরকার, কোনো বিলের বিচার-বিবেচনাসহ কোনো বিষয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো সংসদীয় কমিটিতে পাঠানোর কোনো বিধান নেই। অতিসাম্প্রতিক প্রণালিবদ্ধভাবে বিলগুলি বিভিন্ন কমিটির কাছে পাঠানো শুরু হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর স্থায়ী কমিটিগুলো গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালে পুনরায় আওয়ামীলীগ সরকার নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতা গ্রহণের পর একাদশ জাতীয় সংসদে মোট ৫০টি কমিটি গঠন করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৬(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সংসদের কার্য-প্রণালি বিধি অনুযায়ী একটি সরকারি হিসাব-কমিটি, বিশেষ-অধিকার-কমিটি এবং অন্যান্য স্থায়ীকমিটি থাকবে। এসব কমিটি ছাড়াও খসড়া বিল ও আইনের প্রস্তাব পরীক্ষা, আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা ও অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করার জন্য সংসদ অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করবে। জনগুরুত্বসম্পন্ন মর্মে সংসদ কোনো বিষয় সম্পর্কে কোনো কমিটিকে অবহিত করলে কমিটি তাও বিবেচনা করতে পারবে এবং কোনো মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে পারবে। এক্ষেত্রে কমিটি সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে এবং লিখিত বা মৌখিক প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে। অবশ্য এতৎসত্ত্বেও সরকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনায় যেকোনো দলিল উপস্থাপন করতে অস্বীকার করতে পারে।

সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৭ অধ্যায়ে কতিপয় কমিটি গঠনেরও বিধান রয়েছে। এই কমিটিগুলি হলো: কার্য উপদেষ্টা কমিটি, বেসরকারি সদস্যদের বিল ও বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি, বিল-সম্পর্কিত বাছাই কমিটি, পিটিশন কমিটি, সরকারি হিসাব-সম্পর্কিত স্থায়ীকমিটি, অনুমিত হিসাব-সম্পর্কিত কমিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান-সম্পর্কিত কমিটি, অধিকার-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সরকারি প্রতিশ্রুতি-সম্পর্কিত কমিটি, কতিপয় অন্যান্য

বিষয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সংসদ-কমিটি, লাইব্রেরি-কমিটি, কার্যপ্রণালীবিধি-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও অন্যান্য বিশেষ কমিটি।

জাতীয় সংসদে প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে কমিটির সদস্যগণকে সংসদ নিযুক্ত করে থাকে। কিন্তু কোনো কমিটিতে প্রেরিতব্য কোনো বিষয়ে কোনো সদস্যের কোনো রকম ব্যক্তিগত, আর্থিক বা সরাসরি স্বার্থ জড়িত থাকলে তাকে ঐ কমিটিতে নিয়োগ করা হবে না। কমিটির গঠন-কাঠামোর পরিবর্তন অনুযায়ী কমিটির প্রধান হয়ে থাকেন এমন একজন সংসদ সদস্য যিনি মন্ত্রী নন। প্রত্যেকটি স্থায়ীকমিটি একজন সভাপতিসহ অনধিক ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা হয়ে থাকে। সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের সদস্যই কমিটিতে নিয়োগ করা যেতে পারে। বিলটি যে কমিটির বিবেচনাধীন কোনো বিলের ভারপ্রাপ্ত সদস্য, পদাধিকারবলে সেই কমিটির সদস্য হবেন। কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সভায় উপস্থিত থাকলে কমিটির আইনসিদ্ধ অধিবেশন হবে ও সেটাই হবে ঐ কমিটির কোরাম। কমিটির অধিবেশন বা বৈঠক রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

অর্থবিবরণীসমূহ (সাধারণত বাজেট বলে উল্লিখিত) বার্ষিক ভিত্তিতে সংসদ-সমক্ষে উপস্থাপন করা হয়। এর উদ্দেশ্য সরকারের আনুমানিক আয় ও ব্যয় তুলে ধরা। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১১১(৩) বিধি-অনুযায়ী, বাজেট কোনো কমিটিতে পাঠানো হয় না। স্পীকারের সভাপতিত্বে সংসদের নিয়মিত অধিবেশনে বাজেটের ওপর সাধারণ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট প্রণয়ন করে থাকে। যেসব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আনুমানিক হিসাব তৈরি করা হয়ে থাকে অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা অধিদপ্তরকে সেসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ বা উপাদান সরবরাহ করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

কোনো বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন হওয়ার পর কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ বিধি অনুসারে তা খতিয়ে দেখার জন্য কোনো কমিটিতে পাঠানো হলে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তারা, প্রয়োজনে, বিশেষজ্ঞ সহায়তা দেওয়ার জন্য ঐ কমিটির বৈঠকগুলিতে যোগ দিয়ে থাকেন। স্থায়ী কমিটি কর্তৃক কোনো বিল নিবিড়ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কার্যপ্রণালী বিধির ২১১ বিধি অনুযায়ী কমিটির সভাপতি বা সভাপতির পক্ষে কমিটির অন্যকোনো সদস্য জাতীয় সংসদে রিপোর্ট পেশ করে থাকেন। উক্তরূপ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ জাতীয় সংসদের সকল স্থায়ী কমিটির কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে থাকেন।

জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্য

একাদশ জাতীয় সংসদের ১৪তম অধিবেশন হতে ১৮তম অধিবেশন পর্যন্ত সর্বমোট ৩২ (বত্রিশ)টি আইন পাস হয়েছে। অধিবেশনভিত্তিক আইন পাসের তালিকা নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) ১৪ তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারি বিল ৯টি;

(খ) ১৫ তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারি বিল ৯টি;

(গ) ১৬ তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারি বিল ১টি;

(ঘ) ১৭ তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারি বিল ৯টি; এবং

(ঙ) ১৮ তম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারি বিল ৪টি।

উক্ত আইনসমূহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণ সকল স্থায়ী কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করে লেজিসলেটিভ মতামত প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এছাড়া, সংসদ বিষয়ক শাখা হতে প্রতিটি অধিবেশনে মাননীয় মন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরসহ অন্যান্য বিষয় মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে জাতীয় সংসদে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪.৯ ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক

ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা। অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে তারা বাংলাদেশকে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। উক্তরূপ সহযোগিতা প্রদানের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশের মধ্যে ২০০০ সালের ২২ মে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে একটি Cooperation Agreement স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তিতে Development Cooperation, Trade and Commerce Cooperation, Environmental Cooperation, Economic Cooperation, Regional Cooperation, Cooperation in Science and Technology, Drug Precursor Chemicals and Money Laundering, Human Resource Development, Information, Culture and Communication এর উপর সহযোগিতা প্রদান করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উপরিউক্ত সহযোগিতা প্রদানের বিষয় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি Joint Commission এবং একাধিক Sub-group রয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন-বাংলাদেশ যৌথ কমিশনের ১০ম সভা এবং Sub-group Meeting on Good Governance and Human Rights এর সভা ১৮-২০ মে, ২০২২ খ্রি. তারিখে ব্রাসেল্‌স, বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব অনলাইনে যুক্ত ছিলেন। উক্ত সভায় গণতন্ত্র, সুশাসন, আইনের শাসন, নির্বাচনী সংস্কার, আইনের প্রয়োগ, মানবাধিকার, মত প্রকাশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা, নারী অধিকার, শিশু অধিকার সুরক্ষা, প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

৪.১০ সুনীল অর্থনীতির (ব্লু ইকোনমি) উদ্যোগ বাস্তবায়ন

সুনীল অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমি হচ্ছে সমুদ্র সম্পদ নির্ভর অর্থনীতি। সুনীল অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা, সামাজিক পুঁজির সৃষ্টি করা, আয় বাড়ানো এবং সর্বোপরি পরিবেশে সঞ্চয়-বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করা। পৃথিবীর অন্যতম মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ মৎস্য সম্পদ আহরণ, নানা ধরনের প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ এবং তেল ও গ্যাস সম্পদ আহরণ ক্ষেত্র হিসেবে সমুদ্র ব্যবহৃত হয়। পরিবহনের একটি দক্ষ মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয় সমুদ্র ।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমুদ্র সম্পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বঙ্গোপসাগরের মূল্যবান সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করা ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে স্বাধীনতার মাত্র তিন বছরের মধ্যে Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 প্রণয়নের মাধ্যমে সমুদ্রবিজয় অভিযাত্রার সূচনা করেন। সম্প্রতি জাতিসংঘ সমুদ্র কনভেনশন (UNCLOS) এর আলোকে Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 এর সংশোধনকল্পে Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Act, 2021 (২০২১ সনের ২৯ নং আইন) প্রণীত হয়েছে।

পিতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর পরই দীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে নিষ্পন্নাধীন থাকা ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমানা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কার্যকর প্রচেষ্টা শুরু করেন। সেই সাথে ২০০৯ সালের ৮ অক্টোবর সমুদ্রসীমার বিষয়টি সুরাহা করার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হন। যার ফলশ্রুতিতেই ২০১২ সালের ১৪ মার্চ জার্মানির সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের রায়ে মিয়ানমারের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ ৮০ হাজার বর্গকিলোমিটারের মধ্যে বাংলাদেশ প্রায় ৭০ হাজার বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকা অর্জন করে। মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে এ রায় দেশের জন্য এক বিরাট অর্জন।

মিয়ানমারের পর ভারতের সঙ্গেও বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হয়েছে। নেদারল্যান্ডসের স্থায়ী সালিসি আদালতের রায়ে বঙ্গোপসাগরের বিরোধপূর্ণ ২৫ হাজার ৬০২ বর্গকিলোমিটার এলাকার মধ্যে ১৯ হাজার ৪৬৭ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকা বাংলাদেশ পেয়েছে। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যা, যা উভয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল, তা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে। এ রায়ের ফলে বিরোধপূর্ণ সমুদ্র এলাকার বিপুল অংশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে বাংলাদেশের আর কোনো বাধা থাকল না। এ রায়ে গভীর সমুদ্রে প্রস্তাবিত ১০টি তেল-গ্যাস ব্লকই বাংলাদেশের সীমানায় পড়েছে। সমুদ্রসীমা অর্জনের ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন উক্ত সমুদ্রসীমানার প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের উপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্যদিকে পর্যটন শিল্প উন্নয়নেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সমুদ্র বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ, গবেষণালব্ধ ফলাফলের প্রয়োগ এবং তৎসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয় এবং কক্সবাজারে বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি প্রদান করা হয়। সুনীল অর্থনীতির অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০ প্রণীত হয়েছে। সমুদ্রকে যথাযথভাবে ব্যবহার ও সমুদ্র হতে সম্পদ আহরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্রম বর্ধমান জনসংখ্যার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

সুনীল অর্থনীতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৬ সালে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন ব্লু ইকোনমি সেল গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

উক্ত পরিকল্পনা তথা ব্লু ইকোনমির উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং ব্লু ইকোনমি সেলের বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বিভাগ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যথা:-

(ক) সুনীল অর্থনীতি সংক্রান্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এ বিভাগের সমুদ্র আইন বিশেষজ্ঞ যুগ্মসচিব ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীনকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। তিনি IMO – International Maritime Law Institute, Malta হতে LL.M. in International Maritime Law ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এছাড়াও তিনি সমুদ্র আইনে "UN Nippon Foundation Fellowship Program" শীর্ষক Program এ অংশগ্রহণ করে সাফল্যের সাথে উক্ত Program সম্পন্ন করেন। তিনি International Tribunal for the Law of the Sea, Hamburg, Germany হতে Legal Internship সম্পন্ন করেছেন। তিনি বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র আইন বিষয়ে খন্ডকালীন শিক্ষকতার সাথে যুক্ত রয়েছেন। তিনি সুনীল অর্থনীতির উদ্যোগ বাস্তবায়নে এ বিভাগের পক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা প্রদান করে থাকেন;

(খ) মাসিক সভার আলোচ্যসূচিতে সুনীল অর্থনীতি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

(গ) এ বিভাগের ওয়েবসাইটে সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে পৃথক মেন্যু তৈরি করা হয়েছে;

(ঘ) এ যাবত বিশ্বের যে সকল দেশ সুনীল অর্থনীতিতে উন্নয়ন করেছে বা ভালো অবস্থানে রয়েছে সে সকল দেশের সুনীল অর্থনীতি বিষয়ক উল্লেখযোগ্য ১০০ টি আইনের তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

আইনগুলো উক্ত দেশসমূহের নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রণয়ন করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে মডেল হিসেবে বিবেচনা করতে হলে এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন পর্যালোচনা আবশ্যক।

বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র সম্পদের ব্যবহার বাংলাদেশকে যেমন দিতে পারে আগামী দিনে জ্বালানি নিরাপত্তা তেমনি বদলে দিতে পারে সামগ্রিক অর্থনীতির চেহারা। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে সমুদ্র সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সে লক্ষ্যে সুনীল অর্থনীতির উদ্যোগ বাস্তবায়নে এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিপালনে যথেষ্ট তৎপরতা রয়েছে।

৪.১১ জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন (UNCAC)-সম্পর্কিত বিষয়

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ তারিখে বাংলাদেশ জাতিসংঘ দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন (United Nations Convention Against Corruption 'UNCAC') ভুক্ত হয়। UNCAC সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্তির পর UNCAC বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯; তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; বাংলাদেশ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১; মানি-লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২; অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রথম রিভিউ সাইকেলে "UNCAC Bangladesh Compliance and Gap Analysis (BCGA)" সম্পন্ন হয়েছে।

Resolution 6/1 entitled 'Continuation of the review of implementation of the United Nations Conventions Against Corruption' adopted by the Conference at its sixth session, held in St. Petersburg from 2 to 6 November, 2015-মূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, Second Review Cycle-এ বাংলাদেশ সুইডেনের সাথে যৌথভাবে সুইজারল্যান্ডের 'implementation of Chapter II of the Convention on preventive measures and Chapter V on asset recovery' সংক্রান্ত প্রতিবেদনের review করবে। অনুরূপভাবে, Tajikistan এবং Comoros যৌথভাবে বাংলাদেশের 'implementation of Chapter II of the Convention on preventive measures and Chapter V on asset recovery' সংক্রান্ত প্রতিবেদনের review করবে।

উক্ত review কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং দুর্নীতি দমন কমিশন এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি Expert Group for UNCAC Implementation Review Mechanism গঠন করা হয়েছে। উক্ত গ্রুপ সুইজারল্যান্ডের'implementation of Chapter II of the Convention on preventive measures and Chapter V on asset recovery' সংক্রান্ত 'Country Report' এর review কার্যক্রম সম্পন্ন করছে। সুইজারল্যান্ডের 'Country Report' এর প্রাথমিক প্রতিবেদন ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখে UNCAC এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি বরাবর ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়েছে।

উক্ত Expert Group বাংলাদেশের 'implementation of Chapter II of the Convention on preventive measures and Chapter V on asset recovery' সংক্রান্ত একটি খসড়া 'Country Report' প্রস্তুত করেছে। উক্ত খসড়ার উপর সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে মত বিনিময় করে চূড়ান্ত 'Country Report' প্রস্তুত করার পর উহা Tajikistan এবং Comoros এর মূল্যায়নের জন্য UNCAC এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি বরাবর প্রেরণ করা হবে।

৪.১২ তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বিষয়

প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। সেকারণে জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য প্রতিটি সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি বা বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত সংস্থাসহ সরকারি কর্মকান্ড পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থার কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" প্রণয়ন করা হয়। উল্লিখিত সকল কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তিকে নাগরিকদের আইনগত অধিকার হিসেবে উক্ত আইনে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

নাগরিকগণ যাতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের নিকট হতে তথ্য লাভ করতে পারে, সে লক্ষ্যে উক্ত আইনের ধারা ১০ এর বিধান অনুযায়ী এ বিভাগের একজন যুগ্মসচিবকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং একজন উপসচিবকে বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের নিকট তথ্য যাচনা এবং তথ্য প্রদান সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৩ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪.১৩ 'মুজিববর্ষ ২০২০' উপলক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

মুজিববর্ষ ২০২০, ৩১শে মার্চ, ২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। ১৭ই মার্চ ২০২২ খ্রি. তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবস উপলক্ষ্যে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবন, কর্ম ও আইনি ভাবনা" শীর্ষক একটি আলোচনা সভা এ বিভাগ কর্তৃক আয়োজন করা হয়। এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত সভা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গত ১৬/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখ বেলা ১২.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এম.পি.। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার উপস্থিত ছিলেন।

৪.১৪ আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে প্রণীত আইন ও অধ্যাদেশের সংকলন সরবরাহ

স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনি কাঠামো তাঁর তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় সূচনা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার ২১ বছর পর জাতির পিতার প্রতিষ্ঠিত দল আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। 'আইনের মাধ্যমে উন্নয়ন জনগণের ক্ষমতায়ন' স্লোগানকে সামনে রেখে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার ১৯৯৬ সাল হতে ২০০১ সালের মেয়াদে মোট ৮৬টি নতুন আইন এবং ১১১টি সংশোধনী আইন প্রণয়ন করে।

অতঃপর ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। ২০০৯ সাল হতে ২০১৪ সালের মেয়াদে মোট ১৪৯টি নতুন আইন এবং ১৪১টি সংশোধনী আইন প্রণয়ন করা হয়। ২০১৪ সাল হতে ২০১৯ সালের মেয়াদে মোট ১৫৩টি নতুন আইন এবং ৫৯টি সংশোধনী আইন প্রণয়ন করা হয়। ২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর হতে জুন, ২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৬৪টি নতুন আইন এবং ২৭টি সংশোধনী আইনসহ সর্বমোট ৯১টি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

Rules of Business, 1996 অনুযায়ী আইন ও অধ্যাদেশ এবং সকল অধস্তন আইনসমূহের প্রকাশনা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কার্যপরিধিভুক্ত। বিদ্যমান আইন, অধ্যাদেশ, সাংবিধানিক আদেশ ও রাষ্ট্রপতির আদেশসমূহ সংহতক্রমে প্রকাশ করাও এ বিভাগের কার্যপরিধিভুক্ত। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার

বাস্তবায়নে গৃহীত আইনি উদ্যোগ সম্পর্কে জনগণ, বিচারক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী সমাজ, সুশীল সমাজসহ সকল পর্যায়ের ব্যক্তিগণের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। সে কারণে এবং সময়ের চাহিদার নিরিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারের ১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৯-২০২০ সাল মেয়াদে প্রণীত আইন ও অধ্যাদেশসমূহ সংহতক্রমে এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বর্ণিত মেয়াদের সময়ে প্রণীত আইন এবং অধ্যাদেশের সংকলন গ্রন্থ মোট উনিশ খণ্ডে প্রকাশ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

৪.১৫ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

বিগত ১৮/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে ৫৫.১০৬.০০০০.০০.২৩.০০১.২২-৬৪ নং স্মারকে "শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১" অনুযায়ী এ বিভাগের নিম্নবর্ণিত কর্মচারীগণকে ২০২১-২২ অর্থ-বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়, যথা:-

ক্রমিক নং	গ্রেড	নাম	পদবি
১।	গ্রেড ২-৯	মাহবুব আলম	প্রোগ্রামার
২।	গ্রেড ২-৯	মোঃ আশিকুজ্জামান	সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)
৩।	গ্রেড ১০-১৬	মোঃ মহিউদ্দিন	ক্যাশিয়ার
৪।	গ্রেড ১৭-২০	মোহাম্মদ আল আমিন	অফিস সহায়ক

।

গ্রেড ২-৯ ভুক্ত কর্মচারীগণের মধ্যে জনাব মাহবুব আলম, প্রোগ্রামার ও জনাব মোঃ আশিকুজ্জামান, সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) উভয়ই সর্বাধিক নম্বর প্রাপ্ত হওয়ায় উক্ত নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৫ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৫.৫ অনুযায়ী উভয়কেই যৌথভাবে সেরা কর্মচারী নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রত্যেকে পৃথকভাবে পুরস্কৃত হন। নির্বাচিত কর্মচারীগণকে পুরস্কার হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ফরম্যাটে একটি সার্টিফিকেট এবং একটি ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভূমিকা

৫.১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত :

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা Sustainable Development Goals (SDGs) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর অভীষ্ট এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহের সাথে বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমন্বয় করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক SDG Mapping প্রণয়ন করা হয়েছে। SDG Mapping অনুযায়ী Goal-16 (Peace, Justice and Strong Institutions) এর টার্গেট 16.b (promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development) বাস্তবায়নে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ Lead Ministry এবং টার্গেট 16.3 (Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all) বাস্তবায়নে Co-lead Ministry হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, ১৩টি টার্গেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ বিভাগ Associate Ministry হিসেবে কাজ করছে।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কার্যসংশ্লিষ্ট ৬টি SDG Goal এর ১৫টি Target এবং ২১টি Indicator নিম্নরূপ:

Role of LPAD	**Related Goals of SDG (6 goals)**	**Related Targets of SDG (15 targets)**	**Related indicators of SDG (21 indicators)**
LPAD as Lead Ministry	Goal 16	Target 16.b	16.b.1
LPAD as Co-Lead Ministry	Goal 16	Target 16.3	16.3.1
LPAD as Associate Ministry	Goal 1, Goal 5, Goal 8, Goal 10, Goal 11, Goal 16	Target 1.4, 5.1, 5.2, 5.6, 5.a, 5.c, 8.5, 10.3, 11.1, 16.1, 16.3, 16.6, 16.7, 16.10	1.4.1, 1.4.2, 5.1.1, 5.2.1, 5.6.1, 5.6.2, 5.a.2, 5.c.1, 8.5.1, 8.5.2, 10.3.1, 11.1.1, 16.1.1, 16.3.2, 16.6.1, 16.6.2, 16.7.1, 16.7.2, 16.10.2

Lead এবং Co-Lead Ministry হিসেবে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট Performance Measurement Indicator-সমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

A. LPAD as Lead Ministry (Target 16.b)

SDG Targets	Global Indicators for SDG Targets	Lead/Co-Lead Ministries/Division	Associate Ministries /Division	Data sources	Baseline data (Year)	Milestone by 2025	Target by 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.b Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development	16.b.1 Proportion of population reporting having personally felt discriminated against or harassed in the previous 12 months on the basis of a ground of discrimination prohibited under international human rights law	Lead: LPAD	CD;GED; LJD; MoHA; SID	a)BBS (CPHS), SID	35.6% (CPHS, 2018, BBS)	25%	15%

B. **LPAD as Co-Lead Ministry (Target 16.3)**

SDG Targets	Global Indicators for SDG Targets	Lead/Co-Lead Ministries/ Division	Associate Ministries /Division	Data sources	Baseline data (Year)	Milestone by 2025	Target by 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all	16.3.1 Proportion of victims of violence in the previous 12 months who reported their victimization to competent authorities or other officially recognized conflict resolution mechanism	Lead: LJD; Co-Lead: LPAD	NHRC: LGD: MoFA: MoHA; MoPA: SID: C&AG	a) BBS(VAW Survey/GBVS), SID b)BP, MoHA	Female: 2.45% (VAW Survey, 2015)	Female: 20%	Female : 30%

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত গুরত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮ (১) এ রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২৮(৪) অনুচ্ছেদের বিধানানুসারে রাষ্ট্র যেকোনো বিশেষ আইন তৈরি করতে পারবে যার মাধ্যমে নারী ও শিশু বা যে কোনো অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া যায়। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক প্রণীত এসডিজি কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- SDG Target 16.b এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক 'বৈষম্য বিরোধী আইন, ২০২২' শীর্ষক আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে, যা মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়েছে। খসড়া আইনটি ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে খসড়া আইনটি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পর্যালোচনাধীন রয়েছে।

- ২০২২ সালের ১৬-১৮ মে তারিখে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত SDG Implementation Review (SIR) 2022 শীর্ষক দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের এসডিজি বাস্তবায়ন কার্যসংশ্লিষ্ট অগ্রগতি প্রতিবেদন শেয়ার করা হয়েছে।

ফটোচিত্র : SDG Implementation Review (SIR) 2022 শীর্ষক দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের উপস্থাপনা (১৭ মে, ২০২২, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা)

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সমন্বয় করে এসডিজি বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫.২ গৃহীত প্রকল্প

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত:

২০২১-২২ অর্থ-বছরে সমাপ্ত প্রকল্প:

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে **"আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার"** শিরোনামে একটি প্রকল্প প্রায় ৭.২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ০৭/০৫/২০১৯ হতে ৩১/১০/২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপ:

- ✓ বিদ্যমান আইনে কোনো তারতম্যমূলক বিধান রয়েছে কি না তা চিহ্নিত করা।
- ✓ নির্বাচিত বাংলা আইন ইংরেজিতে এবং ইংরেজি আইন বাংলায় অনুবাদ করা।
- ✓ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা এবং আইনের খসড়া প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- ✓ জনগণকে আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম

- ✓ প্রচলিত ১২৮৬টি আইনে তারতম্যমূলক বিধান রয়েছে কিনা তা গবেষণার মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- ✓ আইনে জনগণের অভিগম্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচিত বিদ্যমান মোট ১০১টি আইন) ৪০টি আইন বাংলা হতে ইংরেজিতে এবং ৬১টি আইন ইংরেজি হতে বাংলায়) অনুবাদ করা হয়েছে।
- ✓ এ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ১০৯১ জনকে দেশের অভ্যন্তরে আইন প্রণয়ন এবং এ বিভাগের কার্যসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।
- ✓ দেশের ৮টি বিভাগে ৮টি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে, যাতে সকল শ্রেণি ও পেশার জনসাধারণ তাদের সাংবিধানিক ও আইনি অধিকার সম্পর্কে অবহিত/সচেতন হয়েছে।
- ✓ ঢাকাসহ অন্যান্য জেলায় ৬টি স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার মাধ্যমে বিদ্যমান আইনের মধ্যে ব্যবহার/প্রয়োগজনিত কোনো জটিলতা রয়েছে কিনা তা সম্পর্কে জনগণ তাদের অভিমত প্রদান করেছেন।
- ✓ আইনের গ্রামার ও টেকনিক সম্বলিত একটি রেডি রেফারেন্স সমৃদ্ধ ইংরেজীতে লেজিসলেটিভ ডেস্কবুক প্রণয়ন করা হয়েছে, যা পুস্তক আকারে মুদ্রণপূর্বক এ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগে বিতরণ করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থ-বছরে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি

২০২১-২২ অর্থ-বছরের অর্থাৎ জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৮.৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২১-২২ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২১-২২ অর্থ-বছরের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২১-২২ অর্থ- বছরে অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	মোট ব্যয় (জুন ২০২২ পর্যন্ত) (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার (মে ২০১৯-অক্টোবর ২০২১)	৬০.০০ (জিওবি)	৫৬.০০ (জিওবি)	৫৬.০০	৫৫.১৬ (আরএডিপি বরাদ্দের ৯৮.৫%)	প্রকল্পটির কার্যক্রম অক্টোবর ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ০২ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) সভার আলোচ্যসূচি-গ এর অনুচ্ছেদ ৬.১.৩ অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থ-বছরে জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত জাতীয় গড়ের বেশি অগ্রগতি হয়েছিল ২৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের। এগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ; যার অগ্রগতি ৯১.৪৭%।

নতুন অনুমোদিত প্রকল্প:

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ''আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি'' শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প ৩৮.৭৮৯২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ০৬/০৬/২০২২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ শুরু করার লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ✓ মানসম্মত ও বিশ্ব মানের আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং লজিষ্টিক সাপোর্টের মাধ্যমে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং কর্মে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা;
- ✓ Legislative Research Cell এবং Legislative Editing Unit এর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ;
- ✓ পর্যায়ক্রমে বিদ্যমান সকল আইন ইংরেজি থেকে বাংলায় এবং বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা;

- ✓ এ বিভাগের কর্মকর্তাদের আইন বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য মানসম্মত বইপত্র, দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন আইনের ম্যাগাজিন, জার্নাল ও DLR, BLD, BLT সহ বিভিন্ন ধরণের Law Report সমৃদ্ধ লাইব্রেরি / ই-লাইব্রেরি / Resource and Documentation Center স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
- ✓ রেকর্ড রুম স্থাপনে সহায়তা প্রদান ও মুদ্রণ শাখা শক্তিশালী করা;
- ✓ Law Public Awareness Cell গঠনে সহায়তা প্রদান ও শক্তিশালীকরণ;
- ✓ অধস্তন আইনসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক কোডিফিকেশন ও হালনাগাদ করে কোড আকারে প্রকাশপূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
- ✓ মূল আইনসমূহ হালনাগাদ করে প্রকাশিত বাংলাদেশ কোড ওয়েবসাইটে আপলোড এবং উহার আলোকে লজ অব বাংলাদেশ এর নতুন অধিক ক্যাপাসিটি সম্পন্ন ওয়েবসাইট প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
- ✓ বাংলায় আইন প্রণয়ন পদ্ধতি এবং আইনের গ্রামার সমৃদ্ধ লেজিসলেটিভ ডেস্কবুক প্রণয়ন;
- ✓ সংবিধানিক ও আইনি অধিকার বিষয়ে সাধারণ জনগণকে সচেতন করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

- ✓ কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও অন্যান্য কারিগরি/লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদানের মাধ্যমে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগকে শক্তিশালীকরণ;
- ✓ কারিগরি/লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদানের মাধ্যমে Legislative Research Cell শক্তিশালীকরণ;
- ✓ Legislative Editing Unit কারিগরি/লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদানপূর্বক শক্তিশালীকরণ;
- ✓ আইনে জনগণের অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য নির্বাচিত ২৫০টি আইন ইংরেজি হতে বাংলা ও বাংলা হতে ইংরেজিতে অনুবাদ করা;
- ✓ মানসম্মত লাইব্রেরি/ই-লাইব্রেরী স্থাপন;
- ✓ কারিগরি/লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদানের মাধ্যমে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা এবং সংশোধন ও অভিযোজন শাখা শক্তিশালী করা;
- ✓ Law Public Awareness Cell কে কারিগরি/লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান;
- ✓ স্বনামধন্য, বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান/ফার্মের মাধ্যমে অধস্তন আইনসমূহ চিহ্নিতকরণ, হালনাগাদকরণ এবং কোড আকারে প্রকাশ ও উহা ওয়েবসাইটে আপলোড করা;
- ✓ BD Laws ও Laws of Bangladesh website পুনঃস্থাপন করা ও উহার ব্যবস্থাপনা;
- ✓ সুশীল সমাজ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি এবং প্রয়োজনে দাতা গোষ্ঠীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা/সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন করা;

- ✓ সংবিধানিক ও আইনি অধিকার চিহ্নিত করে তা পুস্তিকা/হ্যান্ডবিল লিফলেট ও পোস্টার আকারে মুদ্রণ ও প্রচারণার ব্যবস্থা করা;
- ✓ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির মধ্যে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
- ✓ পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী চিহ্নিত করে তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও উপজেলাভিত্তিক সভা, সমাবেশ ও মত বিনিময় করা;
- ✓ সুষ্ঠুভাবে আইন প্রণয়নের জন্য আইনের গ্রামার ও টেকনিক সংবলিত বাংলা ভাষায় আইনের ডেস্কবুক প্রণয়ন;
- ✓ অধস্তন আইনের কোডের খসড়া, অনুবাদ কর্ম এবং ডেস্কবুকের শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তা এবং রিসোর্স পার্সনদের সমন্বয়ে গঠিত প্যানেল নিয়ে ঢাকায় বা ঢাকার বাইরে নিবিড় কর্মশালার আয়োজন করা;
- ✓ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশে স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন, ওয়ার্কশপ এবং জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন করা।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানসম্মত ও বিশ্বমানের আইন প্রণয়নে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি, জনগণের আইনের অভিগম্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্বাচিত আইনের অনুবাদ, অধস্তন আইনসমূহের হালনাগাদ কোডিফিকেশন, বাংলায় আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ও আইনের গ্রামার সমৃদ্ধ লেজিসলেটিভ ডেস্কবুক প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, যা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং SDG target 16.b, 16.3 সহ SDG Goal-16 এর বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা কর্তৃক পুস্তক বা সংকলন আকারে প্রকাশিত আইন ও এস.আর.ও-সমূহের তালিকা

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ প্রত্যেক বছর এক অর্থ-বছরে প্রণীত সকল আইন ও এস.আর.ও. পুস্তক বা সংকলন আকারে বাঁধাই ও প্রকাশ করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে নিম্নবর্ণিত আইন ও এস.আর.ও.-সমূহ মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা কর্তৃক পুস্তক বা সংকলন আকারে প্রকাশ করা হয়েছে:

১। ২০২১ সালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত সকল আইন একত্রিত করে বাৎসরিক আইনের সংকলন (Annual Collection of law) বাঁধাইপূর্বক বিতরণ।

২। ২০২১ সালে প্রণীত সকল এস.আর.ও. একত্রিত করে বাৎসরিক এস.আর.ও.-সমূহের সংকলন বাঁধাইপূর্বক বিতরণ।

৩। ০১ জুলাই, ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনসমূহ অন্তর্ভুক্তিক্রমে প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশ কোডের প্রুফ রিডিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত আইন ও অধ্যাদেশসমূহের তালিকা

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব হলো আইনের খসড়া ভেটিং এবং উহার উপর মতামত প্রদান করা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এরূপ দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে বিভাগের সহায়তা ৩৩টি আইন ও ১টি অধ্যাদেশ প্রণীত হয়েছে। উক্ত আইন ও অধ্যাদেশের তালিকা নিম্নরূপ:

২০২১ সালে প্রণীত আইনসমূহ (জুলাই-ডিসেম্বর)

ক্রমিক নং	আইনের নাম
০১।	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ১৩ নং আইন) (এস.আর.ও. নং ২৯০-আইন/২০২১, তারিখ ২৯ আগষ্ট, ২০২১ দ্বারা ১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে উক্ত আইন কার্যকর হইয়াছে)।
০২।	জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ১৪ নং আইন)
০৩।	গান্ধী আশ্রম (ট্রাস্টি বোর্ড) আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ১৫ নং আইন)
০৪।	Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council (Amendment) Act, 2021 (২০২১ সনের ১৬ নং আইন)
০৫।	Medical Colleges (Governing Bodies) (Repeal) Act, 2021 (২০২১ সনের ১৭ নং আইন)
০৬।	Medical Degrees (Repeal) Act, 2021 (২০২১ সনের ১৮ নং আইন)
০৭।	বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ১৯ নং আইন)
০৮।	কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২০ নং আইন)
০৯।	বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২১ নং আইন)
১০।	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২২ নং আইন)
১১।	বিরোধীদলের নেতা এবং উপনেতা (পারিতোষিক ও বিশেষাধিকার) আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২৩ নং আইন)
১২।	বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (Special Security Force) আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২৪ নং আইন)

১৩।	Bangladesh House Building Finance Corporation (Amendment) Act, 2021 (২০২১ সনের ২৫ নং আইন)
১৪।	বাংলাদেশ ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইড (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২৬ নং আইন)
১৫।	ব্যাংকার বহি সাক্ষ্য আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২৭ নং আইন)
১৬।	মহাসড়ক আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২৮ নং আইন)
১৭।	Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Act, 2021 (২০২১ সনের ২৯ নং আইন)
১৮।	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (পারিতোষিক ও বিশেষাধিকার) আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ৩০ নং আইন)
১৯।	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (ভ্রমণ ভাতা) আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ৩১ নং আইন)

২০২১ সালে প্রণীত অধ্যাদেশ (জুলাই-ডিসেম্বর)

ক্রমিক নং	অধ্যাদেশের নাম
১।	Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council (Amendment) Ordinance, 2021 (২০২১ সনের ০১ নং অধ্যাদেশ)

২০২২ সালে প্রণীত আইনসমূহ (জানুয়ারি-জুন)

ক্রমিক নং	আইনের নাম
১।	প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০১ নং আইন)
২।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০২ নং আইন)
৩।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৩ নং আইন)
৪।	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৪ নং আইন)
৫।	বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৫ নং আইন)
৬।	বয়লার আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৬ নং আইন)
৭।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৭ নং আইন)
৮।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৮ নং আইন)
৯।	বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৯ নং আইন)
১০।	জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ১০ নং আইন)
১১।	Bangladesh Parjatan Corporation (Amendment) Act, 2022 (২০২২ সনের ১১ নং আইন)
১২।	নির্দিষ্টকরণ (সর্ম্পূরক) আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ১২ নং আইন)
১৩।	অর্থ আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ১৩ নং আইন)
১৪।	নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ১৪ নং আইন)

অষ্টম অধ্যায়

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত উল্লেখযোগ্য এস.আর.ও.-সমূহের তালিকা

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, আদেশ ও আইনের মর্যাদাসম্পন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট ভেটিং করে থাকে। উক্ত ইনস্ট্রুমেন্টসমূহ এ বিভাগ কর্তৃক এস.আর.ও. নম্বর প্রদানপূর্বক সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে প্রণীত উল্লেখযোগ্য এস.আর.ও.-সমূহের তালিকা নিম্নরূপ:

২০২১ সালে প্রণীত এস.আর.ও.-সমূহ

[০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত]

ক্রমিক নং	এস.আর.ও. নং এবং তারিখ	বিষয়বস্তু	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়/ বোর্ডের নাম
১।	২৫১-আইন/২০২১ ০৪/০৭/২০২১	আনোয়ারা অর্থনৈতিক অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম এর ভূমি নির্বাচন এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা সংক্রান্ত।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২।	২৫২-আইন/২০২১ ০৪/০৭/২০২১	১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ এর তফসিল সংশোধন।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৩।	২৫৩-আইন/২০২১ ০৭/০৭/২০২১	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১ সংক্রান্ত।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৪।	২৫৪-আইন/২০২১ ০৭/০৭/২০২১	কতিপয় এস.আর.ও. সংশোধন ও অব্যাহতি সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৫।	২৫৫-আইন/২০২১ ০৭/০৭/২০২১	রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের কাজে আমদানিতব্য যন্ত্রপাতি ম্যাটেরিয়াল যন্ত্রাংশ এর উপর আমদানি পর্যায়ে প্রযোজ্য উৎসে অগ্রিম আয়কর হইতে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পরিপালন সাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৬।	২৫৬-আইন/২০২১ ১৯/০৭/২০২১	১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩সালের ৬ নং আইন) এর তফসিল সংশোধন।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৭।	২৫৭-আইন/২০২১ ২৭/০৭/২০২১	বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ০২ নং আইন) এর ইংরেজি অনুবাদ সংক্রান্ত।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৮।	২৫৮-আইন/২০২১ ২৮/০৭/২০২১	শহিদ, খেতাবপ্রাপ্ত এবং যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা রেশন আদেশ, ২০২১।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৯।	২৫৯-আইন/২০২১ ২৮/০৭/২০২১	শহিদ, খেতাবপ্রাপ্ত এবং যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বিতরণ আদেশ, ২০২১।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১০।	২৬০-আইন/২০২১ ২৮/০৭/২০২১	এস.আর. ও নং ৩২-আইন/২০২১ তাং ৩১ জানুয়ারি, ২০২১ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	শিল্প মন্ত্রণালয়
১১।	২৬১-আইন/২০২১ ২৮/০৭/২০২১	এস.আর. ও নং ৩৩-আইন/২০২১ তাং ৩১ জানুয়ারি, ২০২১ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	শিল্প মন্ত্রণালয়
১২।	২৬২-আইন/২০২১ ০২/০৮/২০২১	বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন মার্কস (সিএম) লাইসেন্সের আওতাভুক্ত BOS 1515:1995 Spectication for Gold (স্বর্ণের নির্দেশিকা) পণ্য মানের অনুকূলে জারিকৃত এস.আর.ও. সংশোধন প্রসঙ্গে।	শিল্প মন্ত্রণালয়
১৩।	২৬৩-আইন/২০২১ ০২/০৮/২০২১	বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন মার্কস (সিএম) লাইসেন্সের আওতাভুক্ত BOS 1515:1995 Spectication for Gold (স্বর্ণের নির্দেশিকা) পণ্য মানের অনুকূলে জারিকৃত এস.আর.ও. সংশোধন প্রসঙ্গে।	শিল্প মন্ত্রণালয়
১৪।	২৬৪-আইন/২০২১ ০৩/০৮/২০২১	এডহক বার কাউন্সিল গঠন সংক্রান্ত।	আইন ও বিচার বিভাগ
১৫।	২৬৫-আইন/২০২১ ০৩/০৮/২০২১	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন ২০১৮ বাস্তবায়নকল্পে বিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত।	শিল্প মন্ত্রণালয়
১৬।	২৬৬-আইন/২০২১ ০৪/০৮/২০২১	শুল্ক প্রত্যর্পণ বিধিমালা, ২০২১ সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭।	২৬৭-আইন/২০২১ ০৪/০৮/২০২১	বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ ইংরেজি অনুবাদ সংক্রান্ত।	কৃষি মন্ত্রণালয়
১৮।	২৬৮-আইন/২০২১ ০৮/০৮/২০২১	বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বিতরণ আদেশ, ২০২০ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৯।	২৬৯-আইন/২০২১ ০৮/০৮/২০২১	পচনশীল পণ্য দ্রুত খালাস ও নিষ্পত্তিকরণ বিধিমালা, ২০২১ সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০।	২৭০-আইন/২০২১ ০৯/০৮/২০২১	বাংলাদেশ সিভিল (পদোন্নতির জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২১।	২৭১-আইন/২০২১ ০৯/০৮/২০২১	Police Regulations, 1943 এর Volume-1 এর সংশোধন সংক্রান্ত।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২২।	২৭২-আইন/২০২১ ০৯/০৮/২০২১	Police Regulations, 1943 এর Volume-1 এর সংশোধন সংক্রান্ত।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৩।	২৭৩-আইন/২০২১ ১০/০৮/২০২১	নিরাপদ খাদ্য (দূষণকারী জীবাণু নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ) প্রবিধানমালা, ২০২১ সংক্রান্ত।	খাদ্য মন্ত্রণালয়

২৪।	২৭৪-আইন/২০২১ ১২/০৮/২০২১	দোহার পৌর এলাকা সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২৫।	২৭৫-আইন/২০২১ ১২/০৮/২০২১	রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Joint-Stock Company Federal Center for Science and High Technology Special Scientific and Production Enterprise Celeron Russia কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বা পুনঃরপ্তানির শর্তে সাময়িকভাবে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য পণ্যের উপর আরোপনীয় সমুদয় আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর রেগুলেটরি ডিউটি আগম কর ও সম্পূরক শুল্ক হতে অব্যাহতি প্রদান।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৬।	২৭৬-আইন/২০২১ ১২/০৮/২০২১	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতির ইনস্টিটিউট খাগড়াছড়ি এর জন্য চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৭।	২৭৭-আইন/২০২১ ১২/০৮/২০২১	Customs Act, 1969 এর Section 19 এর অধীন চালের উপর আরোপনীয় আমদানি শুল্ক ও সমুদয় রেগুলেটরি ডিউটি হতে অব্যাহতি প্রদান।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৮।	২৭৮-আইন/২০২১ ১৬/০৮/২০২১	শিবচর পৌর এলাকা সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২৯।	২৭৯-আইন/২০২১ ১৬/০৮/২০২১	নির্মাণ ও কাঠশিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ সংক্রান্ত।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩০।	২৮০-আইন/২০২১ ১৬/০৮/২০২১	ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১।	ভূমি মন্ত্রণালয়
৩১।	২৮১-আইন/২০২১ ১৬/০৮/২০২১	ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১।	ভূমি মন্ত্রণালয়
৩২।	২৮২-আইন/২০২১ ১৯/০৮/২০২১	গাজীপুর মেট্রোপলিটন এলাকায় জন্য একটি ও রংপুর মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য একটি দ্রুত বিচার আদালত গঠন সংক্রান্ত।	আইন ও বিচার বিভাগ
৩৩।	২৮৩-আইন/২০২১ ২২/০৮/২০২১	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৩৪।	২৮৪-আইন/২০২১ ২২/০৮/২০২১	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৩৫।	২৮৫-আইন/২০২১	ঢাকা জেলায় দোহার পৌর এলাকা সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ

	২২/০৮/২০২১		
৩৬।	২৮৬-আইন/২০২১ ২৫/০৮/২০২১	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ১০ নং আইন) এর কার্যকরতা প্রদান সংক্রান্ত (০১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রি. তারিখে উক্ত আইন কার্যকর হইয়াছে)।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩৭।	২৮৭-আইন/২০২১ ২৬/০৮/২০২১	Army Regulations, Volume-II (Instructions), 1985 এর Regulation 463A সংযোজন।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৩৮।	২৮৮-আইন/২০২১ ২৯/০৮/২০২১	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সীমানা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত।	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৩৯।	২৮৯-আইন/২০২১ ২৯/০৮/২০২১	আইন, বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪০।	২৯০-আইন/২০২১ ২৯/০৮/২০২১	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ১৩ নং আইন) এর কার্যকরতা প্রদান সংক্রান্ত।	তথ্য মন্ত্রণালয়
৪১।	২৯১-আইন/২০২১ ৩১/০৮/২০২১	হাটহাজারী পৌরসভার গঠন সংক্রান্ত।	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৪২।	২৯২-আইন/২০২১ ০৫/০৯/২০২১	বঙ্গবন্ধু বহুমূখী সেতুর উভয় পার্শ্বে ৬ কি.মি. করে মোট ১২ কি.মি. দীর্ঘ এলাকা অভয়াশস ঘোষণা সংক্রান্ত।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৪৩।	২৯৩-আইন/২০২১ ০৭/০৯/২০২১	বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৪৪।	২৯৪-আইন/২০২১ ০৭/০৯/২০২১	বাংলাদেশ ব্যাংক বা সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনাপত্তি প্রদানকৃত Suhuk ইস্যু করার ক্ষেত্রে আরোপনীয় বিভিন্ন ধরণের মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪৫।	২৯৫-আইন/২০২১ ০৮/০৯/২০২১	বীজ আইন সংক্রান্ত নথি (খন্ড নথি-২)।	কৃষি মন্ত্রণালয়
৪৬।	২৯৬-আইন/২০২১ ০৮/০৯/২০২১	বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মচারিদের চাকুরি শর্তাবলী প্রবিধানমালা, ২০২১।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৪৭।	২৯৭-আইন/২০২১ ০৮/০৯/২০২১	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনষ্টিটিউশন কর্তৃক হালাল সনদ প্রদান বিষয়ক এস.আর.ও. জারি প্রসংগে।	শিল্প মন্ত্রণালয়
৪৮।	২৯৮-আইন/২০২১ ১২/০৯/২০২১	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানামালা, ২০১৯ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	কৃষি মন্ত্রণালয়
৪৯।	২৯৯-আইন/২০২১	মনিপুরী ললিতকলা একাডেমী, মৌলভীবাজার কর্মচারী	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

	১২/০৯/২০২১	চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১।	
৫০।	৩০০-আইন/২০২১ ১৩/০৯/২০২১	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিলেট এর সকল শ্রেণির চাকুরিকে অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস হিসেবে ঘোষণা সংক্রান্ত।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৫১।	৩০১-আইন/২০২১ ১৩/০৯/২০২১	বাংলাদেশ (বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২১ এর তফসিল (১) ও (২) এ "হাঙ্গার" ও "রে" মাছের প্রজাতি অন্তর্ভুক্তকরণ।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৫২।	৩০২-আইন/২০২১ ১৩/০৯/২০২১	রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালাচারাল একাডেমি এর জন্য চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫৩।	৩০৩-আইন/২০২১ ১৫/০৯/২০২১	খাজা ইউনুছ আলী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এর উদ্ধৃত আয়ের উপর আরোপণীয় আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান প্রসঙ্গে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৫৪।	৩০৪-আইন/২০২১ ২২/০৯/২০২১	১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬ নং আইন) এর তফসিল সংশোধন প্রসঙ্গে।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৫৫।	৩০৫-আইন/২০২১ ২২/০৯/২০২১	১৯৭২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭ নং আইন) এর তফসিল সংশোধন প্রসঙ্গে।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৫৬।	৩০৬-আইন/২০২১ ২২/০৯/২০২১	আব্দুল মোনেম ইকোনমিক জোন সংক্রান্ত।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫৭।	৩০৭-আইন/২০২১ ২২/০৯/২০২১	চা আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৮ নং আইন) তফসিলভুক্তকরণ প্রসঙ্গে মোবাইল কোর্ট অন্তর্ভুক্তকরণ।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫৮।	৩০৮- আইন/২০২১ ২৮/০৯/২০২১	কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৫৯।	৩০৯-আইন/২০২১ ২৯/০৯/২০২১	২০১৩(২০১৩ সনের ৬ নং আইন) এর তফসিল সংশোধন সংক্রান্ত।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৬০।	৩১০-আইন/২০২১ ২৯/০৯/২০২১	২০১৩(২০১৩ সনের ৭ নং আইন) এর তফসিল সংশোধন সংক্রান্ত।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৬১।	৩১১-আইন/২০২১ ০৩/১০/২০২১	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্মচারী (অবসর ভাতা, অবসরজনিত সুবিধা ও সাধারন ভবিষৎ তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০২১।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৬২।	৩১২-আইন/২০২১ ০৫/১০/২০২১	চরফ্যাশন (বেতুয়া) নদীবন্দর এর সীমানা নির্ধারণ প্রসঙ্গে।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৬৩।	৩১৩-আইন/২০২১ ০৫/১০/২০২১	চরফ্যাশন (বেতুয়া) নদী বন্দর এর সংরক্ষণ নিয়োগ প্রসঙ্গে।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৬৪।	৩১৪-আইন/২০২১ ০৬/১০/২০২১	কর্মকর্তা ও কর্মচারী (বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৯ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৬৫।	৩১৫-আইন/২০২১ ১০/১০/২০২১	কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলা সদরে পৌরসভা গঠন সংক্রান্ত।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৬৬।	৩১৬-আইন/২০২১ ১১/১০/২০২১	বাংলাদেশে নিবন্ধিত (দেশীয় ও জয়েন্ট ভেঞ্চার মলিকিউল ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদনকারী প্রতিষ্টানকে প্রদেয় আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৬৭।	৩১৭-আইন/২০২১ ১১/১০/২০২১	Special Purpose Vehicle (SPV)-কে কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৬৮।	৩১৮-আইন/২০২১ ১১/১০/২০২১	এস.আর. ও নং ৩৬৯-আইন/২০১৫ (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	অর্থ বিভাগ
৬৯।	৩১৯-আইন/২০২১ ১১/১০/২০২১	এস.আর.ও নং ৩৭৩-আইন/২০১৫, তারিখ: ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রি. বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	অর্থ বিভাগ
৭০।	৩২০-আইন/২০২১ ১৪/১০/২০২১	পণ্যসমূহের উপর আরোপনীয় রেগুলেটরি ডিউটি ৩০% (ত্রিশ) শতাংশ হইতে হ্রাস করিয়া ২০% (বিশ) শতাংশ নির্ধারণকরণ প্রসঙ্গে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৭১।	৩২১-আইন/২০২১ ১৪/১০/২০২১	আইন, বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৭২।	৩২২-আইন/২০২১ ১৭/১০/২০২১	রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ শিল্প সেক্টর প্রসঙ্গে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৭৩।	৩২৩-আইন/২০২১ ১৭/১০/২০২১	গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলাকে পৌরসভায় উন্নীতকরণ সংক্রান্ত।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৭৪।	৩২৪-আইন/২০২১ ১৭/১০/২০২১	ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন ধামসোনা ইউনিয়নকে পৌরসভায় উন্নীতকরণ সংক্রান্ত।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৭৫।	৩২৫-আইন/২০২১	খুচরা যন্ত্রাংশসহ পূর্ণাঙ্গ ফ্রিজার রেফ্রিজারেটর, মোটর সাইকেল, এয়ার কন্ডিশনার ও কম্প্রেসর এর অর্জিত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

	১৯/১০/২০২১	আয়ের উপর প্রদেয় আয়কর হ্রাস সংক্রান্ত।	
৭৬।	৩২৬-আইন/২০২১ ২১/১০/২০২১	নদী বন্দর ঘোষণা সংক্রান্ত।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৭৭।	৩২৭-আইন/২০২১ ২১/১০/২০২১	কোম্পনীগঞ্জ-সোনাগাজী নদী বন্দর এর সংরক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৭৮।	৩২৮-আইন/২০২১ ২১/১০/২০২১	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১।	জননিরাপত্তা বিভাগ
৭৯।	৩২৯-আইন/২০২১ ২৪/১০/২০২১	First Dhaka Elevated Expressway (FDEE) Company Limited-কে আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত ।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৮০।	৩৩০-আইন/২০২১ ২৬/১০/২০২১	কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১।	কৃষি মন্ত্রণালয়
৮১।	৩৩১-আইন/২০২১ ২৬/১০/২০২১	সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০২১।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৮২।	৩৩২-আইন/২০২১ ২৬/১০/২০২১	খাদ্যদ্রব্যে ট্রান্স ফ্যাটি এসিড নিয়ন্ত্রণ প্রবিধানমালা, ২০২১।	খাদ্য মন্ত্রণালয়
৮৩।	৩৩৩-আইন/২০২১ ২৬/১০/২০২১	এস.আর.ও. নং ১২০-আইন/২০২১ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৮৪।	৩৩৪-আইন/২০২১ ২৮/১০/২০২১	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সকল শ্রেণীর চাকরি আরও ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করণ প্রসঙ্গে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৮৫।	৩৩৫-আইন/২০২১ ৩১/১০/২০২১	Bangladesh Civil Service (Technical Education) Composition and Cadre Rules, 1980 এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৮৬।	৩৩৬-আইন/২০২১ ০৩/১১/২০২১	বীমা এজেন্ট (নিয়োগ, নিবন্ধন ও লাইসেন্স) প্রবিধানমালা, ২০২১ সংক্রান্ত।	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৮৭।	৩৩৭-আইন/২০২১ ০৩/১১/২০২১	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে কর্তৃক বাস্তবায়িত জাতীয় অ্যাজমা সেন্টার মহাখালী, ঢাকা শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প হইতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০২১ সংক্রান্ত।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৮৮।	৩৩৮-আইন/২০২১ ০৪/১১/২০২১	এস.আর.ও নং ৩২-আইন/২০২১এর সংশোধন সংক্রান্ত।	শিল্প মন্ত্রণালয়

৮৯।	৩৩৯-আইন/২০২১ ০৪/১১/২০২১	এস.আর.ও নং ৩৩-আইন/২০২১এর সংশোধন সংক্রান্ত।	শিল্প মন্ত্রণালয়
৯০।	৩৪০-আইন/২০২১ ০৪/১১/২০২১	এস.আর.ও নং ৫১-আইন/২০১৯ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	শিল্প মন্ত্রণালয়
৯১।	৩৪১-আইন/২০২১ ০৪/১১/২০২১	এস.আর.ও নং ৫০-আইন/২০১৯ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	শিল্প মন্ত্রণালয়
৯২।	৩৪২-আইন/২০২১ ০৪/১১/২০২১	Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 এর (Schedule-11) এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৯৩।	৩৪৩-আইন/২০২১ ০৮/১১/২০২১	জয়পুরহাট পৌর এলাকা সম্প্রসারণ প্রসংগে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৯৪।	৩৪৪-আইন/২০২১ ০৯/১১/২০২১	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১ সংক্রান্ত।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৯৫।	৩৪৫-আইন/২০২১ ১৫/১১/২০২১	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল মামলা স্থানান্তর সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
৯৬।	৩৪৬-আইন/২০২১ ১৫/১১/২০২১	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল মামলা স্থানান্তর সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ

২০২২ সালে প্রণীত এস.আর.ও.-সমূহ

(০১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	এস.আর.ও.নং এবং তারিখ	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়/ বোর্ডের নাম
১।	০১-আইন/২০২২ ০৪/০১/২০২২	১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬ নং আইন) এর তফসিল সংশোধন সংক্রান্ত।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
২।	০২-আইন/২০২২ ০৪/০১/২০২২	এস, আর, ও নং-২২৯-আইন/২০০৯ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩।	০৩-আইন/২০২২ ০৪/০১/২০২২	মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফসিল সংশোধন সংক্রান্ত।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪।	০৪-আইন/২০২২ ০৪/০১/২০২২	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
৫।	০৫-আইন/২০২২ ০৪/০১/২০২২	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২ সংক্রান্ত।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৬।	০৬-আইন/২০২২ ০৯/০১/২০২২	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (প্রশিক্ষণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
৭।	০৭-আইন/২০২২ ০৯/০১/২০২২	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (লাইসেন্স) প্রবিধানমালা, ২০২২।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৮।	০৮-আইন/২০২২ ০৯/০১/২০২২	মূলধন হিসাব লেনদেন (বিদেশ ইক্যুইটি বিনিয়োগ) বিধিমালা, ২০২২।	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৯।	০৯-আইন/২০২২ ১১/০১/২০২২	বিটাকের কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০২২।	শিল্প মন্ত্রণালয়
১০।	১০-আইন/২০২২ ১১/০১/২০২২	বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল প্রবিধানমালা, ২০২২।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১১।	১১-আইন/২০২২ ১১/০১/২০২২	বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) কে আগামী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য সকল প্রকার আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১২।	১২-আইন/২০২২	এস.আর.ও নং-৬৫-আইন/২০২১ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

	১১/০১/২০২২		
১৩।	১৩-আইন/২০২২ ১২/০১/২০২২	এস.আর.ও নং-১৭৬-আইন/২০২০, তারিখ: ৫ জুলাই, ২০২০ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১৪।	১৪-আইন/২০২২ ১২/০১/২০২২	শহিদ, খেতাবপ্রাপ্ত এবং যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা বিতরণ আদেশ, ২০২১ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৫।	১৫-আইন/২০২২ ১২/০১/২০২২	শহিদ, খেতাবপ্রাপ্ত এবং যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা রেশন আদেশ, ২০২১ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৬।	১৬-আইন/২০২২ ১৮/০১/২০২২	এস.আর.ও.নং-১৪৮-আইন/০৮/শ্রকম/শা-৬/নি:ম:বো/-১/২০০৮ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১৭।	১৭-আইন/২০২২ ১৮/০১/২০২২	অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৮।	১৮-আইন/২০২২ ১৯/০১/২০২২	Army Equipment Regulations Volume II (Instructions) 1988 এর সংশোধন সংক্রান্ত।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
১৯।	১৯-আইন/২০২২ ১৯/০১/২০২২	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২০।	২০-আইন/২০২২ ১৯/০১/২০২২	মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
২১।	২১-আইন/২০২২ ২৩/০১/২০২২	Summit LNG Terminal Co. (Pvt) Ltd এর অনুকূলে স্টাম্প ডিউটি মওকুফ সংক্রান্ত।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
২২।	২২-আইন/২০২২ ২৩/০১/২০২২	ঘাটাইল ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ।	জননিরাপত্তা বিভাগ
২৩।	২৩-আইন/২০২২ ২৩/০১/২০২২	পণ্য যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জাম ফেরতের ভিত্তিতে সাময়িক আমদানি বিধিমালা, ২০২২।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৪।	২৪-আইন/২০২২ ২৩/০১/২০২২	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
২৫।	২৫-আইন/২০২২ ২৫/০১/২০২২	মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফসিল সংশোধন সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
২৬।	২৬-আইন/২০২২ ২৫/০১/২০২২	সিকিউরিটি সার্ভিস শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীগণের জন্য নিম্নতম মজুরী হার ঘোষণা সংক্রান্ত।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২৭।	২৭-আইন/২০২২	এস.আর.ও নং-১২২-আইন/২০০৭, তারিখ:	শিল্প মন্ত্রণালয়

	০১/০২/২০২২	১৮/০৬/২০০৭ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	
২৮।	২৮-আইন/২০২২ ০১/০২/২০২২	এস.আর.ও নং-১১৯-আইন/২০০৭, তারিখ: ১৮/০৬/২০০৭ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	শিল্প মন্ত্রণালয়
২৯।	২৯-আইন/২০২২ ০১/০২/২০২২	এস.আর.ও নং-৫১-আইন/২০১৯, তারিখ: ২৬/০৬/২০০৭ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	শিল্প মন্ত্রণালয়
৩০।	৩০-আইন/২০২২ ০১/০২/২০২২	এস.আর.ও নং-৫০-আইন/২০১৯, তারিখ: ২৬/০৬/২০০৭ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	শিল্প মন্ত্রণালয়
৩১।	৩১-আইন/২০২২ ০১/০২/২০২২	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বিধিমালা, ২০২২।	কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগ
৩২।	৩২-আইন/২০২২ ১/০২/২০২২	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পে নিয়োজিত বিদেশি নাগরিকদের বেতন ও ভাতার উপর আরোপণীয় আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৩।	৩৩-আইন/২০২২ ১০/০২/২০২২	এস.আর.ও নং-২৫৫-আইন/২০২১, তারিখ: ০৭ জুলাই, ২০২১ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৪।	৩৪-আইন/২০২২ ১০/০২/২০২২	বিদ্যুৎ বিধিমালা, ২০২০ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ
৩৫।	৩৫-আইন/২০১২ ১৩/০২/২০২২	মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস (এমইএস) এর সিভিলিয়ান কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৩৬।	৩৬-আইন/২০২২ ১৫/০২/২০২২	Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৩৭।	৩৭-আইন/২০২২ ১৬/০২/২০২২	এস.আর.ও নং-২৩৭-আইন/২০১৮/৩৯/শুল্ক, তারিখ: ২৩ জুলাই, ২০১৮ খ্রি. বাতিলপূর্বক নতুন প্রজ্ঞাপন জারি সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৮।	৩৮-আইন/২০২২ ১৬/০২/২০২২	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৩৯।	৩৯-আইন/২০২২ ১৭/০২/২০২২	Rules of Business 1996 এর সংশোধন সংক্রান্ত।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৪০।	৪০-আইন/২০২২ ২৭/০২/২০২২	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সকল শ্রেণির চাকরির মেয়াদ আরও ০৬ (ছয়) মাস বর্ধিতকরণ প্রসঙ্গে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৪১।	৪১-আইন/২০২২ ১১/০২/২০২২	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের (তথ্য দপ্তর কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৭ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৪২।	৪২-আইন/২০২২ ০২/০৩/২০২২	অপরিশোধিত চিনি আমদানিতে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক (RD) হ্রাসকরণ সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪৩।	৪৩-আইন/২০২২ ৬/০৩/২০২২	যশোর জেলার যশোর পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত।	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৪৪।	৪৪-আইন/২০২২ ০৭/০৩/২০২২	গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলাকে পৌরসভায় উন্নীতকরণ সংক্রান্ত।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪৫।	৪৫-আইন/২০২২ ০৯/০৩/২০২২	কুমিল্লা জেলায় মেঘনা উপজেলাধীন সোনাচর মৌজায় “কুমিল্লা অর্থনৈতিক অঞ্চল” ঘোষণা সংক্রান্ত।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪৬।	৪৬-আইন/২০২২ ১০/০৩/২০২২	গোবরাকুড়া-কড়াইতলী স্থল বন্দরের কার্যক্রম চালু করার জন্য Customs Act, 1969 এর Section 10(a), 10(b), 11 ও 12 মোতাবেক প্রজ্ঞাপন জারিকরণ প্রসঙ্গে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪৭।	৪৭-আইন/২০২২ ১০/০৩/২০২২	গোবরাকুড়া-কড়াইতলী স্থল বন্দরের কার্যক্রম চালু করার জন্য Customs Act, 1969 এর Section 10(a), 10(b), 11 ও 12 মোতাবেক প্রজ্ঞাপন জারিকরণ প্রসঙ্গে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪৮।	৪৮-আইন/২০২২ ১০/০৩/২০২২	গোবরাকুড়া-কড়াইতলী স্থল বন্দরের কার্যক্রম চালু করার জন্য Customs Act, 1969 এর Section 10(a), 10(b), 11 ও 12 মোতাবেক প্রজ্ঞাপন জারিকরণ প্রসঙ্গে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪৯।	৪৯-আইন/২০২২ ১০/০৩/২০২২	গোবরাকুড়া-কড়াইতলী স্থল বন্দরের কার্যক্রম চালু করার জন্য Customs Act, 1969 এর Section 10(a), 10(b), 11 ও 12 মোতাবেক প্রজ্ঞাপন জারিকরণ প্রসঙ্গে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৫০।	৫০-আইন/২০২২ ১৪/০৩/২০২২	পরিশোধিত সয়াবিন তৈল ও পরিশোধিত পাম তৈল স্থায়ী উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৫১।	৫১-আইন/২০২২ ১৫/০৩/২০২২	“বিড়ি” শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি হার নির্ধারণ সংক্রান্ত।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৫২।	৫২-আইন/২০২২ ১৫/০৩/২০২২	হোমিওপ্যাথি কারখানা শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ড নির্ধারণ সংক্রান্ত।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৫৩।	৫৩-আইন/২০২২ ১৫/০৩/২০২২	চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	অর্থ বিভাগ

৫৪।	৫৪-আইন/২০২২ ১৫/০৩/২০২২	চাকরি (বাংলাদেশ পুলিশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	অর্থ বিভাগ
৫৫।	৫৫-আইন/২০২২ ১৫/০৩/২০২২	চাকরি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	অর্থ বিভাগ
৫৬।	৫৬-আইন/২০২২ ১৫/০৩/২০২২	খুলনা জেলায় পাইকগাছা উপজেলাধীন বিনোদগঞ্জ পৌরসভা গঠনের পল্লী এলাকাকে শহর এলাকা হিসেবে ঘোষণা প্রসঙ্গে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৫৭।	৫৭-আইন/২০২২ ১৬/০৩/২০২২	পরিশোধিত সয়াবিন তৈল, অপরিশোধিত সয়াবিন তৈল, অপরিশোধিত পাম তৈল ও Other Including Refine Palm Oil আমদানি পর্যায়ে আরোপনীয় মূল্য সংযোজন কর ১৫% (পনেরো শতাংশ) হইতে হ্রাস করিয়া ৫% (পাঁচ শতাংশ) নির্ধারণ সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৫৮।	৫৮-আইন/২০২২ ১৬/০৩/২০২২	এস.আর.ও নং-১০৯-আইন/২০২০, তারিখ: ১৪ মে, ২০২০ খ্রি. এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৫৯।	৫৯-আইন/২০২২ ১৬/০৩/২০২২	এস.আর.ও নং-১৪৯-আইন/২০২১, তারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ খ্রি. এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৬০।	৬০-আইন/২০২২ ১৬/০৩/২০২২	এস.আর.ও নং-১৫১-আইন/২০২১, তারিখ: ০৩ জুন, ২০২১ খ্রি. এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৬১।	৬১-আইন/২০২২ ২১/০৩/২০২২	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
৬২।	৬২-আইন/২০২২ ২১/০৩/২০২২	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
৬৩।	৬৩-আইন/২০২২ ২৩/০৩/২০২২	এস.আর.ও নং-৫১-আইন/২০১৯, তারিখ: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. এর সংশোধন সংক্রান্ত।	শিল্প মন্ত্রণালয়
৬৪।	৬৪-আইন/২০২২ ২৩/০৩/২০২২	এস.আর.ও নং-৫০-আইন/২০১৯, তারিখ: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. এর সংশোধন সংক্রান্ত।	শিল্প মন্ত্রণালয়
৬৫।	৬৫-আইন/২০২২ ২৪/০৩/২০২২	টাংগাইল জেলার "ঘাটাইল ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
৬৬।	৬৬-আইন/২০২২ ২৭/০৩/২০২২	আরোপণীয় সমুদয় আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক হইতে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৬৭।	৬৭-আইন/২০২২	চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন, ২০২২।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

	২৭/০৩/২০২২		
৬৮।	৬৮-আইন/২০২২ ২৮/০৩/২০২২	মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা সংক্রান্ত।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৬৯।	৬৯-আইন/২০২২ ২৮/০৩/২০২২	Cricket Celebrates Mujib 100 অনুষ্ঠানের উপর আরোপণীয় সকল প্রকার আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৭০।	৭০-আইন/২০২২ ২৯/০৩/২০২২	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তহবিল পরিচালনা বিধিমালা, ২০২২।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৭১।	৭১-আইন/২০২২ ৩০/০৩/২০২২	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
৭২।	৭২-আইন/২০২২ ০৫/০৪/২০২২	গাজীপুর নদীবন্দর এর সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৭৩।	৭৩-আইন/২০২২ ০৫/০৪/২০২২	গাজীপুর নদীবন্দর এর সংরক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৭৪।	৭৪-আইন/২০২২ ০৫/০৪/২০২২	আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন বিধিমালা, ১৯৯১ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
৭৫।	৭৫-আইন/২০২২ ১০/০৪/২০২২	আইন, বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৭৬।	৭৬-আইন/২০২২ ১০/০৪/২০২২	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর সকল শ্রেণির চাকরিকে অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস হিসাবে ঘোষণা সংক্রান্ত।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৭৭।	৭৭-আইন/২০২২ ১২/০৪/২০২২	চট্টগ্রাম ও বান্দরবান জেলার আত্ততাধীন দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ (হাসেমপুর) এ প্র্যাকটিস পরিচালনা সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
৭৮।	৭৮-আইন/২০২২ ১২/০৪/২০২২	চট্টগ্রাম জেলায় আত্ততাধীন দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
৭৯।	৭৯-আইন/২০২২ ১২/০৪/২০২২	কক্সবাজার জেলার আত্ততাধীন মোনাখালী এডি ফায়ারিং রেঞ্জ এ প্র্যাকটিস পরিচালনা সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
৮০।	৮০-আইন/২০২২ ১২/০৪/২০২২	চট্টগ্রাম ও বান্দরবান জেলার আত্ততাধীন দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ সংক্রান্ত (বড় দুয়ার)।	জননিরাপত্তা বিভাগ
৮১।	৮১-আইন/২০২২ ১২/০৪/২০২২	চট্টগ্রাম জেলার আত্ততাধীন ফৌজদারহাট এবং হালিশহর এডি ফায়ারিং রেঞ্জ এ প্র্যাকটিস পরিচালনা সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ

৮২।	৮২-আইন/২০২২ ১২/০৪/২০২২	নিদানিয়া ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এ প্র্যাকটিস পরিচালনা সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
৮৩।	৮৩-আইন/২০২২ ১২/০৪/২০২২	সিলেট জেলার আত্ততাধীন সিলেট ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এ প্র্যাকটিস পরিচালনা সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
৮৪।	৮৪-আইন/২০২২ ১২/০৪/২০২২	চট্টগ্রাম জেলার আত্ততাধীন সীতাকুন্ড ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এ প্র্যাকটিস পরিচালনা সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
৮৫।	৮৫-আইন/২০২২ ১৭/০৪/২০২২	সকল প্রকার দান ও অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত আয় এবং হিজড়া ও লিঙ্গ বৈচিত্র্য জনগোষ্ঠীর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম কার্যক্রমের উপর আরোপণীয় আয়কর প্রদান হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য অব্যাহতি প্রদান প্রসঙ্গে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৮৬।	৮৬-আইন/২০২২ ১৭/০৪/২০২২	এস.আর. ও নং-৩৩-আইন/২০২১, তারিখ: ৩১ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রি. এর সংশোধন সংক্রান্ত।	শিল্প মন্ত্রণালয়
৮৭।	৮৭-আইন/২০২২ ১৭/০৪/২০২২	এস.আর. ও নং-৩২-আইন/২০২১, তারিখ: ৩১ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রি. এর সংশোধন সংক্রান্ত।	শিল্প মন্ত্রণালয়
৮৮।	৮৮-আইন/২০২২ ১৭/০৪/২০২২	এস.আর. ও নং-১৮৬-আইন/২০২০, তারিখ: ৩০ জুন, ২০২০ খ্রি. এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৮৯।	৮৯-আইন/২০২২ ২০/০৪/২০২২	চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৯০।	৯০-আইন/২০২২ ২০/০৪/২০২২	এস.আর. ও নং-২৩৯-আইন/২০১৭, তারিখ: ১৩ জুলাই, ২০১৭ খ্রি. এর সংশোধন সংক্রান্ত।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৯১।	৯১-আইন/২০২২ ২০/০৪/২০২২	শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রসঙ্গে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৯২।	৯২-আইন/২০২২ ২০/০৪/২০২২	আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ প্রণয়ন সংক্রান্ত।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৯৩।	৯৩-আইন/২০২২ ২৪/০৪/২০২২	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের (কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	কৃষি মন্ত্রণালয়
৯৪।	৯৪-আইন/২০২২ ২৪/০৪/২০২২	ডেনমার্কের Crown Princess her Royal Highness Mary-কে বাংলাদেশ সফরকালীন সময়ের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা সংক্রান্ত।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৯৫।	৯৫-আইন/২০২২ ২৫/০৪/২০২২	Navy Regulations, 1981 (Part-1) এর সংশোধন সংক্রান্ত।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

৯৬।	৯৬-আইন/২০২২ ২৫/০৪/২০২২	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০২১ এর ধারা ৩(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট স্থাপন সংক্রান্ত।	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
৯৭।	৯৭-আইন/২০২২ ২৬/০৪/২০২২	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (পোষাক ও মনোগ্রাম) প্রবিধানমালা, ১৯৯৮ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
৯৮।	৯৮-আইন/২০২২ ২৬/০৪/২০২২	কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৯৯।	৯৯-আইন/২০২২ ২৬/০৪/২০২২	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কক্সবাজার জেলার পেকুয়া ২০ (বিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০২২ এর প্রণয়ন।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১০০।	১০০-আইন/২০২২ ২৭/০৪/২০২২	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ইমারত নিমার্ণ ও পুনঃনির্মাণ ফি উপ-আইন, ২০২২।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১০১।	১০১-আইন/২০২২ ২৮/০৪/২০২২	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা বা সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১০২।	১০২-আইন/২০২২ ২৮/০৪/২০২২	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরধীন ১১২০টি চিকিৎসক কর্মকর্তা পদকে অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১০৩।	১০৩-আইন/২০২২ ১১/০৫/২০২২	বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
১০৪।	১০৪-আইন/২০২২ ১৭/০৫/২০২২	১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬ নং আইন) এর তফসিলের সংশোধন প্রসঙ্গে।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
১০৫।	১০৫-আইন/২০২২ ১৭/০৫/২০২২	১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭ নং আইন) এর তফসিলের সংশোধন প্রসঙ্গে।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
১০৬।	১০৬-আইন/২০২২ ১৮/০৫/২০২২	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের সকল শ্রেণির চাকরি অত্যাবশ্যক ঘোষণা প্রসঙ্গে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১০৭।	১০৭-আইন/২০২২ ২৩/০৫/২০২২	এস.আর. ও নং-২৩৪-আইন/২০২২, তারিখ: ২৭ জুন, ২০২১ খ্রি. এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১০৮।	১০৮-আইন/২০২২ ২৫/০৫/২০২২	শ্রম আইনের অধীনে শ্রম আদালত গঠন সংক্রান্ত।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১০৯।	১০৯-আইন/২০২২ ২৯/০৫/২০২২	বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা, ২০২২।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
১১০।	১১০-আইন/২০২২ ২৯/০৫/২০২২	ঠিকাদারি সরবরাহ বা কনসালটেন্সি ব্যবসা হইতে অর্জিত আয় এবং প্রকল্পে কর্মরত জাপানি কর্মীদের আয়ের উপর প্রদেয় আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১১১।	১১১-আইন/২০২২ ২৯/০৫/২০২২	ঠিকাদারি সরবরাহ বা কনসালটেন্সি ব্যবসা হইতে অর্জিত আয়ের উপর এবং IHI-SMCC Joint Venture এর অধীন উক্ত প্রকল্পে কর্মরত জাপানি কর্মীদের আয়ের উপর প্রদেয় আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১১২।	১১২-আইন/২০২২ ৩০/০৫/২০২২	স' মিলস শিল্প সেক্টরের শ্রমিক ও কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরি হার নির্ধারণ সংক্রান্ত।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১১৩।	১১৩-আইন/২০২২ ৩০/০৫/২০২২	Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১১৪।	১১৪-আইন/২০২২ ৩০/০৫/২০২২	Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১১৫।	১১৫-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল এ মামলা স্থানান্তর সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
১১৬।	১১৬-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১১৭।	১১৭-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১১৮।	১১৮-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১১৯।	১১৯-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১২০।	১২০-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

১২১।	১২১-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১২২।	১২২-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১২৩।	১২৩-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১২৪।	১২৪-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১২৫।	১২৫-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১২৬।	১২৬-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১২৭।	১২৭-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১২৮।	১২৮-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১২৯।	১২৯-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৩০।	১৩০-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৩১।	১৩১-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৩২।	১৩২-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৩৩।	১৩৩-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৩৪।	১৩৪-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৩৫।	১৩৫-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৩৬।	১৩৬-আইন/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

	০১/০৬/২০২২		
১৩৭।	১৩৭-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৩৮।	১৩৮-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৩৯।	১৩৯-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪০।	১৪০-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪১।	১৪১-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪২।	১৪২-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪২।	১৪২-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪৩।	১৪৩-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪৪।	১৪৪-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪৫।	১৪৫-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪৬।	১৪৬-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪৭।	১৪৭-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪৮।	১৪৮-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪৯।	১৪৯-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫০।	১৫০-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

১৫১।	১৫১-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫২।	১৫২-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫৩।	১৫৩-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫৪।	১৫৪-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫৫।	১৫৫-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫৬।	১৫৬-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫৭।	১৫৭-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫৮।	১৫৮-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫৯।	১৫৯-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬০।	১৬০-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬১।	১৬১-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬২।	১৬২-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬৩।	১৬৩-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬৪।	১৬৪-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬৫।	১৬৫-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬৬।	১৬৬-আইন/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

	০১/০৬/২০২২		
১৬৭।	১৬৭-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬৮।	১৬৮-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬৯।	১৬৯-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭০।	১৭০-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭১।	১৭১-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭২।	১৭২-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭৩।	১৭৩-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭৪।	১৭৪-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭৫।	১৭৫-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭৬।	১৭৬-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭৭।	১৭৭-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭৮।	১৭৮-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭৯।	১৭৯-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮০।	১৮০-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮১।	১৮১-আইন/২০২২ ০১/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

১৮২।	১৮২-আইন/২০২২ ০৭/০৬/২০২২	ফেনী জেলার "পরশুরাম উপজেলা" এলাকাটিকে বিলোনিয়া স্থল কাস্টমস স্টেশনের সীমানা (Limit) নির্ধারণ সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮৩।	১৮৩-আইন/২০২২ ০৭/০৬/২০২২	ফেনী জেলার "পরশুরাম উপজেলা" এলাকাটিকে বিলোনিয়া স্থল কাস্টমস স্টেশনের ওয়্যার হাউজিং স্টেশন (Warehousing Station) নির্ধারণ সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮৪।	১৮৪-আইন/২০২২ ০৮/০৬/২০২২	এস.আর.ও নং-৫৬-আইন/২০১৭, তারিখ: ২০ মার্চ, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮৫।	১৮৫-আইন/২০২২ ০৮/০৬/২০২২	বাংলাদেশ থ্যালাসিমিয়া ফাউন্ডেশনের স্বাস্থ্য সেবা হইতে উদ্ভূত আয় ও প্রাপ্ত দান বা অনুদানের উপর আরোপণীয় আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮৬।	১৮৬-আইন/২০২২ ০৯/০৬/২০২২	অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০২২।	খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৮৭।	১৮৭-আইন/২০২২ ০৯/০৬/২০২২	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গ্রন্থাগার (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১৮৮।	১৮৮-আইন/২০২২ ০৯/০৬/২০২২	এস.আর.ও নং-৭৮-আইন/২০১৫, তারিখ: ১২ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮৯।	১৮৯-আইন/২০২২ ১২/০৬/২০২২	মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
১৯০।	১৯০-আইন/২০২২ ১৯/০৬/২০২২	বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে দ্বৈত করারোপণ পরিহার ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ চুক্তি সম্পাদন সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯১।	১৯১-আইন/২০২২ ২০/০৬/২০২২	ক্রীড়া পরিদপ্তর এবং শারীরিক শিক্ষা কলেজ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
১৯২।	১৯২-আইন/২০২২ ২১/০৬/২০২২	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল তহবিল পরিচালনা বিধিমালা, ২০২২।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
১৯৩।	১৯৩-আইন/২০২২ ২১/০৬/২০২২	কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলা ভূমি এলাকাকে অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা সংক্রান্ত।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৯৪।	১৯৪-আইন/২০২২ ২২/০৬/২০২২	পণ্যসমূহের উপর আরোপণীয় রেগুলেটরি ডিউটি ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) হইতে ১০% (দশ শতাংশ) পরিমাণ এবং সমুদয় আমদানি শুল্ক হইতে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯৫।	১৯৫-আইন/২০২২	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (নিরীক্ষক ও নিরীক্ষা ফার্ম তালিকাভুক্তি) বিধিমালা, ২০২২।	অর্থ বিভাগ

	২৬/০৬/২০২২		
১৯৬।	১৯৬-আইন/২০২২ ২৬/০৬/২০২২	ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি বাছাই কমিটি গঠন সংক্রান্ত।	অর্থ বিভাগ
১৯৭।	১৯৭-আইন/২০২২ ২৬/০৬/২০২২	"সিনেমা হল" শিল্প সেক্টরের মালিক ও নিযুক্ত শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্ব করিবার উদ্দেশ্যে মজুরি বোর্ডের সদস্য নিয়োগ সংক্রান্ত।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১৯৮।	১৯৮-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল বিধিমালা, ২০২২।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
১৯৯।	১৯৯-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০০।	২০০-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০১।	২০১-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০২।	২০২-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০৩।	২০৩-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০৪।	২০৪-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০৫।	২০৫-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০৬।	২০৬-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০৭।	২০৭-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০৮।	২০৮-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০৯।	২০৯-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

২১০।	২১০-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২১১।	২১১-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২১২।	২১২-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২১৩।	২১৩-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২১৪।	২১৪-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২১৫।	২১৫-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২১৬।	২১৬-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২১৭।	২১৭-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২১৮।	২১৮-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২১৯।	২১৯-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২০।	২২০-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২১।	২২১-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২২।	২২২-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	কাষ্টমস নীতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারির ভেটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২৩।	২২৩-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেটে মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত বিধিমালা ও প্রজ্ঞাপনের কতিপয় সংশোধনী সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২৪।	২২৪-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেটে মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত বিধিমালা ও প্রজ্ঞাপনের কতিপয় সংশোধনী	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

		সংক্রান্ত।	
২২৫।	২২৫-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেটে মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত বিধিমালা ও প্রজ্ঞাপনের কতিপয় সংশোধনী সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২৬।	২২৬-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেটে মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত বিধিমালা ও প্রজ্ঞাপনের কতিপয় সংশোধনী সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২৭।	২২৭-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেটে মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত বিধিমালা ও প্রজ্ঞাপনের কতিপয় সংশোধনী সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২৮।	২২৮-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেটে মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত বিধিমালা ও প্রজ্ঞাপনের কতিপয় সংশোধনী সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২৯।	২২৯-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেটে মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত বিধিমালা ও প্রজ্ঞাপনের কতিপয় সংশোধনী সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৩০।	২৩০-আইন/২০২২ ২৮/০৬/২০২২	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেটে মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত বিধিমালা ও প্রজ্ঞাপনের কতিপয় সংশোধনী সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৩১।	২৩১-আইন/২০২২ ২৯/০৬/২০২২	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (তদন্ত পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২২।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
২৩২।	২৩২-আইন/২০২২ ২৯/০৬/২০২২	কক্সবাজার জেলার আত্ততাধীন মোনাখালী এয়ার ডিফেন্স (এডি) ফায়ারিং রেঞ্জ এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
২৩৩।	২৩৩-আইন/২০২২ ২৯/০৬/২০২২	চট্টগ্রাম জেলার আত্ততাধীন সীতাকুন্ড ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
২৩৪।	২৩৪-আইন/২০২২ ২৯/০৬/২০২২	চট্টগ্রাম জেলার আত্ততাধীন দোহাজারী (হাশিমপুর) ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
২৩৫।	২৩৫-আইন/২০২২ ২৯/০৬/২০২২	চট্টগ্রাম জেলার আত্ততাধীন দোহাজারী (বড়দুয়ারা) ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ

২৩৬।	২৩৬-আইন/২০২২ ২৯/০৬/২০২২	চট্টগ্রাম জেলার আত্ততাধীন ফৌজদারহাট এবং হালিশহর এয়ার ডিফেন্স (এডি) ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
২৩৭।	২৩৭-আইন/২০২২ ২৯/০৬/২০২২	সিলেট জেলার আত্ততাধীন সিলেট ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
২৩৮।	২৩৮-আইন/২০২২ ২৯/০৬/২০২২	চট্টগ্রাম জেলার আত্ততাধীন হাটহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
২৩৯।	২৩৯-আইন/২০২২ ৩০/০৬/২০২২	বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৪ এর সংশোধন সংক্রান্ত।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
২৪০।	২৪০-আইন/২০২২ ৩০/০৬/২০২২	কক্সবাজার জেলার আত্ততাধীন নিদানীয়া ও ইনানী এয়ার ডিফেন্স (এডি) ফায়ারিং রেঞ্জ এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ
২৪১।	২৪১-আইন/২০২২ ৩০/০৬/২০২২	এস.আর.ও.নং ৫০-আইন/২০২২, তারিখ: ১৪ মার্চ, ২০২২ খ্রি. এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৪২।	২৪২-আইন/২০২২ ৩০/০৬/২০২২	এস.আর.ও.নং ৫৭-আইন/২০২২, তারিখ: ১৬ মার্চ, ২০২২ খ্রি. এর সংশোধন সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৪৩।	২৪৩-আইন/২০২২ ৩০/০৬/২০২২	হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নবম অধ্যায়

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে এ বিভাগের সহায়তায় স্বাক্ষরিত উল্লেখযোগ্য চুক্তি/MoU-সমূহের তালিকা

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ বাংলাদেশ সরকারের সাথে অন্য কোনো দেশ বা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সম্পাদিতব্য চুক্তি, সমঝোতা-স্মারক ইত্যাদি ভেটিং বা এর উপর মতামত প্রদান করে থাকে। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও কারিগরি সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে এরূপ চুক্তি বা সমঝোতা-স্মারকসমূহ স্বাক্ষরিত হয়ে থাকে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে এ বিভাগ কর্তৃক ২১৩টি চুক্তি/MoU ভেটিং করা হয়েছে। এরূপ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে ভেটিংকৃত চুক্তি/MoU এর তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	আগমনের তারিখ	প্রেরণের তারিখ
১।	ফরাসি সরকারের অর্থায়নকারী সংস্থা AFD এর Host Country Agreement (HCA) বিষয়ে উপর মতামত/ভেটিং প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০৫/০৭/২০২১	২৬/০৮/২০২১
২।	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িতব্য Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (Project-2) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নেগোসিয়েটেড ঋণচুক্তি, প্রকল্প ও অনুদানচুক্তি এবং তৎসংশ্লিষ্ট দলিলাদির বিষয়ে মতামত (vetting) প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০৫/০৭/২০২১	১৮/০৮/২০২১
৩।	South Asia Subregional Econmic Cooperation (SASEC) Dhaka-Sylhet Corridor Road Investment Project-এর নেগোসিয়েশন ঋণচুক্তির বিষয়ে ভেটিং/মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০৫/০৭/২০২১	১৮/০৭/২০২১
৪।	United Enterprise and Co. Ltd কর্তৃক BOO ভিত্তিক চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারায় ৫০০ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল LNG টার্মিনাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	০৮/০৭/২০২১	১৯/০৭/২০২২
৫।	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Bhandal Jhuri Water Supply Project Supplementary Loan শীর্ষক প্রকল্পের জন্য The Export Import Book of Korea থেকে অতিরিক্ত ৪৭.০০ মি. ডলার এর খসড়া Supplementary Loan Agreement-এর স্বাক্ষরিত ঋণচুক্তি কার্যকর করার লক্ষ্যে Legal Opinion প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১১/০৭/২০২১	১৫/০৭/২০২১
৬।	L.T.R সংক্রান্ত।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১২/০৭/২০২১	১৫/০৭/২০২১

৭।	Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises Project (PACE) শীর্ষক প্রকল্প বিষয়ে ভেটিং/মতামত প্রদান সংক্রান্ত ।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৪/০৭/২০২১	১৯/০৭/২০২১
৮।	বেসরকারি সংস্থার সাথে (MoU) সম্পাদন সংক্রান্ত।	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৫/০৭/২০২১	২৫/০৭/২০২১
৯।	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটিলাইজার প্রকল্প (জিপিইউ এফপি) শীর্ষক প্রকল্পের খসড়া Loan Agreement এর বিষয়ে মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	শিল্প মন্ত্রণালয়	১৫/০৭/২০২১	১৬/০৮/২০২১
১০।	Automatic Renewal of the Signed MoU between the Bangladesh and India on Blue Economy and Maritime Cooperation বিষয়ক চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৬/০৭/২০২১	০২/০৮/২০২১
১১।	বাংলাদেশ-ভারত বিজিবি-বিএসএফ এর মধ্যে MoU ভেটিং সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ	২৮/০৭/২০২১	০২/০৮/২০২১
১২।	PGCB Ltd. কর্তৃক Dhaka Chittagong Main Power Grid Stgrengthening Project (Matarbari Madhnaghat-Meghnaghat) শীর্ষক প্রকল্পে বিষয়ে ভেটিং প্রদান সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	০১/০৮/২০২১	০৫/০৮/২০২১
১৩।	বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার এর নাগরিকদের সার্বিক কার্যক্রম বিষয়ে GoB এবং UNHCR এর মধ্যে সম্পাদিতব্য চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	দুর্যোগ ব্যবস্থঅপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	০৪/০৮/২০২১	০৯/০৮/২০২১
১৪।	MoU Between Bangladesh and Seychellers on Cooperation in Blue Economy বিষয়ে মতামত/ভেটিং প্রদান সংক্রান্ত।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০৫/০৮/২০২১	১৬/০৯/২০২১
১৫।	United States Agency for International Development USAID, United States Forest Service (USFS) এবং বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের মধ্যে প্রস্তুতকৃত খসড়া MoU এর বিষয়ে মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১২/০৮/২০২১	
১৬।	NID ADI এর হালনাগাদ সংস্করণ ব্যবহার এবং নির্বাচন কমিশনের সাথে চুক্তিপত্র বিষয়ে মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১৬/০৮/২০২১	১৮/০৮/২০২১
১৭।	Dhaka Mass Rapid Transport MRT Line-4 শীর্ষক চুক্তি বিষয়ে ভেটিং/মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১৮/০৮/২০২১	০৯/০৯/২০২১
১৮।	L.T.R সংক্রান্ত।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৮/০৮/২০২১	২৩/০৮/২০২১
১৯।	নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে যোগদানের লক্ষ্যে	অর্থনৈতিক	১৯/০৮/২০২১	২২/০৮/২০২১

	স্বাক্ষরিতব্য Instrument of Accession এর খসড়ার বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণ সংক্রান্ত।	সম্পর্ক বিভাগ		
২০।	বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার এর নাগরিকদের ভাসানচরে অবস্থিত আশ্রয়ণ প্রকল্পে স্থানান্তর সংক্রান্ত চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	২২/০৮/২০২১	০৮/৯/২০২১
২১।	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িতব্য Irrigation Management Improvement Project Additional Financing শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নেগোসিয়েটেড ঋণচুক্তি ও প্রকল্পচুক্তি এবং তৎসংশ্লিষ্ট দলিলাদির বিষয়ে মতামত (Vetting) প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২২/০৮/২০২১	২৫/০৮/২০২১
২২।	সেতু বিভাগের আওতায় ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের খসড়া Preferential Buyers Credit চুক্তির বিষয়ে মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২৩/০৮/২০২১	২৫/০৮/২০২১
২৩।	RPCL কর্তৃক ময়মনসিংহ ৩৬০ মে.ও. ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন বিষয়ক দলিলাদির ওপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	২৪/০৮/২০২১	০৯/০৯/২০২১
২৪।	অর্থ বিভাগের আওতায় বাস্তাবায়নাধীন Sustainable Economic Recovery Program, Subprogram-1 (PBL) শীর্ষক কর্মসূচির নেগোসিয়েটেড ঋণচুক্তি ও তৎসংশ্লিষ্ঠ দলিলাদির বিষয়ে মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২৬/০৮/২০২১	০১/০৯/২০২১
২৫।	বাংলাদেশ সরকার এবং ফরাসি সরকারের অর্থায়নকারী সংস্থা Agence Francaise Development (AFD) এর মধ্যে Energy Efficiency Renewable Energy এবং Women Entrepreneurship Linked Projects শীর্ষক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য স্বাক্ষরিত ঋণচুক্তিপত্র কার্যকরকরণ সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৩১/০৮/২০২১	১৫/০৯/২০২১
২৬।	বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৩১/০৮/২০২১	০৮/০৯/২০২১
২৭।	বিজেএমসির মিল ও অন্যান্য সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার বিষয়ে নীতি নির্ধারণী কমিটি গঠন সংক্রান্ত।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৩১/০৮/২০২১	২৪/১০/২০২১

২৮।	Global Alliance for Improved Nurtition Operation Agreement চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত ।	কৃষি মন্ত্রণালয়	০১/০৯/২০২১	২১/০৯/২০২১
২৯।	বাগেরহাটের মংলায় ৫৫ মে.ও. ক্ষমতার বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (দরপত্র) দলিল ভেটিং সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	০১/০৯/২০২১	০৯/০৯/২০২১
৩০।	DOAG between the United States of America and the Government of the People's Republic of Bangladesh এর বিষয়ে মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০২/০৯/২০২১	
৩১।	পাকিস্তান হতে বিএসসির জন্য কন্টেইনার জাহাজ ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি বিষয়ে মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	০২/০৯/২০২২	২৭/০৯/২০২১
৩২।	বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি হতে আগামী ৬ বছর মেয়াদে ৪.৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন সংক্রান্তে বড় পুকুরিয়া [বাল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (BCMCL)] এর নিজস্ব অর্থায়নে সম্পাদিতব্য চতুর্থ চুক্তির জন্য ঠিকাদার হিসেবে মেসার্স KMC-CMC Consortium এর সাথে BCMCL এর অনুস্বাক্ষরিত চুক্তির বিষয়ে মতামত/ভেটিং প্রদান সংক্রান্ত।	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	০২/০৯/২০২১	
৩৩।	জাপান সরকারের Covid-19 Crisis Response Emergency Support Load Phase-2 এর খসড়া ঋণচুক্তি ও খসড়া বিনিময় নোটের বিষয়ে মতামত/ভেটিং প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০৮/০৯/২০২১	০৯/০৯/২০২১
৩৪।	বাংলাদেশ ও জার্মান সরকারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা ও MoU সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত/ভেটিং প্রদান সংক্রান্ত।	কৃষি মন্ত্রণালয়	০৯/০৯/২০২১	২৪/০৯/২০২১
৩৫।	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া দ্বীপে ১৫ মে.ও. ক্ষমতাভিত্তিক আইপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	১২/০৯/২০২১	১৯/০৯/২০২১
৩৬।	United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) ২০২২-২০২৬ স্বাক্ষরের বিষয়ে মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১২/০৯/২০২১	
৩৭।	আন্তর্জাতিক বিষয়: সিঙ্গাপুর [চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত]।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১৪/০৯/২০২১	২৩/০৯/২০২১
৩৮।	জাপান সরকারের ৪২তম ইয়েন লোন প্যাকেজ (১ম ব্যাচ) এর আওতায় ২টি প্রকল্পের খসড়া ঋণচুক্তি এবং	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৪/০৯/২০২১	২০/০৯/২০২১

	১টি বিনিময় নোটের উপর মতামত/ভেটিং প্রদান সংক্রান্ত।			
৩৯।	APRC MOR ভেটিং সংক্রান্ত।	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৫/০৯/২০২১	২২/০৯/২০২১
৪০।	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)র ঋণ সহায়তায় বাস্তবায়িতব্য Dhaka Environmentally Sustainable Water Supply Project Additional Financing প্রকল্পের নেগোসিয়েটেড ঋণচুক্তি ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য দালিলাদির ওপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৫/০৯/২০২১	২০/০৯/২০২১
৪১।	Fourth Primary Education Development Program (PEDP-4) শীর্ষক প্রকল্পের বিনিময় নোট এবং অনুদান চুক্তি এর খসড়ার ওপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৬/০৯/২০২১	২১/০৯/২০২১
৪২।	বাংলাদেশ ও লুক্সেমবার্গ এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি ভেটিং সম্পর্কিত ।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১৯/০৯/২০২১	১৩/১০/২০২১
৪৩।	L.T.R সংক্রান্ত।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৯/০৯/২০২১	২২/০৯/২০২১
৪৪।	Strengthening Inclusive Development IncHT (SIDCHT) প্রকল্পের ১ম সংশোধিত প্রকল্প দলিল স্বাক্ষরের ওপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২১/০৯/২০২১	
৪৫।	বাংলাদেশ ও ইথিওপিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে ভেটিং সংক্রান্ত।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৬/০৯/২০২১	০৬/১০/২০২১
৪৬।	Bangladesh Combodia Joint Trade Committee গঠন বিষয়ে ভেটিং সংক্রান্ত।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৮/০৯/২০২১	১০/১০/২০২১
৪৭।	হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দরে জিটুজি ভিত্তিক সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে CNS ATM (Communication Navigation and Surveillance–Air Traffic Management) সিস্টেমসহ রাডার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের চুক্তিপত্র ভেটিং সংক্রান্ত ।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	০৩/১০/২০২১	১২/১০/২০২১
৪৮।	বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার এর নাগরিকদের ভাষানচরে স্থানান্তর সংক্রান্ত আশ্রয়ণ প্রকল্পের ভেটিং সংক্রান্ত।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	০৩/১০/২০২১	০৪/১০/২০২১
৪৯।	L.T.R সংক্রান্ত।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০৫/১০/২০২১	১০/১০/২০২১

৫০।	Global Action to Prevent Smuggling of Migrants Bangladesh (GLO-Act-Bangladesh) শীর্ষক চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১১/১০/২০২১	১৪/১০/২০২১
৫১।	Draft MoU between Bangladesh and Italy ভেটিং সংক্রান্ত।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৪/১০/২০২১	২৭/১০/২০২১
৫২।	Setting up of Sheik Mujib Bangladesh Room at the FAO Headquarters শীর্ষক চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৪/১০/২০২১	২৫/১০/২০২১
৫৩।	Sustainable Economic Recovery Program (Subprogram-1) শীর্ষক প্রকল্পের খসড়া ঋণচুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৪/১০/২০২১	১৮/১০/২০২১
৫৪।	Loan Number 4108-BAN: South Asia Subregional Economic Cooperation Dhaka-Sylhet Corridor Road Investment Project Tranche-1 শীর্ষক ঋণচুক্তির বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদান সংক্রান্ত ।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৪/১০/২০২১	১৮/১০/২০২১
৫৫।	অর্থ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন BAN (54336-001) Supporting Post Covid-19 Small Scale Employment Creating শীর্ষক প্রকল্পের নেগোসিয়েটড ঋণচুক্তি, প্রকল্প চুক্তি এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিলাদির উপর মতামত গ্রহণ সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৭/১০/২০২১	১৯/১০/২০২১
৫৬।	খাদ্য নিরাপত্তা (GIFS) চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৭/১০/২০২১	৩১/১০/২০২১
৫৭।	পিপিপি'র আওতায় বাস্তবায়িতব্য 'অবসর নিবাস' প্রকল্প দলিল ভেটিং সংক্রান্ত।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৭/১০/২০২১	২৮/১০/২০২১
৫৮।	বেসরকারি সংস্থার সাথে MoU সম্পাদন সংক্রান্ত বিষয়ে ভেটিং সংক্রান্ত।	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৮/১০/২০২১	০৪/১১/২০২১
৫৯।	ফরাসি সরকারের অর্থায়নকারী সংস্থা Agence Francaisede Development (AFD) এর Host Country Agreement এর বিষয়ে মতামত/ভেটিং প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৯/১০/২০২১	
৬০।	বাংলাদেশ-ব্রুনাই দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল বিষয়ক চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	২৪/১০/২০২১	১০/১১/২০২১
৬১।	L.T.R সংক্রান্ত।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৫/১০/২০২১	৩১/১০/২০২১

৬২।	বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে দ্বৈত করারোপন পরিহার বিষয়ক চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	২৫/১০/২০২১	
৬৩।	ফরাসি সরকারের অর্থায়নকারী সংস্থা Agence Francaisede Development (AFD) এর আর্থিক সহায়তায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য Vaccination and Health Sector Budget Support শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে AFD প্রস্তাবিত ২০০ মিলিয়ন ইউরো বাজেট সাপোর্ট গ্রহণ সংক্রান্ত খসড়া Credit Facility Agreement (CFA) ভেটিং সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২৫/১০/২০২১	২৬/১০/২০২১
৬৪।	Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) Project শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়ন চুক্তির বিষয়ে মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২৬/১০/২০২১	২৭/১০/২০২১
৬৫।	Vetting on the final negotiated draft of BIMSTEC Charter সংক্রান্ত।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৬/১০/২০২১	২৭/১০/২০২১
৬৬।	Higher Education and Leadership Development for Sustainable Textiles in Bangladesh (HELD) শীর্ষক চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৩১/১০/২০২১	
৬৭।	Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd. এর অনুকূলে স্ট্যাম্প ডিউটি মওকুফ সংক্রান্ত চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	০১/১১/২০২১	
৬৮।	রাশিয়ার সাথে Co-operative in combating বিষয়ক MoU ভেটিং সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ	০৩/১১/২০২১	১৪/১১/২০২১
৬৯।	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প (জিপিইউ এফপি) শীর্ষক প্রকল্পের খসড়া Loan Agreement ভেটিং সংক্রান্ত।	শিল্প মন্ত্রণালয়	০৪/১১/২০২১	২১/১১/২০২১
৭০।	Improved Coordination of International Climate Finance (ICICF) বিষয়ক চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০৭/১১/২০২১	
৭১।	Symbior Solar Siam and Holland Construction কর্তৃক মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলায় ১০ মে.ও. ক্ষমতার সোলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন বিষয়ক চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	০৯/১১/২০২১	২১/১১/২০২১
৭২।	Partnership for a Tolerant, Inclusion	অর্থনৈতিক	১০/১১/২০২১	২১/১১/২০২১

	Bangladesh Phase-2 শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প দলিল স্বাক্ষরের ওপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	সম্পর্ক বিভাগ		
৭৩।	বাংলাদেশ ও মালিয়েশিয়ার মাধ্যে সামরিক প্রযুক্তিগত সহযোগিতাবিষয়ক সমঝোতা-স্মারক বিষয়ে মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১১/১১/২০২১	২৩/১১/২০২১
৭৪।	বাংলাদেশ ও রুয়ান্ডার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১৪/১১/২০২১	
৭৫।	বাংলাদেশ সরকার ও ওমান সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১৪/১১/২০২১	২২/১১/২০২১
৭৬।	Visa Waiver Agreement between Bangladesh and Peru for Diplamatic Special and Service Passport Holder বিষয়ক চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১৪/১১/২০২১	২২/১১/২০২১
৭৭।	হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসহ বিদ্যুতায়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Design Supply, Erection, Installation Testing and Commissioning of 33kv Submarine Cable ------ (Package: GD-2) এর ক্রয় প্রস্তাব ভেটিং সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	১৫/১১/২০২১	২৮/১১/২০২১
৭৮।	বাংলাদেশ পুলিশের জন্য G2G পদ্ধতিতে রাশিয়া হতে Mi-17A2 মডেলের ২টি হেলিকপ্টার ক্রয় সংক্রান্ত খসড়া (JSC Russian Helicopter) চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ	১৫/১১/২০২১	১৭/১১/২০২১
৭৯।	L.T.R সংক্রান্ত।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৬/১১/২০২১	২১/১১/২০২১
৮০।	Construction of Kewatkhali Bridge at Mymensingh Prefect শীর্ষক প্রকল্পের স্বাক্ষরিত ঋণচুক্তির বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৭/১১/২০২১	২১/১১/২০২১
৮১।	Sustainable Economic Recovery Program (Subprogram-1) শীর্ষক কর্মসূচির জন্য স্বাক্ষরিত ঋণচুক্তির উপর আইনগত মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৭/১১/২০২১	২১/১১/২০২১
৮২।	চীন সরকারের আর্থিক সহায়তায় সেতু বিভাগের অধীন ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার এবং চীন	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২৩/১১/২০২১	

	এক্সিম ব্যাংকের মধ্যে গত ২৬ অক্টোবর ২০২১ খ্রি. তারিখে স্বাক্ষরিত Preferential Buyer Credit চুক্তির Appendix-6 এর Format অনুযায়ী প্রদত্ত Legal Opinion ভেটিং সংক্রান্ত।			
৮৩।	পিজিসিবিএল এর আওতাধীন "Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of 230kv and 132kv Transmission Lines on Turnkey Basis (Package-4)" কাজের বিপরীতে ভেটিং/ মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	২৪/১১/২০২১	
৮৪।	J.SC Russion Halicaptor Police-04 সংক্রান্ত চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ	২৮/১১/২০২১	০২/১২/২০২১
৮৫।	বাংলাদেশ ও বেলারুশের মধ্যে সাংকৃতিক সহযোগিতা চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৯/১১/২০২১	০৮/১২/২০২১
৮৬।	Climate Change Adapted Drinking Water Resources Management, Dhaka Water Treatment Plant Project Phase-III (Saidabad WTP Phase-III) ঋণচুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০২/১২/২০২১	১৩/১২/২০২১
৮৭।	বাংলাদেশ সরকার এবং ফরাসি সরকারের অর্থায়নকারী সংস্থা Agence Francaise de Development (AFD) এর মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য Vaccination and Health Sector Budget Support শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০০ মিলিয়ন ইউরো বাজেট সাপোর্ট ঋণ গ্রহণ বিষয়ে Credit Faicility Agreement (CFA) শীর্ষক স্বাক্ষরিত ঋণচুক্তিপত্র কার্যকরকরণ সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০২/১২/২০২১	০৮/১২/২০২১
৮৮।	বাংলাদেশ সরকর এবং ফরাসি সরকারে অর্থায়নকারী সংস্থা Agence Francaise de Development (AFD) এর মধ্যে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Dhaka Envirnomentally Sustainable Water Supply Project (DESWSP) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত ১৩০ মিলিয়ন ইউরো ঋণ গ্রহণ বিষয়ে Credit Facility Agreement (CFA) শীর্ষক স্বাক্ষরিত ঋণ চুক্তিপত্র কার্যকরকরণ সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০২/১২/২০২১	০৮/১২/২০২১

৮৯।	দক্ষিণ কোরীয় Economic Development Cooperation Fund (EDCF) এর ১০০.০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তায় অর্থ বিভাগের প্রস্তাবিত EDCF Loan for Program Loan for Sustainable Economic Recovery Program Subprogram-1 শীর্ষক প্রোগ্রামের ঋণচুক্তির উপর ভেটিং গ্রহণ সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০৫/১২/২০২১	০৭/১২/২০২১
৯০।	জিটুজি ভিত্তিতে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য বেজা ও Bangladesh SEZ Ltd. এর সাথে স্বাক্ষরিতব্য Development Agreement ভেটিং সংক্রান্ত।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০৫/১২/২০২১	০৮/১২/২০২১
৯১।	পিজিসিবি লিঃ এর আওতাধীন Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning Anowara-Ananda Bazar (New Mooring) 400kv Double Circuit Overhead Transmission Lines (Package-1) কাজের বিপরীতে ভেটিং/মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	০৬/১২/২০২১	১৩/১২/২০২১
৯২।	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, ময়মনসিংহ জোন শীর্ষক প্রকল্পের Procurement of Design, Supply, Erection, Installation, Testing and Commissioning of 06 nos. New 33/11kv, ix10/3.33MVA Sub-station including civil works and other related works on Turnkey Basis under Power Distribution System Development Project, Mymensingh Zone (Package: GD-1, Lot-2) টার্নকী ক্রয়চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	৭/১২/২০২১	১২/১২/২০২১
৯৩।	বুলগেরিয়া হতে জিটুজি ভিত্তিতে গম আমদানি সংক্রান্ত ক্রয়চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	খাদ্য মন্ত্রণালয়	০৭/১২/২০২১	০৯/১২/২০২১
৯৪।	বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে সম্পাদিত সামরিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সহযোগিতা চুক্তির নোটিফিকেশন জারি সংক্রান্ত।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	০৮/১২/২০২১	১০/০১/২০২২
৯৫।	অর্থ বিভাগের আওতাধীন Supporting Post-Covid-19 Small-Scale Employment Creation Project শীর্ষক প্রকল্পের স্বাক্ষরিত ঋণচুক্তি ও প্রকল্পচুক্তির উপর Legal Opinion গ্রহণ সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০৮/১২/২০২১	১৩/১২/২০২১

৯৬।	Technical Cooperation 2021 সংক্রান্ত চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০৮/১২/২০২১	১৩/১২/২০২১
৯৭।	পিজিসিবি লিঃ এর আওতাধীন Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Bogura-Kaliakoir 400kv Double Circuit Transmission Line on Turnkey Basis (Package-1, Lot-2) কাজের বিপরীতে ভেটিং/মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	০৮/১২/২০২১	১৩/১২/২০২১
৯৮।	জাপান সরকারের Covid-19 Crisis Response Emergency Support Loan Phase-2 (BD-C22) বিষয়ক চুক্তির উপর legal opinion প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০৯/১২/২০২১	১৩/১২/২০২১
৯৯।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক প্রস্তাবিত Integrated Community Based Center for Children and Protection and Swim Safe Facilities Project (1st phase) শীর্ষক প্রকল্পের Memorandum of Agreement (MoA) চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে মতামত গ্রহণ সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০৯/১২/২০২১	২৩/১২/২০২১
১০০।	Extradition Treaty/Agreement TSP/Sop সংক্রান্ত চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০৯/১২/২০২১	১৩/১২/২০২১
১০১।	L.T.R সংক্রান্ত।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১২/১২/২০২১	১৫/১২/২০২১
১০২।	L.T.R সংক্রান্ত।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১২/১২/২০২১	১৫/১২/২০২১
১০৩।	বাংলাদেশ ও কানাডার মধ্যে বিমান চলাচল সংক্রান্ত চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১২/১২/২০২১	২৬/১২/২০২১
১০৪।	বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে স্বাক্ষরিতব্য MoU ভেটিং সংক্রান্ত।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১৩/১২/২০২১	১৪/১২/২০২১
১০৫।	পিজিসিবিএল এর আওতাধীন Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Barapukuria-Bogura 400kv Double Circuit Transmission Line on Turnkey Basis (Pakage-1, Lot-1) কাজের বিপরীতে ভেটিং প্রদান সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	১৪/১২/২০২১	২৩/১২/২০২১

১০৬।	বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে দ্বৈত করারোপ পরিহার চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১৪/১২/২০২১	
১০৭।	বাবিউবো'র আওতাধীন ঘোড়াশাল ৪র্থ ইউনিট রি-পাওয়ারিং সিসিপিপি এর Gas Turbine (GT) এবং Gas Turbine Greneratar (GTG) অংশের LTSA এর মাধ্যমে DPM পদ্ধতিতে Scheduled Maintenance (2HGPI and 1MI) কাজের ক্রয় প্রস্তাব সংক্রান্ত চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	১৫/১২/২০২১	২৬/১২/২০২১
১০৮।	Bangladesh Police Staff College এবং Cambridge University এর মধ্যে স্বাক্ষরিতব্য (MoU) ভেটিং সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ	১৫/১২/২০২১	২৩/১২/২০২১
১০৯।	বাংলাদেশ-মিশর কৃষিক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৯/১২/২০২১	০৩/০১/২০২২
১১০।	বেসরকারিখাতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৬ মে.ও. বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	২০/১২/২০২১	০২/০১/২০২২
১১১।	Electricity Distribution Modernization Program (CDMP) এর অনুকূলে প্রস্তাবিত ৫০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিশ্ব ব্যাংক IDA-19 Scale Up Window (SUW) তহবিল ঋণ সহায়তা এবং Clean Technology Fund হতে ১৫.০০ পনের মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুমোদনের খসড়া ঋণচুক্তি ও অনুদান চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২০/১২/২০২১	২৯/১২/২০২১
১১২।	জাপান সরকারের ৪২তম ওডিএ লোন প্যাকেজ (১ম ব্যাচ) এর অন্তর্ভুক্ত ২টি বিনিয়োগ প্রকল্পের বিষয়ে Legal Opnion প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২০/১২/২০২১	২৩/১২/২০২১
১১৩।	Bangladesh Covid-19 Public Health বিষয়ক চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২৩/১২/২০২১	২৬/১২/২০২১
১১৪।	অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য EDCF Program Loan For Covid-19 Emergency Response Program (BGD-27) শীর্ষক প্রোগ্রামের জন্য ৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের মধ্যে Export Import Bank (Government Agency for the EDCF)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত ঋণচুক্তি কার্যকর করার লক্ষ্যে Legal Opinion	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২৩/১২/২০২১	২৬/১২/২০২১

	গ্রহণ সংক্রান্ত ।			
১১৫।	L.T.R সংক্রান্ত।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৬/১২/২০২১	২৯/১২/২০২১
১১৬।	Climate Change Adapted Drinking Water Resources Management, Dhaka Water Treatment Plant Project Phase-III (Saidabad WTP Phase-III) সংক্রান্ত চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২৯/১২/২০২১	০৯/০১/২০২২
১১৭।	আন্তর্জাতিক বিষয়: আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া বিষয়ক চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	০৩/০১/২০২২	০২/০২/২০২২
১১৮।	আন্তর্জাতিক দরপত্র/কোটেশনের মাধ্যমে চাল/গম আমদানির চুক্তি সংশোধন সংক্রান্ত।	খাদ্য মন্ত্রণালয়	০৪/০১/২০২২	০৭/০২/২০২২
১১৯।	বাবিউবো'র আওতাধীন ঘোড়াশাল ৪র্থ ইউনিটের পাওয়ারিং সিসিপিপি এর Gas Turbine (GT) এবং Gas Turbine Generatar (GTG) অংশের LTSA এর মাধ্যমে DPM পদ্ধতিতে Scheduled Maintenance (2HGPI and 1MI) কাজের ক্রয় প্রস্তাব সংক্রান্ত চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	০৬/০১/২২	২৬/০১/২০২২
১২০।	বাবিউবো'র আওতাধীন শিকলবাহা ২২৫ মে.ও. ডুয়েল ফুয়েল কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Gas Turbine (GT) এর Hot Gas Path Inspection (HGPI) কাজ সম্পাদনের ক্রয় প্রস্তাব ভেটিং সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	০৬/০১/২২	২৩/০১/২০২২
১২১।	OPEC Fund for International Development (OFID) কর্তৃক Sustaniable Economic Recovery Programme (SERP) বাজেট সপোর্ট হিসাবে ৭৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তার বিষয়ে ভেটিং প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০৯/০১/২০২২	১০/০১/২০২২
১২২।	Irrigation Management Improvement Project শীর্ষক প্রকল্পের জন্য Additional Financing হিসাবে এডিবি থেকে ঋণ সহায়তা গ্রহণের লক্ষ্যে ঋণচুক্তি ও প্রকল্প চুক্তির বিষয়ে Legal Opnion প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১১/০১/২০২২	১৬/০১/২০২২
১২৩।	Government of the People's Republic of Bangladesh and the Republic of Serbia on the Abolition of Visa for Holder of Diplomatic and Official Passports বিষয়ক	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১২/০১/২০২২	২৬/০১/২০২২

	চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।			
১২৪।	বিসিপিসিএল কর্তৃক পায়রা-গোপালগঞ্জ আমিনবাজার ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন (দ্বিতীয় ফেইজ) নির্মাণ চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	১৬/০১/২০২২	৩০/০১/২০২২
১২৫।	কোভিট-১৯ প্রতিরোধী ভ্যাকসিন উৎপাদনের লক্ষ্যে Dyadic International Inc. USA এবং Essential Drugs Company Limited Bangladesh এর সহিত MoU স্বাক্ষরের অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১৮/০১/২০২২	৩০/০১/২০২২
১২৬।	Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়ন চুক্তির উপর আইনগত মতামত গ্রহণ সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৮/০১/২০২২	২৬/০১/২০২২
১২৭।	Bangladesh Covid-19 Public Health শীর্ষক চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৯/০১/২০২২	২৩/০১/২০২২
১২৮।	L.T.R সংক্রান্ত।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২০/০১/২০২২	৩০/০১/২০২২
১২৯।	Urban Climate Resilient Infrastructure Porject (UCRIP) সংক্রান্ত চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২০/০১/২০২২	০৬/০২/২০২২
১৩০।	জাতিসংঘ মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য জরুরি প্রয়োজনে 46x armoured personnel carriers ---------- (G2G) চুক্তির মাধ্যমে ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে তুরস্ক হতে ক্রয়ের খসড়া চুক্তিপত্রের বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	২০/০১/২০২২	
১৩১।	Inclusive and Integrated Sanitation and Hygiene Project in 10 Priority Towns in Bangladesh শীর্ষক চুক্তির বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২৩/০১/২০২২	৩০/০১/২০২২
১৩২।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পত্রের উপর মতামত গ্রহণ সংক্রান্ত।	খাদ্য মন্ত্রণালয়	২৪/০১/২০২২	২৬/০১/২০২২
১৩৩।	বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণ সংক্রান্ত চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	২৬/০১/২০২২	৩০/০১/২০২২
১৩৪।	বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের Joint Stock Company, Glavkosmos এর মধ্যকার খসড়া MoU ভেটিং	ডাক ও টেলিযোগাযোগ	২৬/০১/২০২২	৩০/০১/২০২২

	সংক্রান্ত।	বিভাগ		
১৩৫।	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও Land O Lakes Ventures 37 এর মধ্যে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা সংক্রান্ত MoU ভেটিং সংক্রান্ত।	খাদ্য মন্ত্রণালয়	২৭/০১/২০২২	০৮/০২/২০২২
১৩৬।	Local Government Covid-19 Response and Revoery Project (LG CRRP) শীর্ষক প্রকল্প বিষয়ে নেগোসিয়েশনকৃত দলিলাদির উপর ভেটিং সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০১/০২/২০২২	০৭/০২/২০২২
১৩৭।	Enhancing Digital Government and Economy (EDGE) শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়ন চুক্তির উপর আইনগত মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০১/০২/২০২২	০৬/০২/২০২২
১৩৮।	বাংলাদেশ এবং তুরস্কের মধ্যে সম্পাদিত সামরিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সহযোগিতা চুক্তির নোটিফিকেশন জারি সংক্রান্ত।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	০১/০২/২০২২	০৭/০২/২০২২
১৩৯।	বাংলাদেশ ও পর্তুগালের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর সংক্রান্ত।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০২/০২/২০২২	২৩/০২/২০২২
১৪০।	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশন অধিদপ্তরের আওতায় City Wide Inclusive Sanitation (CWIS) ------ এর মধ্যে একটি MoU সম্পাদনের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামত গ্রহণ সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০৩/০২/২০২২	১০/০২/২০২২
১৪১।	বাংলাদেশ ও বেলজিয়ামের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	০৮/০২/২০২২	২২/০২/২০২২
১৪২।	ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের Supplementary Contract ভেটিং সংক্রান্ত।	সেতু বিভাগ	০৯/০২/২০২২	১০/০২/২০২২
১৪৩।	L.T. R সংক্রান্ত।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৪/০২/২০২২	২০/০২/২০২২
১৪৪।	Sustainable Economic Recovery Programme (SERP) এর আওতায় OPEC Fund for International Development (OFID) এর সঙ্গে স্বাক্ষরিত ঋণচুক্তির উপর Legal Opinion প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৬/০২/২০২২	১৭/০২/২০২২

১৪৫।	NID API এর হালনাগাদ সংরক্ষণ (REST টাইপ) ব্যবহার এর জন্য নির্বাচন কমিশনের সাথে চুক্তিপত্র ভেটিং সংক্রান্ত।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১৬/০২/২০২২	০৫/০৫/২০২২
১৪৬।	বাংলাদেশ ও লুক্সেমবার্গ এর মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি ভেটিং সম্পর্কিত ।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	২০/০২/২০২২	২২/০২/২০২২
১৪৭।	বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য জরুরি প্রয়োজনে --- চুক্তির মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে তুরস্ক হতে ক্রয়ের খসড়া চুক্তিপত্রের বিষয়ে মতামত গ্রহণ সংক্রান্ত।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	২৩/০২/২০২২	০৩/০৩/২০২২
১৪৮।	Inclusive and Integrated Sanitation and Hygiene Project in 10 Priority Towns in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পে অর্থায়নের নিমিত্ত ৫৬.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের স্বাক্ষরিত Framework Agreement এবং Agency Agreement এর উপর আইনগত মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০১/০৩/২০২২	০৬/০৩/২০২২
১৪৯।	IDCOL Multi-on Lending Facility Project শীর্ষক প্রকল্পের খসড়া ঋণচুক্তির উপর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামত গ্রহণ সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০২/০৩/২০২২	০৮/০৩/২০২২
১৫০।	জাপান সরকারের ৪২তম ইয়েন লোন প্যাকেজ (২য় ব্যাচ) এর আওতায় Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (V) শীর্ষক প্রকল্পের খসড়া চুক্তির বিনিময় নোটের উপর আইনগত মতামত গ্রহণ সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০৬/০৩/২০২২	০৮/০৩/২০২২
১৫১।	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও Land O Lakes Ventures 37 এর মধ্যে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা সংক্রান্ত MoU চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	খাদ্য মন্ত্রণালয়	০৬/০৩/২০২২	১৫/০৩/২০২২
১৫২।	MoU with UAE on Cooperation in Combating Human Trafficking ভেটিং সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ	০৭/০৩/২০২২	০৮/০৩/২০২২
১৫৩।	কপিরাইট অফিস সংশ্লিষ্ট বিবিধ নথি ভেটিং সংক্রান্ত।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০৯/০৩/২০২২	১১/০৪/২০২২

১৫৪।	Barisal Electic Power Company Limited এর অনুকূলে স্ট্যাম্প ডিউটি মওকুফ সংক্রান্ত ।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	১০/০৩/২০২২	১৫/০৩/২০২২
১৫৫।	বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর বিরূপ অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্বব্যাংক হতে ২৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার Bangladesh First Recovery and Resilience ---------Financing Agreement এবং Negotiated Meeting Minutes এর উপর আইনগত মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৪/০৩/২০২২	২০/০৩/২০২২
১৫৬।	বাংলাদেশ-চীন কৃষি বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা-স্মারক ভেটিং সংক্রান্ত।	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৪/০৩/২০২২	৩০/০৩/২০২২
১৫৭।	Pesticide Risk Reduction in Bangladesh শীর্ষক চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৪/০৩/২০২২	০৫/০৪/২০২২
১৫৮।	L.T.R সংক্রান্ত।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৫/০৩/২০২২	৩০/০৩/২০২২
১৫৯।	বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য MtRS Type-b তুরস্ক হতে G2G চুক্তির মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থ-বছরে ক্রয়ের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১৬/০৩/২০২২	২৪/০৩/২০২২
১৬০।	Request for the Answers to the Legal Questionnaire for Candidate Project under 43rd Japanese ODA Loan Package for Bangladesh সংক্রান্ত চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৬/০৩/২০২২	৩০/০৩/২০২২
১৬১।	বাংলাদেশ এবং USA এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৬/০৩/২০২২	১৮/০৪/২০২২
১৬২।	Dhaka Environmentally Sustainable Water Supply Project Additional Financing শীর্ষক প্রকল্পের জন্য এডিবি থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণের লক্ষ্যে অনুদান চুক্তি ও প্রকল্প চুক্তির উপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২০/০৩/২০২২	৩০/০৩/২০২২
১৬৩।	Flood and River Bank Erosion Risk Management Investment Program (Project-2) শীর্ষক প্রকল্পের জন্য এডিবি ঋণ সহায়তা গ্রহণের লক্ষ্যে ঋণচুক্তি, অনুদান চুক্তি ও প্রকল্প চুক্তির উপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২০/০৩/২০২২	৩০/০৩/২০২২
১৬৪।	বাংলাদেশ ও পর্তুগালের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর সংক্রান্ত।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২০/০৩/২০২২	৩০/০৩/২০২২

১৬৫।	বাংলাদেশ সরকার ও ওমান সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	২০/০৩/২০২২	
১৬৬।	বাংলাদেশ ও মেক্সিকোর মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা-স্মারক ভেটিং সংক্রান্ত।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৪/০৩/২০২২	
১৬৭।	Agreement between Bangladesh and Japan on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters শীর্ষক চুক্তির খসড়া অনুমোদন সংক্রান্ত।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	২৮/০৩/২০২২	১২/০৪/২০২২
১৬৮।	Standard Operating Procedure (SOP) ভেটিং সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ	১০/০৪/২০২২	২১/০৪/২০২২
১৬৯।	আন্তর্জাতিক বিষয়ক: আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া (খন্ড-০২) বিষয়ক চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১৯/০৪/২০২২	
১৭০।	L.T.R সংক্রান্ত।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২০/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২
১৭১।	Bangladesh First Recovery and Resilience Development Policy Credit (DPCI) শীর্ষক প্রোগ্রামের ঋণচুক্তির উপর আইনগত মতামত গ্রহণ সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২০/০৪/২০২২	২১/০৪/২০২২
১৭২।	The Global Alliance for Trade Facilitation (Alliance) (GARF) এর প্রস্তাবিত Digitaization of Border Procedures at Bhomra Land Part শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে CHF ১,০৫০,০০০ সুইস ফ্রাঙ্ক অনুদান উন্নয়ন সহযোগিতা গ্রহণ বিষয়ে সমঝোতা-স্মারকের উপর আইনগত মতামত গ্রহণ সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২০/০৪/২০২২	২১/০৪/২০২২
১৭৩।	বিভিন্ন দেশের সাথে চুক্তি সমঝোতা-স্মারক (রাশিয়া) স্বাক্ষর/মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	২১/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২
১৭৪।	L.T.R সংক্রান্ত।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৪/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২
১৭৫।	বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্ত নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যসামগ্রী---------- তুরস্ক হতে ক্রয়ের লক্ষ্যে খসড়া চুক্তিপত্রের উপর আইনগত মতামত গ্রহণ সংক্রান্ত।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	২৪/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২

১৭৬।	দেশের কারাগারসমূহে আটক কারাবন্দিদের সাথে তাদের আত্মীয়স্বজনদের ভিডিওকল বিষয়ক চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	২৪/০৪/২০২২	২৩/০৬/২০২২
১৭৭।	বাংলাদেশ সরকার ও কাতার সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারী ভিসা অব্যাহতি চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	২৭/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২
১৭৮।	Forwarding of the Bangladesh Text of Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Act, 2021 to Legislative Division for Further Actions সংক্রান্ত।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৭/০৪/২০২২	২০/০৯/২০২২
১৭৯।	অর্থ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নধীন Strengthening Social Resilience Program Subprogram-2 শীর্ষক প্রকল্পের নেগোসিয়েটেড ঋণ চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০৫/০৫/২০২২	১৬/০৫/২০২২
১৮০।	বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তানের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর সংক্রান্ত।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০৯/০৫/২০২২	২২/০৫/২০২২
১৮১।	পদ্মা বহুমুখি সেতু নির্মাণ প্রকল্প সংক্রান্ত।	সেতু বিভাগ	০৯/০৫/২০২২	১৬/০৫/২০২২
১৮২।	SASEC Integrated Trade Facilitation Sector Development Progress শীর্ষক কর্মসূচির নেগোসিয়েটেড ঋণচুক্তি, প্রকল্প চুক্তি এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিলাদির ওপর মতামত গ্রহণ সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১০/০৫/২০২২	১৬/০৫/২০২২
১৮৩।	জাপান সরকারের ৪২তম ওডিএ লোন প্যাকেজ Dhaka Mass Transit Development Project (V) শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে Legal Opinion প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১২/০৫/২০২২	১৯/০৫/২০২২
১৮৪।	বাংলাদেশ ও কাতার সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা অব্যাহতি চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১৬/০৫/২০২২	২২/০৫/২০২২
১৮৫।	বাংলাদেশ ও ইরাকের মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা অব্যাহতি চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১৬/০৫/২০২২	৩১/০৫/২০২২
১৮৬।	ফরাসি সরকারের অর্থায়নকারী সংস্থা Agence Francaise de Development (AFD) এর আর্থিক সহায়তা স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন Institute of Epidemiology Diseases	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৯/০৫/২০২২	২৬/০৫/২০২২

	Control and Research (IEDCR) কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য Health Budget Support FDXTE (Fund for Technical Expertise and Experience Transfers) সংক্রান্ত ৬৬০.০০০.০০ ইউরো অর্থায়ন সংবলিত উন্নয়ন সহায়তা খসড়া চুক্তি Grant Facility Agreement (GFA) এর উপর আইনগত মতামত প্রদান সংক্রান্ত।			
১৮৭।	L.T.R সংক্রান্ত।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৯/০৫/২০২২	২৬/০৫/২০২২
১৮৮।	সার্বিয়া প্রজতন্ত্র সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষর সংক্রান্ত।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২২/০৫/২০২২	২৬/০৫/২০২২
১৮৯।	বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য যুক্তরাজ্যের রাজকীয় নৌবাহিনী (ROYAL NAVY) হতে ০২টি OFF THE SHELF MINE COUNTER MEASURE VESSEL (MCMV) G-2-G প্রক্রিয়ায় ক্রয়ের লক্ষ্যে চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে খসড়া চুক্তির উপর মতামত গ্রহণ সংক্রান্ত।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	২৩/০৫/২০২২	২৬/০৫/২০২২
১৯০।	আন্তজার্তিক বিষয়ক: সিঙ্গাপুর সংক্রান্ত।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	২৪/০৫/২০২২	০৭/০৬/২০২২
১৯১।	MUFG কর্তৃক প্রস্তাবিত Green Guarantee Company (GGC) শীর্ষক প্রকল্পের জন্য Green Climate Fund থেকে অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত No Objection Letter (NOL) প্রদানের বিষয়ে মতামত গ্রহণ সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২৪/০৫/২০২২	১৫/০৬/২০২২
১৯২।	Additional Financing for Quality Learning for All Program under the Fourth Primary Education Development Program এর অনুকূলে বিশ্বব্যাংক GPE Trust Fund হতে ৫৩.৫২৫ মিলিয়ন ইউ.এস ডলার অর্থ সহায়তার চূড়ান্ত খসড়া চুক্তি বিষয়ে ভেটিং প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২৫/০৫/২০২২	৩১/০৫/২০২২
১৯৩।	বাংলাদেশ পুলিশের জন্য G-2-G পদ্ধতিতে রাশিয়া হতে Mi 171A2 মডেলের ২টি হেলিকপ্টার ক্রয় চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	জননিরাপত্তা বিভাগ	২৫/০৫/২০২২	৩০/০৫/২০২২
১৯৪।	Promoting Justice for All for a More Inclusive and Effective Justice System Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২৯/০৫/২০২২	০৭/০৬/২০২২

১৯৫।	বাংলাদেশ ও ইতালী অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৩১/০৫/২০২২	০৭/০৬/২০২২
১৯৬।	The Project for Improvement of Equipment for Technical Education শীর্ষক প্রকল্পের Exchange of notes (EN) Note Verbales on Tax Issues এবং Grant Agreement (GA) এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৩১/০৫/২০২২	০৭/০৬/২০২২
১৯৭।	জাপান সরকারের ৪৩তম ইয়েন লোন প্যাকেজ (১ম ব্যাচ) এর আওতায় Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5 Northern Route –II) এবং Southern Chattogram Regional Development Project শীর্ষক প্রকল্প দুটির খসড়া ঋণচুক্তি এবং বিনিময় নোটের ওপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০২/০৬/২০২২	০৭/০৬/২০২২
১৯৮।	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিপি)'র অনুদানে বাস্তবায়িতব্য Emergency Assistance Project, Additional Financing প্রকল্পের নেগোসিয়েটেড ঋণচুক্তি, অনুদান চুক্তি ও তৎসংশ্লিষ্ট দলিলাদির ওপর ভেটিং প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০৬/০৬/২০২২	১২/০৬/২০২২
১৯৯।	GMR, India এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানি বিষয়ক চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	০৯/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২
২০০।	Resilient Infrastructure for Adaptation and Vulnerability Reduction (RIVER) Project শীর্ষক প্রকল্প বিষয়ে নেগোসিয়েশনকৃত দলিলাদির ওপর ভেটিং সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১২/০৬/২০২২	১৬/০৬/২০২২
২০১।	বেসরকারি/বিদেশি সংস্থার সাথে MoU সম্পাদন সংক্রান্ত।	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৩/০৬/২০২২	২৯/০৬/২০২২
২০২।	বিভিন্ন প্রকল্প চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	১৫/০৬/২০২২	০৩/০৭/২০২২
২০৩।	বিভিন্ন প্রকল্প চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	১৫/০৬/২০২২	২৬/০৬/২০২২
২০৪।	অর্থ বিভাগের আওতাধীন Strengthening Social Resilience Program, Subprogram 2 (Policy Based Loan) শীর্ষক কর্মসূচির স্বাক্ষরিত ঋণচুক্তির ওপর মতামত গ্রহণ সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৫/০৬/২০২২	১৯/০৬/২০২২

২০৫।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য South Asia Sub-regional Economic Cooperation Integrated Trade Facilitation Sector Development Program শীর্ষক কর্মসূচির স্বাক্ষরিত ঋণচুক্তি ও প্রকল্প চুক্তির উপর Legal Opinion গ্রহণ সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৬/০৬/২০২২	১৯/০৬/২০২২
২০৬।	বাবিউবো'র আওতাধীন ঘোড়াশাল ৪র্থ ইউনিট রি পাওয়ারিং সিসিপিপি এর Gas Turbine (GT) এবং Gas Turbine Generator (GTG) অংশের LTSA এর মাধ্যমে DPM পদ্ধতিতে Maintenance Service ক্রয়ের প্রস্তাব ভেটিং সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	২১/০৬/২০২২	২৯/০৬/২০২২
২০৭।	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বাবিউবো)'র আওতাধীন বিবিয়ানা-III ৪০০ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Gas Turbine (GT) এবং Gas Turbine Generator (GTG) অংশের Long Term Service Agreement (LTSA) এর আওতায় খুচরা যন্ত্রাংশ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সেবা ক্রয় প্রস্তাব ভেটিং সংক্রান্ত।	বিদ্যুৎ বিভাগ	২১/০৬/২০২২	২৯/০৬/২০২২
২০৮।	বাংলাদেশ ও ইন্দোনোশিয়া অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	২১/০৬/২০২২	২৯/০৬/২০২২
২০৯।	বাংলাদেশ ও গ্রীসের মধ্যে সমঝোতা-স্মারক ভেটিং সংক্রান্ত।	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২১/০৬/২০২২	২৩/০৬/২০২২
২১০।	শেভরন কর্তৃক ১২ নম্বর ব্লকে অবস্থিত বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের North Flank Area-তে সম্ভাব্য বিজার্ভ যাচাইয়ে উন্নয়ন কুপে খননের লক্ষ্যে বর্তমান Production Area সংলগ্ন পেট্রোবাংলার আওতাভুক্ত ৬০.১২ বর্গ কিঃমিঃ এলাকা শেভরনের আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা ও শেভরনের মধ্যে সম্পাদিতব্য Draft Supplement Argeement (DSA) এর উপর ভেটিং প্রদান সংক্রান্ত।	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	২৩/০৬/২০২২	২৯/০৬/২০২২

২১১।	L.T.R সংক্রান্ত।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৩/০৬/২০২২	২৮/০৬/২০২২
২১২।	Exemption of Visa Requirement for Holders of Diplomatic or Sevice Passport between Bangladesh and Brazil সংক্রান্ত চুক্তি ভেটিং সংক্রান্ত।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	২৩/০৬/২০২২	২৭/০৬/২০২২
২১৩।	রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় বিএসরডিসির মাধ্যমে কানাডা হইতে MOP সার আমদানি সংক্রান্ত।	কৃষি মন্ত্রণালয়	২৮/০৬/২০২২	০৭/০৭/২০২২

দশম অধ্যায়

২০২১-২২ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক নিজস্ব আয়োজনে এবং অন্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য

এ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণসমূহে এ বিভাগের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষক ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। প্রশিক্ষণসমূহ বিষয়ভিত্তিক আয়োজন করা হয়েছে।

১। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বিভাগের ১১ (এগারো) জন সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) এবং সহকারী সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ) কর্মকর্তাকে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি)-তে দুই মাস মেয়াদী বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২। অফিস ব্যবস্থাপনা

বিভাগের কর্মচারীদের দাপ্তরিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং আচরণ, শৃঙ্খলা, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়ে ধারণা প্রদান করার জন্য এতৎসম্পর্কিত বিধি-বিধানের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২। Research Methodology প্রশিক্ষণ

গবেষণা সম্পর্কিত বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য Research Methodology বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কিত

সরকারি ক্রয় কাজে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এর তত্ত্বাবধানে এ বিভাগের অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক থেকে শুরু করে সহকারী সচিব, উপসচিব এবং যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এবং e-GP সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কর্মকর্তা কর্মচারীগণ সরকারি ক্রয়কার্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেছেন এবং ক্রয় কার্যে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং ও আইন সম্পর্কিত

লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং বিষয়ে এ বিভাগের যুগ্ম-সচিব (অবঃ) জনাব এ. কে. মোহাম্মদ হোসেন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। 'পাবলিক ইন্টারন্যাশনাল ল' সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান এবং সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী জনাব কাওসার আহ্‌মেদ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

৫। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, আরবিট্রেশন, নেগোসিয়েশন, মেডিয়েশন সম্পর্কিত

বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর), আরবিট্রেশন, নেগোসিয়েশন, মেডিয়েশন সম্পর্কে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী জনাব মইন গনি এবং জনাব কাওসার আহ্‌মেদ প্রশিক্ষক হিসেবে এ বিভাগের সকল কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

৬। চুক্তি, ট্রিটি, কনভেনশন, সমঝোতা স্মারক সম্পর্কিত

আন্তর্জাতিক চুক্তি, ট্রিটি, কনভেনশন, সমঝোতা স্মারক, ট্রেড ও বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পর্কে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী জনাব কাওসার আহ্‌মেদ প্রশিক্ষক হিসেবে এ বিভাগের সকল কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

৭। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ সম্পর্কিত

বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও তাহাদের জীবনমান-উন্নয়নের স্বার্থে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন খাতের অবকাঠামোর অনুকূলে ব্যাপক বিনিয়োগ নিশ্চিতকল্পে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি অংশগ্রহণ এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত করত দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব সৃষ্টির আইনিকাঠামো সম্পর্কে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শোহেলের রহমান চৌধুরী প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

৮। এসডিজি সম্পর্কিত

জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) বা "টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা" সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যুগ্ম সচিব (এসডিজি) জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

৯। প্রুফ রিডিং সংক্রান্ত

জাতীয় সংসদ কর্তৃক সংশোধিত, সংযোজিত, পরিমার্জিত, বাতিলকৃত ও পরিবর্তিত আইনসমূহ এবং নতুন প্রণীত আইনসমূহ অভিযোজনপূর্বক বাংলাদেশ কোড প্রকাশের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই ও শুদ্ধতা নিরূপণের লক্ষ্যে প্রুফ রিডিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

১০। চাকরি বিধি, নৈতিকতা, সুশাসন, শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিসহ চাকরি সংক্রান্ত

কর্মকর্তাদের চাকরি বিধি, নৈতিকতা, সুশাসন, শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিসহ চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আবুল কাশেম মো: মহিউদ্দিন এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

১১। সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ

কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায় স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১২। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ, উক্ত সেবাসমূহ প্রাপ্তি ও প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৩। দুর্নীতি বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ

দুর্নীতি, দুর্নীতির কারণ এবং দুর্নীতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব, দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ এবং কৌশল সম্পর্কে এ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৪। শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

শুদ্ধাচারের ধারণা এবং শুদ্ধাচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আইনকানুন ও নিয়মনীতি এবং গৃহীত পদক্ষেপ, শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের যৌক্তিক ভিত্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা, জাতীয় শুদ্ধাচারের রুপকল্প এবং অভিলক্ষ্য (Vision and Mission) এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচারের বাস্তবায়ন সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৫। তথ্য অধিকার সম্পর্কিত

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধিমালা-প্রবিধানমালা সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৬। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অভিযোগ দায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা, অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তার কার্যপদ্ধতি, আপিল কর্মকর্তার কার্যপদ্ধতি, অভিযোগ ও আপিল নিষ্পত্তি এবং নিষ্পত্তির সময়সীমা এবং ম্যানুয়ালি এবং অনলাইনে অভিযোগ দায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৭। প্রকল্প পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

কর্মকর্তাদের প্রকল্প পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও SDG বাস্তবায়নে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে দক্ষ করে গড়ে তোলা এবং আইএমইডি পরিবীক্ষণ ও রিপোর্টিং সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৮। আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডিজিটাল রেজিস্টার সিস্টেমসহ বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৯। বিবিধ বিষয়ক

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ছাড়াও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ২০২১-২২ অর্থ-বছরে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একডেমি, আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্ণিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক নিজস্ব আয়োজনে এবং অন্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপ:

১। অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী	আয়োজক
"অফিস ব্যবস্থাপনা"	০৫-০৬ জুন, ২০২২	১৭ম-২০তম গ্রেড পর্যায়ের ২০ জন কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

“অফিস ব্যবস্থাপনা”	০৭-০৮ জুন, ২০২২	১৭ম-২০তম গ্রেড পর্যায়ের ২০ জন কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
“অফিস ব্যবস্থাপনা”	০৯-১৩ জুন, ২০২২	১৭ম-২০তম গ্রেড পর্যায়ের ১৯ জন কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

২। আইন প্রণয়ন, এসডিজি, পিপিপি, পাবলিক-প্রাইভেট ইন্টারন্যাশনাল ল’, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, কমার্শিয়াল আরবিট্রেশন, মেডিয়েশন এবং নেগোসিয়েশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী	আয়োজক
আইন প্রণয়ন, এসডিজি, পিপিপি, পাবলিক-প্রাইভেট ইন্টারন্যাশনাল ল’, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, কমার্শিয়াল আরবিট্রেশন, মেডিয়েশন এবং নেগোসিয়েশন	০১-০৮ আগস্ট, ২০২১	১৯ জন সহকারী সচিব ও সমপদমর্যাদার কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন প্রণয়ন, এসডিজি, পিপিপি, পাবলিক-প্রাইভেট ইন্টারন্যাশনাল ল’, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, কমার্শিয়াল আরবিট্রেশন, মেডিয়েশন এবং নেগোসিয়েশন	১০-১৮ আগস্ট, ২০২১	১৯ জন সিনিয়র সহকারী সচিব ও সমপদমর্যাদার কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

৩। চাকরি বিধি, নৈতিকতা, সুশাসন, শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধি, রুলস অব বিজনেস, সচিবালয় নির্দেশমালাসহ চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী	আয়োজক
চাকরি বিধি, নৈতিকতা, সুশাসন, শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধি, রুলস অব বিজনেস, সচিবালয় নির্দেশমালাসহ চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	০১-০৮ আগস্ট, ২০২১	১৭ জন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা প্রশাসনিক কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
চাকরি বিধি, নৈতিকতা, সুশাসন, শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধি, রুলস অব বিজনেস, সচিবালয় নির্দেশমালাসহ চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	০৯-১৮ আগস্ট, ২০২১	১৭ জন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সমপদমর্যাদার কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
চাকরি বিধি, নৈতিকতা, সুশাসন, শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধি, রুলস অব বিজনেস, সচিবালয় নির্দেশমালাসহ চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৪-২২ সেপ্টেম্বর, ২০২১	১৮ জন সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর, কারিগরী সহকারী, সিনিয়র প্রুফ রিডার, হিসাবরক্ষক ও অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
চাকরি বিধি, নৈতিকতা,	১৪-২২ সেপ্টেম্বর, ২০২১	১৮ জন সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-	লেজিসলেটিভ ও সংসদ

সুশাসন, শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধি, রুলস অব বিজনেস, সচিবালয় নির্দেশমালাসহ চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ		কম্পিউটার অপারেটর, জুনিয়র প্রুফ রিডার, কম্পিউটার অপারেটর, ক্যাশিয়ার ও অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	বিষয়ক বিভাগ
চাকরি বিধি, নৈতিকতা, সুশাসন, শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধি, রুলস অব বিজনেস, সচিবালয় নির্দেশমালাসহ চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৯ মার্চ-০৬ এপ্রিল ২০২২	১৬ জন কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
চাকরি বিধি, নৈতিকতা, সুশাসন, শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধি, রুলস অব বিজনেস, সচিবালয় নির্দেশমালাসহ চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৯ মার্চ-০৬ এপ্রিল ২০২২	১৭ জন কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
চাকরি বিধি, নৈতিকতা, সুশাসন, শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধি, রুলস অব বিজনেস, সচিবালয় নির্দেশমালাসহ চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১০-১৯ এপ্রিল, ২০২২	১৪ জন কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
চাকরি বিধি, নৈতিকতা, সুশাসন, শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধি, রুলস অব বিজনেস, সচিবালয় নির্দেশমালাসহ চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১০-১৯ এপ্রিল, ২০২২	১৫ জন কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
চাকরি বিধি, নৈতিকতা, সুশাসন, শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিসহ চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২০-২৩ জুন ২০২২	২১ জন কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

৪। বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী	আয়োজক
নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের দুইমাস মেয়াদী বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	০১-০৮ আগস্ট, ২০২১	সহকারী সচিব পর্যায়ের ১১ (এগারো) জন কর্মকর্তা	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি

৫। Research Methodology সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী	আয়োজক
Research Methodology (14th Batch)" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২২ নভেম্বর হতে ০২ ডিসেম্বর, ২০২১	সিনিয়র সহকারী সচিব ও সহকারী সচিব পর্যায়ের ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তা	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি

৬। সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভাগের অভ্যন্তরীণ শিখন সেশন (Learning Session)

প্রশিক্ষণের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী	আয়োজক
বিভাগের অভ্যন্তরীণ শিখন সেশন (Learning Session)	২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১	১৯ জন সহকারী সচিব এবং সমপর্যায়ের কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
বিভাগের অভ্যন্তরীণ শিখন সেশন (Learning Session)	২৩ নভেম্বর, ২০২১	১৩ জন কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
বিভাগের অভ্যন্তরীণ শিখন সেশন (Learning Session)	০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২	২০ জন কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
বিভাগের অভ্যন্তরীণ শিখন সেশন (Learning Session)	২৪ এপ্রিল, ২০২২	৫৫ জন কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
বিভাগের অভ্যন্তরীণ শিখন সেশন (Learning Session)	১৭ মে, ২০২২	৩০ জন কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
বিভাগের অভ্যন্তরীণ শিখন সেশন (Learning Session)	২৬ মে, ২০২২	১৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

৭। সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী	আয়োজক
সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ (প্রথম ব্যাচ)	২৮ নভেম্বর-০২ ডিসেম্বর	২৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী	উপ-পরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজার
সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ (দ্বিতীয় ব্যাচ)	০৫-০৯ ডিসেম্বর, ২০২১	২৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী	উপ-পরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজার
সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ (তৃতীয় ব্যাচ)	১৯-২৩ ডিসেম্বর, ২০২১	২৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী	উপ-পরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজার
সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ (চতুর্থ ব্যাচ)	০২-০৬ জানুয়ারি, ২০২২	২৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী	উপ-পরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজার
সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ (পঞ্চম ব্যাচ)	০৯-১৩ জানুয়ারি, ২০২২	১৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী	উপ-পরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজার

৮। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী	আয়োজক
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১	১৪ জন কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	০৬ ডিসেম্বর, ২০২১	২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২	১৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৬ এপ্রিল, ২০২২	১৯ জন কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

৯। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী	আয়োজক
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১	১৩ জন কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২ ডিসেম্বর, ২০২১	২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২	১৮ জন কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৩ মে, ২০২২	২৯ জন কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

১০। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী	আয়োজক
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১	১৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৮ নভেম্বর, ২০২১	১২ জন কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২২	১৬ জন কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২২ মে, ২০২২	২৮ জন কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

১১। তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী	আয়োজক
তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৮ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ	২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৩ মার্চ, ২০২২	২০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৭ এপ্রিল, ২০২২	২৫ জন কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

১২। শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী	আয়োজক
শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৩০ নভেম্বর, ২০২১	২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২	১৫ জন কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
‘‘শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২	১৬ জন কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

১৩। দুর্নীতি বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী	আয়োজক
দুর্নীতি বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ	০১ ডিসেম্বর, ২০২১	২৫ জন কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
দুর্নীতি বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ	২৫ মে, ২০২২	৩০ জন কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

১৪। প্রুফ রিডিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী	আয়োজক
বাংলাদেশ কোড হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে প্রুফ রিডিং প্রশিক্ষণ	২৯ নভেম্বর, ২০২১	২০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

১৫। ডিজিটাল রেজিস্টার সিস্টেম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী	আয়োজক
ডিজিটাল রেজিস্টার সিস্টেম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৪ ডিসেম্বর, ২০২১	২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

১৬। উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী	আয়োজক
উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সরকারি পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০ মে, ২০২২	৬৭ জন কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

১৭। Public/Private International Law সহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী	আয়োজক
Public/Private International Law সহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০২ জুন, ২০২২	৫৩ জন কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

১৮। চুক্তি, ট্রিটি, কনভেনশন, এগ্রিমেন্ট, সমঝোতা স্মারক, ট্রেড ও বাণিজ্য চুক্তি, আন্তর্জাতিক কমার্শিয়াল আরবিট্রেশন, নেগোসিয়েশন, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী	আয়োজক
চুক্তি, ট্রিটি, কনভেনশন, এগ্রিমেন্ট, সমঝোতা স্মারক, ট্রেড ও বাণিজ্য চুক্তি, আন্তর্জাতিক কমার্শিয়াল আরবিট্রেশন, নেগোসিয়েশন, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৯ জুন, ২০২২	৫২ জন কর্মকর্তা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

একাদশ অধ্যায়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ

১১.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার পটভূমি

আমাদের প্রিয় স্বদেশ 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবাধিকারের সংগ্রামের ফসল হিসেবে। আর এই ফসল ফলিয়েছেন আমাদের জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সমতা, মানবসত্তার মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়। আর এগুলোর সমষ্টিই হল মানবাধিকার। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন সেই সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত ৩০টি অনুচ্ছেদ সংবলিত সর্বজনীন মানবাধিকারের দর্শনের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে। এছাড়াও, আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, 'আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে'। যদিও মানবাধিকারের ধারণা ও আদর্শ ১৯৭২ সালেই বাংলাদেশের সংবিধানে সঠিকভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল তবুও দেশে মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য একটি জাতীয় কমিশন গঠনের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণে যথেষ্ট দীর্ঘ সময়ই লেগে গিয়েছিল।

বর্তমান সরকারই ১৯৯৬ সনে তাদের যুগান্তকারী রাজনৈতিক উত্থানের পর দেশে একটি মানবাধিকারের পরিবেশ সৃষ্টি এবং পূর্বসূরীদের অনুসৃত বিচারহীনতার সংস্কৃতি তিরোহিত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব করতে পেরেছিলেন। জাতীয় নির্বাচনে কষ্টার্জিত গৌরবময় বিজয় অর্জনের পর নতুন সরকারকে অসংখ্য কর্মোদ্যোগ গ্রহণের ভার বহন করতে হয়েছে। সেগুলো ছিল গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সম্মুখীন করা, প্রশাসন যন্ত্র ও কর্ম-পদ্ধতিসমূহের পুনর্বিন্যাস এবং দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচি সমূহের পরিমার্জন ও পুনর্গঠন। এছাড়াও, সরকার সমাজে একটি ব্যাপক-ভিত্তিক মানবাধিকারের সংস্কৃতি বিনির্মাণে মনোনিবেশ করেন। তদনুসারে, একটি কমিশন গঠনের জন্য ১৯৯৮ সনে ইউএনডিপির সহায়তায় একটি খসড়া আইন প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু কমিশন গঠনের বিষয়টি দীর্ঘসময় পর্যন্ত অপেক্ষমান ও বিবেচনাধীন থাকে। অবশেষে ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০০৭ জারীর মাধ্যমে একটি কমিশনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১ ডিসেম্বর ২০০৮ তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন কার্যারম্ভ করে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কেবল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমেই পূর্ণ অবয়বে সৃষ্ট হয় এবং বেশিরভাগ জনগণের দৃষ্টিগোচর হয়। আইনটির দ্বারা বলীয়ান হয়ে ২০১০ সালের জুন মাসে কমিশন পূর্ণশক্তিতে কার্যারম্ভ করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এর অধীনে দ্বিতীয় কমিশন ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত দু'মেয়াদে কাজ করে। চতুর্থ কমিশন আগস্ট ২০১৬ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে। বর্তমান কমিশন হচ্ছে পঞ্চম কমিশন যেটি ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ যাত্রা শুরু করে। কমিশন একজন চেয়ারম্যান, একজন সার্বক্ষণিক সদস্য ও অন্যান্য ৫ জন অবৈতনিক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত।

কমিশনের অভীষ্ট লক্ষ্য

কমিশন আইনের অধীন কার্য পরিধির আলোকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে দেশব্যাপী একটি ব্যাপক-ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে কমিশনের অভীষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে-

১। দরিদ্র, দুর্বল, প্রান্তিক ও ঝুঁকিগ্রস্থ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

২। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন, বৈষম্য, নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন, সহিংসতা, পাচার ইত্যাদি প্রতিরোধ ও অন্যান্য ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা;

৩। শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বিশেষ করে শিশু নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, যৌন নিপীড়ন, সহিংসতা, পাচার, শিশু শ্রম, বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাস্তি ইত্যাদি প্রতিরোধ;

৪। প্রতিবন্ধী জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫। তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী ও সংখ্যালঘুর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬। ধর্মীয় সংখ্যালঘু পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণ বিশেষ করে ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি;

৭। রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলা ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অ্যাডভোকেসি করা;

৮। সহিংসতা ও চরমপন্থা মোকাবেলা, মাদকাসক্তি, মাদক ব্যবসা এবং পাচার মোকাবেলায় অ্যাডভোকেসি করা;

৯। অভিবাসী কর্মীদের অধিকার বাস্তবায়নে অ্যাডভোকেসি করা;

১০। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত হয়রানি, নির্যাতন, হেফাজতে নির্যাতন ইত্যাদি সহিংসতা মোকাবেলায় অ্যাডভোকেসি করা;

১১। জলবায়ু পরিবর্তন, মানব-সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা মানবাধিকার লঙ্ঘনে ভূমিকা রাখে তার মোকাবেলায় অ্যাডভোকেসি করা;

১২। কর্পোরেট ও ব্যবসা ক্ষেত্রে মানবাধিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বিশেষ করে কর্ম-পরিবেশ, নিরাপত্তা, কর্মীর অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে অ্যাডভোকেসি করা;

১৩। প্রবীণদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অ্যাডভোকেসি করা;

১৪। মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাস্তবায়নে অ্যাডভোকেসি করা;

১৫। তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণে উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর স্টুডেন্ট কেবিনেট এবং সততা সংঘের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মানবাধিকার সুরক্ষা ক্লাব গঠন করা। ক্লাবের সদস্যগণ হবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অ্যাম্বাসেডর।

১৬। সর্বোপরি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার সংস্কৃতি বিনির্মাণে জন-সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন সভা-সমাবেশ-সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ম্যান্ডেট

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনি ক্ষমতাবলেই দেশব্যাপী মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপকভাবে কাজ করার জন্য ম্যান্ডেট প্রাপ্ত। কমিশনকে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি, আইনি কাঠামো, মানবাধিকার বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি ও কনভেনশনসমূহ ইত্যাদি পর্যালোচনাসহ প্রচুর সংখ্যক বিষয়েই হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং সে কারণেই কমিশনের ম্যান্ডেট অনেক বিস্তৃত। কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ম্যান্ডেটগুলো নিম্নের বর্ণনা অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যস্ত করা যায়:

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন ভূমিকা

নজরদারি: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সর্বাগ্রে তার নজরদারি ভূমিকায় অবতীর্ণ। কমিশনের প্রধান কাজই হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের উপর দৃষ্টি রাখা এবং দেশের বিদ্যমান মানবাধিকার পরিস্থিতির ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও এর উপর গবেষণা করা।

অ্যাডভোকেসি: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, দাতা ও উন্নয়ন সহযোগী প্রভৃতির সাথে বিভিন্ন বিষয়ে অ্যাডভোকেসিতে লিপ্ত হয়, যার মূল উদ্দেশ্যই থাকে মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টি, জনমত গঠন এবং ক্ষেত্র বিশেষে সরকার ও কর্তব্য-সম্পাদনকারীদের উপর চাপ প্রয়োগ বা প্রভাব বিস্তার করা। কমিশন কর্তৃক সরকারের প্রতি সুপারিশ ও নির্দেশনা প্রেরণ এবং দেশের কল্যাণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট পরিস্থিতি তুলে ধরা, ব্যাখ্যা করা তথা সাহায্য-সহযোগিতার আহবান জানানোও অ্যাডভোকেসির পর্যায়ে পড়ে।

অনুঘটক: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন ইস্যুতে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে একক প্রচেষ্টায় অথবা অংশীজনদের সাথে যৌথভাবে প্রভাব বিস্তারকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

অগ্রনায়ক: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকারের উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক ক্যাম্পেইনসমূহ পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে; নতুন ধারণা ও চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, বিশেষ বিষয়ে ও সময়ে মানবাধিকার পরিস্থিতি জনসমক্ষে তুলে ধরে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কমিশনের প্রবণতাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক বা আলোচনাকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসা এবং মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কাউন্টারপার্ট বা আগন্তুকদের সাথে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় লিপ্ত হওয়া।

সেতুবন্ধ রচনা: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বহু স্টেকহোল্ডারদের জন্যই একটি সাধারণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করে। কমিশন অনেক ব্যক্তি ও সংগঠনকে মানবাধিকার ইস্যুতে একত্রে এক মঞ্চে নিয়ে আসে এবং এনজিও ও সুশীল সমাজের সাথে সরকারের একটি সেতুবন্ধ তৈরী করে দেয়, যাতে যৌথভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হয়।

সমন্বয়কারী: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জনগণের দাবী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নীতি, আইন ও কনভেনশনের সাথে সমন্বয় করে আইনের সংস্কার বা নতুন আইনের খসড়া প্রস্তুতির উদ্যোগ গ্রহণ করে। কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে যৌথ প্রচেষ্টায় আইন সংস্কারে এগিয়ে আসে এবং বিভিন্ন সময়ে আইসিসিপিআর, আইসিইএসসিআর, ভিএডাব্লিউ, সিডো- এর নতুন অগ্রগতি বা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে।

পরিদর্শক: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের পেছনের মূল কারণ উদঘাটন এবং প্রকৃত পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য প্রায়শই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন গঠন করে এবং মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন করে। কমিশন জেলখানা, কিশোর অপরাধ সংশোধন কেন্দ্র, সেইফহোম, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদিসহ মানবাধিকার-বিরোধী অপরাধ সংঘটনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

মুখপত্র: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সর্বদাই সোচ্চার কণ্ঠ। কমিশন মানবাধিকার ইস্যুতে সুনির্দিষ্ট দাবি পূরণে প্রয়োজনে আন্দোলন রচনায় এগিয়ে আসতে এবং ঐক্যবদ্ধ হতে অন্যান্য মানবাধিকার কর্মীদেরও অনুপ্রাণিত করে। মানবাধিকার ইস্যুতে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিকে পরিণতি প্রদানে কমিশন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং সময়ের দাবি অনুযায়ী আরদ্ধ কাজে বিভিন্ন অংশীজন, মিডিয়া এবং সরকারকেও সম্পৃক্ত করে।

সহযোগী: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে যৌথভাবে কাজ করে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন এনজিও, সিএসও, সিবিও-দের সাথে যৌথ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ উদ্দেশে বিভিন্ন সংস্থার সাথে কমিশন এমওইউ স্বাক্ষর করে।

ভরসার জায়গা: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রায়শই জনগণের ভরসার জায়গায় পরিণত হয়। দরিদ্র এবং ঝুঁকিগ্রস্থ জনগণের জন্য কমিশন বিচার অন্বেষণের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হতেই পারে। কমিশন জনগণের অধিকারকে সম্মান, সুরক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করায় সদা সচেষ্ট। জাহালম-এর মামলা তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই বিচারের বাণী নিভৃতে কেঁদেছে এবং তারা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের স্মরণাপন্ন হয়েছে বিচার প্রাপ্তির শেষ ভরসা হিসাবে। গণমাধ্যমে 'আসামি না হয়েও জেল খাটছেন খুলনার সালাম ঢালী' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত আমলে নিয়ে বাগেরহাটের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তার মুক্তির জন্য আবেদন করে। এর প্রেক্ষিতে আদালত সালাম ঢালীকে মুক্তির আদেশ দেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম ও কর্মকৌশল

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার কর্ম-সম্পাদনের জন্য নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। একটি বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা যাকে এখন বাৎসরিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) নামে অভিহিত করা হয়েছে তাতে অন্তর্ভূক্ত কাজগুলো নির্দিষ্ট অর্থ-বছরের (জুলাই-জুন) মধ্যে সম্পাদনের জন্য পূর্বেই প্রস্তুত করা হয়। কৌশলগত পরিকল্পনার অগ্রাধিকার এবং সমসাময়িক মানবাধিকার পরিস্থিতি ও সময়ের দাবি অনুযায়ী কমিশন যে কাজগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিবেচনা করে সেগুলোই বাৎসরিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কমিশনের কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখিত গুলোকে অন্তর্ভূক্ত করে কিন্তু সেগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়:

- মানবাধিকার সম্পর্কিত ইস্যুগুলো পর্যালোচনা ও চিহ্নিত করা (মিডিয়া রিপোর্ট, বৈশ্বিক তুলনামূলক গবেষণা, আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন, ইউপিআর প্রতিবেদন, নাগরিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে);

- দেশের বিদ্যমান মানবাধিকার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা;

- মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের তথ্যাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;

- আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক হয়রানি, অবৈধ আটক, হেফাজতে নির্যাতনসহ সকল ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় প্রতিবাদ জানানো;

- মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে যেসব অভিযোগ কমিশনে দায়ের হয় সেগুলোর ওপর আইনি দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে তদন্ত ও অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করা;

- গুরুত্বর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাসমূহ কমিশন স্বপ্রনোদিত অভিযোগ হিসেবে গ্রহণ করে;

- কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের পক্ষ হয়ে কাজ করা বা প্রয়োজনে উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দায়ের করা;

- ভুক্তভোগীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমঝোতা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে অভিযোগের নিষ্পত্তি করা;

- দরিদ্র, ঝুঁকিগ্রস্থ ও ভুক্তভোগীদের আইনি সেবা প্রদান করা (আইনি সেবা সম্প্রসারনের জন্য সারা দেশে প্রতিটি জেলায় প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে);

- জেলখানা, সেইফহোম, কিশোর অপরাধ শোধনাগার, শিশু যত্ন-কেন্দ্র, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিসহ কর্পোরেট অফিস ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা;

- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় প্রতিকার চেয়ে সরকারের কাছে সুপারিশ ও নির্দেশনাসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করা;

- জনগণকে সচেতন ও আলোকিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক সভা, সেমিনার ও কনফারেন্স আয়োজন করা:

- সুশীল সমাজ, উন্নয়ন সংস্থা, দাতাগোষ্ঠী, মানবাধিকার কর্মী, এনজিও-সহ অন্যান্য অংশীজনদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা এবং সরকারের সাথে তাদের সেতুবন্ধনে ভূমিকা রাখা;

- কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, পুলিশ, আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহে অংশগ্রহণ করা;

- ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (ইউপিআর)-এ অংশগ্রহণ করা এবং এ বিষয়ে সরকারের নিকট বিভিন্ন সুপারিশ প্রেরণ করা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উত্থাপিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া, যাতে সরকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার পরিস্থিতির সাথে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে;

- মানবাধিকার বিষয়ে প্রকাশনা ও প্রচারণা (ডকুমেন্টারি, নিউজলেটার, বিশেষ প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রেস রিলিজ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি);

- মানবাধিকার ইস্যুতে আইন, নীতিমালা ইত্যাদির পর্যালোচনা, সংস্কার, নতুন আইনের খসড়া প্রণয়ন এবং সে উপলক্ষ্যে পরামর্শ সভা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন এবং সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ (কমিশন কর্তৃক ইতিমধ্যে বৈষম্য বিলোপ আইন এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইনের খসড়া তৈরি করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে);

- তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণে উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর স্টুডেন্ট কেবিনেট এবং সততা সংঘের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মানবাধিকার সুরক্ষা ক্লাব গঠনের লক্ষ্যে দুদক ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর; মানবাধিকার বিষয়ক অনলাইন কোর্স এবং রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন ইত্যাদি।

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে গৃহীত অভিযোগের পরিসংখ্যান

বিভাগ	ধরণ	অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অনিষ্পন্ন	নিষ্পত্তির হার (%)
ঢাকা, ময়মনসিংহ	সাধারণ	২৬৪	১৮৬	৭৮	মানবাধিকার বিষয়ক অভিযোগ নিষ্পত্তির হার (%) = ৭১.০৪%
	সুয়োমটো	৪৪	২৬	১৮	
বরিশাল, খুলনা	সাধারণ	১০০	৭৫	২৫	
	সুয়োমটো	১৭	১২	০৫	
চট্টগ্রাম, সিলেট	সাধারণ	১৩৬	৯৭	৩৯	
	সুয়োমটো	০৯	০৭	০২	
রংপুর, রাজশাহী	সাধারণ	৭৫	৫৭	১৮	
	সুয়োমটো	১৮	১১	০৭	
সর্বমোট		৬৬৩	৪৭১	১৯২	

মানবাধিকার দিবস ২০২১ উদযাপন

১০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে সারা দেশে মানবাধিকার দিবস ২০২১ পালিত হয়। মানবাধিকার দিবসের অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। তিনি বলেন, মানবাধিকার সুরক্ষায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। তিনি আরও বলেন, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, দলিত, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীসহ সকলের মানবাধিকার সুরক্ষায় কমিশনকে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক; লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব জনাব মইনুল কবির; ইউএনডিপি'র আবাসিক প্রতিনিধি জনাব সুদীপ্ত মুখার্জি। সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। কমিশনের সদস্য জেসমিন আরা বেগম, মিজানুর রহমান খান, সচিব নারায়ণ চন্দ্র সরকারসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

কমিশনের বর্তমান প্রতিবন্ধকতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এখন এক-দশক বয়সী একটি প্রতিষ্ঠান কিন্তু এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যান্য মানবধিকার কমিশনের তুলনায় এটি এখনও একটি নবীন কমিশন। এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে বহুবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও এখনো অনেক কিছুই অসম্পন্ন রয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনবল বৃদ্ধি এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কমিশনকে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষণ সংস্কৃতির উন্নয়ন, বিভাগীয় জেলা, উপজেলা অফিস স্থাপনে যে সকল সমস্যাদি রয়েছে তা নিরসন এবং কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন ও প্রয়োজনীয় ভৌতকাঠামো নির্মাণ বিষয়সমূহকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে নানাবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কমিশনকে শক্তিশালী করার অর্থই হল কমিশনের 'এ' স্ট্যাটাস প্রাপ্তির জন্য যাবতীয় শর্তাদি পূরণের সামর্থ্য যোগানো। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি বলতে এটিও বোঝায় যে কমিশনের চাকুরি অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং নিয়োগপ্রাপ্তরা কেউ চাকরি ছেড়ে চলে যাবে না এবং একটি দক্ষ জনশক্তি দ্বারা কমিশন পরিচালিত হবে। কমিশনকে আর্থিক সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়ে নেয়ার সক্ষমতা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন এবং উন্নয়ন সহযোগিদের পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন বা কমিশনের অর্থ-প্রবাহে কোনো ঝুঁকি থাকলে তা যথাসময়েই নিরূপণ করে এর নিরসন করা প্রয়োজন।

অবশ্য, সরকারের সুদৃষ্টি কমিশনের প্রতি রয়েছে; সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার ইচ্ছা ব্যক্ত করছে এবং দেশের মানুষের মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় একটি প্রধান সংস্থা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে কমিশনও সুন্দরভাবে এগিয়ে চলছে। সঙ্গত কারণেই মানুষের মনে এ আশাবাদ জেগে উঠেছে যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জনগণের অধিকার সুরক্ষায় আরও দৃশ্যমানভাবে অনেক অবদান রাখতে পারবে। সে পর্যায়ে পৌঁছনোর পূর্বে কমিশনকে কতকগুলো সুস্পষ্ট বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে।

বিদ্যমান ৪৮ জন জনবল ছাড়াও যদিও এবছর আরও ৪০ জন জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তথাপি কমিশনের জন্য এখনও প্রথম এবং প্রধানতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কমিশনের জনবল বৃদ্ধি করা। জনবল বৃদ্ধির পথে কতিপয় সুনির্দিষ্ট অন্তরায় রয়ে গেছে। মূখ্য অন্তরায় হচ্ছে নিয়োগপ্রাপ্তদের অনেকেই চাকরীতে আসে আবার চলে যায়। কারণ কমিশনের চাকরি এখনও ততটা আকর্ষণীয় হিসেবে পরিচিতি পায়নি।

কমিশনের এখনও কোনো স্থায়ী অফিস ভবন নাই। একটি স্থায়ী অফিস ভবন থাকলে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল একটি কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত হতো এবং তাদের মধ্যে অফিসের প্রতি একটি

মমত্ববোধ বা মালিকানা-বোধ সৃষ্টি হতো এবং ফলস্বরূপ কমিশনের ভাবমূর্তি ও সম্মানকে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতো। একখন্ড জমি অধিগ্রহণ করা এবং একটি অফিস ভবন নির্মাণ করা কমিশনের জন্য এখন একটি চ্যালেঞ্জ। কমিশন এলক্ষ্যে সরকারের সাথে যোগাযোগ ও লবিং চালিয়ে যাচ্ছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। আশা করা যায় যে শীঘ্রই এর একটি সমাধান পাওয়া যাবে।

২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করলেও Global Alliance For National Human Rights Institutions (GANHRI) বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনকে 'বি স্ট্যাটাস' দিয়েছে। সংস্থাটির মতে, প্যারিস নীতিমালার শর্তাদি পূরণে কমিশনের এখনো ঘাটতি রয়েছে। কারণ, ২০০৯ সালের যে আইনটির মাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিষ্ঠা লাভ সে আইনের বিশেষ কয়েকটি শর্ত পূরণ না হওয়ার দায় কমিশনের ওপর বর্তায় না। প্রায় একইরকম আইন হওয়া সত্ত্বেও ভারতের মানবাধিকার কমিশনকে 'এ স্ট্যাটাস' আর বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনকে 'বি স্ট্যাটাস' দেয়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতি বৈষম্যমূলক বলে কমিশন মনে করে।

কমিশন জনগণের ক্ষোভ ও অভিযোগের বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায়। তবে, বাস্তবে জনবলের স্বল্পতার কারণে সকল অভিযোগ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমলে নেওয়া বা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না। অধিকন্তু, ই- ফাইলিংসহ তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হলেও কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এখনো পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় বা ডিজিটাল করা যায়নি। আশা করা যায়, আগামী বছরের মধ্যে এ বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি আমরা দেখতে পাব।

কমিশনের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) অনুযায়ী সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে চলছে। জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে কমিশন দেশব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টিমূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছে। এছাড়াও, কমিশন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইন ও নীতিমালা সংস্কারে অগ্রণি ভূমিকা পালন করছে এবং আরদ্ধ কাজ দ্রুততার সাথে সম্পাদনের স্পৃহা ব্যক্ত করছে। খসড়া বৈষম্য-বিলোপ আইন প্রণয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়েছে এ উদ্দেশে যে আইনটি প্রণীত হলে নারী ও অন্যান্যদের প্রতি বৈষম্যের মাত্রা কমে আসবে কারণ এখনো বাল্য বিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ, বহু-বিবাহ ইত্যাদি সমাজে রয়েই গেছে, যা নারীর সমান অধিকার প্রাপ্তিকে থামিয়ে দেয়। একটি বৈষম্য-বিরোধী আইন প্রণয়নের অত্যাবশ্যকীয়তা অনুধাবন সম্পর্কে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং কর্তব্য-সম্পাদনকারীদের মনে গতিশীলতা সৃষ্টি করা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনের প্রয়োগ বাস্তবায়ন করা কমিশনের জন্য আরেকটি চ্যালেঞ্জ।

বিষয়ভিত্তিক কর্মসূচির ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতাসমূহ রয়েছে তার মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূমি-অধিকারসহ অন্যান্য পরিস্থিতির ওপর গবেষণা, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও নৃ-গোষ্ঠীর অধিকারসমূহ সুরক্ষা, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের অধিকার বাস্তবায়নে আইন ও নীতিমালার প্রয়োগ, আইএলও কনভেনশন ও শ্রম-অধিকার, সর্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং অবশ্যই রোহিঙ্গা সমস্যা যা অনেক মানবিক সমস্যারই জন্ম দিয়েছে এগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। এসকল বিষয়ের ওপর প্রচুর গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। কিন্তু যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা অবশ্যই একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যাদুকরি নেতৃত্বে দেশ আজ বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উন্নতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই অগ্রগতি সাধন করে চলেছে। সরকারি কার্যনির্বাহ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ফাঁক-ফোঁকর, দুর্নীতি, অপপ্রচেষ্টা ও অপপ্রয়োগের তথা অব্যবস্থাপনার মাত্রা কমিয়ে এনে এবং কর্তব্য-সম্পাদনকারিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার নিবেদিত।

এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের সকল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, নীতি ও রূপকল্প - যেমন, ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা, ভিশন-২০২১, ভিশন-২০৪১, ভিশন-২১০০ বা ডেল্টা-পরিকল্পনা-২১০০ এর সাথে এসডিজিসমূহ অর্জনকে একীভূত করা হয়েছে যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সরকারের দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞাই পরিচয় বহন করে। যদি এসডিজি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় তাহলে দারিদ্র এবং ক্ষুধা দূরীভূত হয়ে যাবে, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত হবে, সাধারণ মানুষের সুস্বাস্থ্য ও ভালো থাকা নিশ্চিত হবে, সুশিক্ষার বিস্তার বহাল থাকবে, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা অর্জিত হবে, শোভন কর্ম সুযোগের পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অটুট থাকবে। শুধু এগুলোই নয়, ২০৩০ এজেন্ডার সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মধ্যে এমন শক্তি নিহিত আছে যে Equity বা ন্যায্য-বন্টনের নীতিমালার আওতায় সকল মানুষের সম-সুযোগ প্রাপ্তি নিশ্চিত করে সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করে দেওয়া সম্ভব হবে। এছাড়া, এও বোধগম্য যে, এসডিজির সফল বাস্তবায়ন আমাদেরকে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় অধিকতর সামর্থ্যবান করবে। পরিবেশ দূষণ ও এর ক্ষতিসাধনের মাত্রা কমে আসবে বা বন্ধ হয়ে যাবে। এসডিজি-১৬ এর অঙ্গীকার আরও একটু বেশি-মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা; এবং তা হবে সকলের জন্য ন্যায়-বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং আইনের শাসন, শান্তি, সামাজিক ঐক্য ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তার মানে এই যে এসডিজির বাস্তবায়ন একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে সহায়তা করবে যেখানে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ বা হিজড়া, ধর্মীয় ও নৃ-গোষ্ঠীগত সংখ্যালঘু, দলিত, হরিজন, বেদে, মুচি ইত্যাদি সকল নাগরিক সমাজের মূলধারায় অভিষিক্ত থাকবে এবং কাউকেই পেছনে ফেলে রাখা হবে না। এভাবেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের উদ্দেশ্য পূরণ হবে, রূপকল্পের সোনার বাংলা বাস্তবে রূপায়িত হবে এবং স্থায়ীভাবে মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পথ/ক্ষেত্র পাকাপোক্ত হবে।

১১.২ আইন কমিশন

আইন কমিশনের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে যুগের চাহিদা অনুযায়ী নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশ প্রদান, মৌলিক মানবাধিকার পরিস্থিতির আইনগত দিকসমূহ পুনঃনিরীক্ষণ, দেশের আদালতসমূহে বিদ্যমান মামলার দীর্ঘসূত্রিতার কারণ উদ্‌ঘাটন ও মামলার দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাসকরণে আইনি সংস্কারের সুপারিশ প্রস্তুতকরণ, আইন শিক্ষার মানোন্নয়নসহ যুগোপযোগি ও আধুনিক বিচারব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে উপযুক্ত নতুন আইন প্রণয়ন, অপ্রয়োজনীয় আইনসমূহ বাতিল, পুরাতন আইনসমূহ সংস্কার, প্রচলিত অন্যান্য আইন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ক্ষেত্রমত, সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষজ্ঞ আইনি সংস্থা হিসেবে আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৯ নং আইন) প্রণয়নের মাধ্যমে আইন কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার যাত্রা শুরু করে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে রাষ্ট্রের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়ন, বিদ্যমান আইনসমূহ সংশোধন, বিচার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও বিচার নিষ্পত্তিতে বিলম্বের কারণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে দ্রুত বিচার নিশ্চিতকরণসহ বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ কাঠামো উদ্ভাবনে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানে আইন কমিশন বিভিন্ন সময়ে সরকারের নিকট সুপারিশমূলক প্রতিবেদন পেশ করে আসছে।

আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৯ (১) অনুযায়ী প্রতিবছর আইন কমিশন হতে পূর্ববর্তী বছরের সম্পাদিত কার্যাবলির একটি প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। সেমতে আইন কমিশন প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে প্রতি বছর তার সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করে থাকে।

আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৫ অনুসারে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্য এর সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হওয়ার বিধান রয়েছে। তবে উক্ত ধারা মতে সরকার প্রয়োজন মনে করলে কমিশনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবে। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ তিন বছরের জন্য নিয়োগ লাভ করে থাকেন এবং সরকার প্রয়োজন মনে করলে তাদের পুনঃনিয়োগ করতে পারে। এছাড়া, আইন কমিশন আইনের ধারা ৫ক অনুসারে সরকার প্রয়োজনে অবৈতনিক সদস্যও নিয়োগ প্রদান করতে পারে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যবধি একটিমাত্র ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে সবসময়েই বাংলাদেশের একজন সাবেক প্রধান বিচারপতি আইন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন। এছাড়া, বিভন্ন সময়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ কোনো ব্যক্তি আইন কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন। তবে অল্প সংখ্যক ব্যতিক্রম ব্যতীত আইন কমিশনের সদস্যবৃন্দ ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের কোনো সাবেক বিচারপতি।

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে আইন কমিশনে একজন চেয়ারম্যান ও একজন সদস্য কর্মরত ছিলেন। এছাড়া, আইন কমিশনের কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমানে কমিশনে দশ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা প্রেষণে কর্মরত রয়েছেন। তন্মধ্যে প্রশাসনিক বিভাগে জেলা জজ পদমর্যাদার একজন বিচার বিভগীয় কর্মকর্তা কমিশনের সচিব, সিনিয়র সহকারী জজ পদ পর্যাদার একজন কর্মকর্তা কমিশনের সিনিয়র সহকারী সচিব এবং যুগ্ম জেলা জজ পদমর্যাদার একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব হিসেবে কর্মরত আছেন। এছাড়া, কমিশনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জেলা জজ পদমর্যাদার একজন মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তাসহ তিন জন গবেষণা কর্মকর্তা, দুই জন অনুবাদ কর্মকর্তা ও একজন লেজিসলেটিভ ড্রাফটসম্যান কমিশনে কর্মরত রয়েছেন।

এছাড়া, কমিশনে বিভিন্ন পদে মোট ২৪ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। উল্লেখ্য, আইন কমিশনের জনবল কাঠামো বৃদ্ধিসংক্রান্ত একটি প্রস্তাব চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

আইন কমিশনের কার্যাবলি

আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৬ অনুযায়ী আইন কমিশনের কার্যাবলী হলো-

(ক) বিভিন্ন স্তরের আদালতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলাসমূহ নিষ্পত্তিতে বিলম্বের কারণসমূহ চিহ্নিতকরণসহ মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি তরান্বিত করার লক্ষ্যে-

(১) সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে আইনের সংশোধন বা ক্ষেত্রমত নতুন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করা,

(২) বিচার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার সুপারিশ প্রস্তাব করা,

(৩) আদালত ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক, যথা- বিচারকগণের মধ্যে কার্যবণ্টন, নকল সরবরাহ, নথি প্রেরণ ও সংরক্ষণ, নোটিশাদি জারি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আধুনিকীকরণ সম্পর্কে সুপারিশ করা,

(৪) ফৌজদারি মামলার অভিযোগ তদন্ত পরিচালনায় স্বতন্ত্র তদন্তকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠাসহ সরকারের পক্ষে বিভিন্ন মামলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি অধিকতর দক্ষ, জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রাদন করা;

(খ) দেশি-বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি এবং একচেটিয়া আধিপত্য পরিহারের উদ্দেশ্যে কোম্পানি আইনসহ সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ সংশোধন, বা ক্ষেত্রমত, নতুন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করা;

(গ) শিশু ও নারী অধিকার সংরক্ষণ ও নারী নির্যাতন রোধকল্পে প্রচলিত আইন পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও ক্ষেত্রমত নতুন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করা;

(ঘ) একই বিষয়ে একাধিক আইন বা পরস্পর বিরোধী আইন চিহ্নিত করা এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে একাধিক আইনের বিধান একীভূত করার সুপারিশ করা;

(ঙ) আইনগত সহায়তা (লিগ্যাল এইড) কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৎসংক্রান্ত প্রচলিত আইন সংস্কার, ক্ষেত্রমত নতুন আইন প্রণয়ন এবং গ্রহণীয় অন্যান্য পদক্ষেপ সম্পর্কে সুপারিশ করা;

(চ) মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি কোনো আইন প্রচলিত থাকলে তা বাতিল বা ক্ষেত্রমত সংশোধনের সুপারিশ করা;

(ছ) অচল ও অপ্রয়োজনীয় আইন চিন্থিত করে তা রহিতকরণের সুপারিশ করা;

(জ) আইন শিক্ষার মানোন্নয়নে গ্রহণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান;

(ঝ) সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রেরিত অন্যান্য আইনগত বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা।

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে আইন কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২) আইন কমিশন সরকারের নিকট ০৫ (পাঁচ) টি সুপারিশ প্রেরণসহ বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করেছে। উক্ত প্রতিবেদসমূহের সংক্ষিপ্তসারসহ উক্ত অর্থবছরে আইন কমিশন কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রম ও অন্যান্য কার্যাবলির বিষয়ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে বিধৃত হলো।

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে আইন কমিশন কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশসমূহ

(১) বাংলাদেশ কোড এর ১ম ভলিউম এর ২৪টি আইন নিরীক্ষাপূর্বক উক্ত কোডের অন্তর্ভুক্ত ০৭টি আইন বাতিলকরণের নিমিত্ত সুপারিশ প্রেরণ-

আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৬ (ক) (১) এর বিধান অনুযায়ী আইন কমিশনের অন্যতম কার্যাবলি হলো বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও ক্ষেত্রমত নতুন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করা। এছাড়া, উক্ত আইনের ধারা ৬ (জ) অনুযায়ী অচল ও অপ্রয়োজনীয় আইনসমূহ চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ বাতিল বা রহিতকরণের সুপারিশ করাও আইন কমিশন এর অন্যতম কাজ। তারই ধারাবাহিকতায় আইন কমিশন প্রয়োজনীয় আইনি গবেষণার মাধ্যমে ২০১৬ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ কোডের ১ম ভলিউমে অন্তর্ভুক্ত ২৪ টি আইনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ৭ টি আইনের বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে আর কোনো উপযোগিতা বা প্রায়োগিক ক্ষেত্র নেই বিধায় তা বাতিল করার জন্য সরকারের নিকট বিগত ২৭ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রতিবেদন আকারে সুপারিশ প্রেরণ করে। আইন কমিশন কর্তৃক বাংলাদেশ কোডের ১ম ভলিউমের ২৪ টি আইনের মধ্যে বাতিল বা রহিতকরণের নিমিত্ত সুপারিশকৃত আইনসমূহ হলোঃ

(ক) Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (Act No. XXXVII of 1850);

(খ) Tolls Act, 1851 (Act No. VIII of 1851);

(গ) Canals Act, 1864 (Act No. V of 1864);

(ঘ) Acting Judges Act, 1867 (Act No. XVI of 1867);

(ঙ) Alluvion (Amendment) Act, 1868 (Act No. 1V of 1868);

(চ) Sarais Act, 1867 (Act No. XXII of 1868);

(ছ) Pensions Act, 1871 (Act No XX111 of 1871);

(২) বিচার কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২২ এর খসড়া ও সুপারিশ

আইন কমিশন বিগত ৩০ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে বিচার কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২২ এর খসড়া প্রস্তুতপূর্বক একটি ধারণাপত্র ও খসড়া বিল সরকারের নিকট প্রেরণ করে। মূলত ১৮৭২ সালে প্রণীত Evidence Act (Act No. I of 1872) দ্বারা বর্তমান সময়ে সংঘটিত তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর অপরাধের বিচারকার্য পরিচালনাসহ তথ্য-প্রযুক্তির ফলে সৃষ্ট সুবিধাসমূহ আদালতের কার্যক্রমে ব্যবহার সম্ভবপর হচ্ছে না বিধায় বিচার কার্যক্রমে ডিজিটালাইজেশন এর প্রয়োগ এবং ই-জুডিসিয়ারী বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিচার কার্যক্রম সহজীকরণ তথা বিচার ব্যবস্থার সার্বিক আধুনিকায়নের নিমিত্ত দীর্ঘ গবেষণান্তে আইন কমিশন বিচার কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২২ এর একটি খসড়া প্রস্তুত করে। উক্ত খসড়া আইনের ধারণাপত্রে প্রচলিত আইনের সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যাপূর্বক খসড়া আইনটির উপযোগিতা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মূলত প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে

সাক্ষ্য উপস্থাপন, প্রমাণ বা সাক্ষী ও পক্ষগণের ব্যক্তিগত উপস্থিতি সংক্রান্ত যেসকল জটিল পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে তা আরও সহজ ও সেবামুখী করার উদ্দেশ্যে খসড়া আইনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এই আইনটি প্রণীত হলে বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমের সহজলভ্যতার সুযোগ নিয়ে যে কোনো ব্যক্তি তার নিজ বাসস্থানে অবস্থান করে মোবাইল বা কম্পিউটারের মাধ্যমে দেশ বা বিদেশের যে কোনো প্রান্ত হতে আদালতের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। খসড়া আইনটি প্রস্তুতকরণে আইন কমিশন অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, বেলিজ, কানাডা, যুক্তরাজ্যের আইনসমূহ পর্যালোচনা করেছে। এছাড়া, এ বিষয়ে দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন গবেষক ও বিশেষজ্ঞসহ বিচারক, আইনজীবী এবং অন্যান্য অংশীজনের সাথে মতবিনিময় করা হয়েছে। বিশেষ করে, বিগত ৩১ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে আইনটির প্রাথমিক খসড়া বাংলাদেশের সকল জেলা জজ আদালতসহ আইন শৃংখলা রাক্ষাকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কারা অধিদপ্তরে মতামত সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করা হয় এবং তাদের কাছ হতে পাওয়া মতামতকে বিবেচনা করে আইনটির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। দশটি অধ্যায়ে বিন্যাস্ত আইনটিতে মোট ৩১ টি ধারা রয়েছে। বিচার কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২২ বর্তমান আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্নমুখী ব্যবহারের দ্বারা বিচার ব্যবস্থায় আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আইনটি প্রণীত হলে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা আরও সেবামুখী ও জনবান্ধব হবে যা কিনা সরকারে 'রূপকল্প ৪১' বাস্তবায়নের অন্যতম নিয়ামক।

(৩) সালিস আইন, ২০০১ এর সংশোধনী আণয়নের প্রস্তাবিত সংশোধনীর খসড়া ও সুপারিশ

আদালতের আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ার বিকল্পরূপে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিসহ আন্তর্জাতিক বানিজ্যিক সালিস, বিদেশী সালিস রোয়েদাদের স্বীকৃতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক নিয়মাবলি বিধিবদ্ধকরণের নিমিত্ত ২০০১ সালে সালিস আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১ নং আইন) প্রণীত হয়। তবে বিদ্যমান আইনটির বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, যেমন-

(ক) সালিসি কার্যপ্রণালীর বিভিন্ন পর্যায়সহ সালিশী রয়েদান প্রয়োগ সংক্রান্ত বিধানাবলীতে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ না থাকা;

(খ) প্রচলিত আইনটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সংজ্ঞা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী না হওয়া;

(গ) বিদ্যমান আইনে সালিস নিস্পত্তির সময়সীমা সংক্রান্ত সুস্পষ্ট কোনো বিধান না থাকা;

(ঘ) কোনো পক্ষ লিখিত জবাব না দিলে একতরফাভাবে সালিস কারযক্রম পরিচালিত করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট বিধান না থাকা;

(ঙ) সালিস ট্রাইন্যুনাল এর রোয়েদাদ এর প্রয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধানাবলির অনুপস্থিতি;

ইত্যাদি কারণে আইনটির সুফল সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যাচ্ছিল না।

সেই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিআইডিএ) আইন কমিশনকে আইনটির প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নের নিমিত্ত সুপারিশমালা প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন করে।

এরই ধারাবাহিকতায়, দেশি-বিদেশি সালিস রোয়াদাদ এর স্বীকৃতি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সহজতর ও যুগোপযোগীকরণ, বাংলাদেশে আদালতের বাইরে সালিসী কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার পদ্ধতিগত জটিলতা পরিহার করে দ্রুত সময়ের মধ্যে বাণিজ্যিক বিরোধসমূহের নিষ্পত্তির মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন এবং বিশেষ করে, সালিস ট্রাইব্যুনালে বিরাজমান মামলাজট হ্রাসকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিধান আনয়নের লক্ষ্যে আইন কমিশন সালিস আইন, ২০০১ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। আইনটিতে

যুগোপযোগী সংস্কার সুপারিশ করার লক্ষ্যে আইন কমিশন এ সংক্রান্ত বিভিন্ন দেশের আইন, বিশেষ করে, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যের আইনসমূহ পর্যালোচনা করেছে। এছাড়া, বিদ্যমান আইন সংক্রান্ত উচ্চ আদালতের বিভিন্ন রায় বিবেচনায় এনে কমিশন এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় করেছে। এছাড়া, আইনটির সংশোধনীর খসড়া চূড়ান্ত করার পূর্বে কমিশন সংশোধনী আইনটির প্রাথমিক খসড়া বিভিন্ন অংশীজনদের নিকট প্রেরণপূর্বক মতামত সংগ্রহ করে প্রাপ্ত মতামতসূহ পর্যালোচনান্তে খসড়াটি চূড়ান্ত করে বিগত ৩০ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে সরকারর নিকটি একটি বিস্তারিত ধারণাপত্র সহকারে খসড়া সংশোধনী প্রতিবেদন আকারে প্রেরণ করে।

(৪) ভূমি আইন, ২০২২ এর খসড়া ও সুপারিশ

বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রচলিত বিভিন্ন আইন পর্যালোচনাপূর্বক একটি যুগোপযোগী ভূমি আইন প্রণয়নের নিমিত্ত আইন কমিশন ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে বিস্তারিত ধারণাপত্র সহকারে খসড়া ভূমি আইন, ২০২২ এর সুপারিশ সরকারের নিকট প্রেরণ করে।

ব্রিটিশ ভারতে Bengal Tenancy Act, 1885 বা Survey Act, 1875 এর মধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা আনয়নের চেষ্টা করা হলেও তা খুব একটা সুফল বয়ে আনেনি। ফলশ্রুতিতে ১৯৩৮ সালে এই অঞ্চলের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনয়নের উদ্দেশ্যে Land Revenue Commission গঠন করা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ভারত বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলায় East Bengal State Acquisition and Tenancy Act, 1950 প্রণয়ন করে জমিদার শ্রেণি অবলুপ্তকরণের মাধ্যমে ভূমি মালিকগণকে সরাসরি সরকারের প্রজায় রূপান্তরিত করা হয়।

মূলত East Bengal State Acquisition and Tenancy Act, 1950-ই আধুনিককালে এই অঞ্চলের ভূমি মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রধান আইন। তবে এর পাশাপাশি ভূমি রাজস্ব, ভূমি মালিকানা ও ভূমির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আরও বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন আইন প্রচলিত থাকে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের জনগণকে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার উৎস হিসেবে অভিহিত করা হয় বিধায়, অন্তত তাত্ত্বিকভাবে হলেও ভূমি-মালিকগণকে আর রাষ্ট্রের প্রজা হিসেবে বিবেচনা করা সম্ভব নয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই State Acquisition and Tenancy Act, 1950 সহ ভূমি সংক্রান্ত প্রচলিত অন্যান্য আইনসমূহে ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বা প্রচলিত আইনে সংশোধনী এনে এ বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটি comprehensive (বিস্তৃত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ) আইনের অভাব থেকেই যায়।

এই পটভূমিকায় আইন কমিশন কর্তৃক বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল আইনের সংশোধন, একীভূতকরণ ও সর্বোপরি আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে ভূমি আইন, ২০২২ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়া আইনটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে ভূমি বিষয়ক প্রচলিত আইনসমূহ পর্যালোচনার পাশাপাশি উচ্চ আদালতের বিভিন্ন রায় পর্যবেক্ষণ, অংশীজনদের মতামত গ্রহণসহ মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

খসড়া ভূমি আইনে মোট ১৭ টি অধ্যায় রয়েছে যাতে মোট ৩০৭ টি ধারা সন্নিবেশিত হয়েছে। খসড়া ভূমি আইনটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইননের শাসন, জবাবদিহিতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। খসড়া আইনটি সহজবোধ্য করার নিমিত্ত ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রাসংঙ্গিক অবিধাকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এছাড়া, খসড়া আইনটিতে ভূমি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে আইনের অধীনে কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রতিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করে দেয়ায় উহা ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা নিরসনে সহায়ক হবে। বিশেষ করে, নামজারি, অংশ-বণ্টন, সীমানা নির্ধারণ, অবৈধ দখল উচ্ছেদ, মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা, নোটিশ ও সমন জারী, সাক্ষী উপস্থিত করার নির্দিষ্ট সময়সীমা প্রভৃতি বিধান বিরাজমান মামলাজট

কমানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। খসড়া আইনটিতে ভূমি জরীপ, নোটিশ বা সমন জারি, তথ্য সংরক্ষণ ও প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতি প্রয়োগ করার বিধান থাকায় ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

(৫) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সংবিধানে বিভিন্ন সময়ে আনীত সংশোধনীসমূহ সম্পর্কে তুলনামূলক গবেষণা পরিচালনাক্রমে সংবিধানের সকল সংশোধনীকে অন্তর্ভুক্ত করে বিস্তারিত প্রতিবেদন গ্রন্থাকারে প্রকাশঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নব্য স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বল্পতম সময়ে যে উন্নত মানের সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন তা তুলনাহীন, বিরল। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখলকারী স্বৈরশাসক ও অনির্বাচিত অসংবিধানিক সরকার দ্বারা আমাদের মহান সংবিধানে বিভিন্ন অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন আনা হয়েছিলো। তাছাড়া, স্বৈরাচারী শাসকরা তাদের অবৈধ শাসনামলে তাদের দ্বারা সংঘটিত রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকান্ডগুলোকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের সংবিধানের মৌলিক স্তম্ভগুলোকে ধ্বংসের অপচেষ্টা করেছে। এমনকি সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে স্বৈরশাসনের সময়কালে জারীকৃত ফরমান, প্রবিধান ও আদেশগুলোকে বৈধতা প্রদান করা পর্যন্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারিভাবে মুদ্রিত সংবিধানের কপিগুলোতে সংবিধানের এই অভিঘাতময় অভিযাত্রা তেমনভাবে প্রতিফলিত হয়নি।

তাই সংবিধানের ইতিহাস সম্পর্কিত অজানা সেইসকল তথ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াস হিসেবে আইন কমিশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সংবিধানে বিভিন্ন সময়ে আনীত সংশোধনীসমূহ সম্পর্কে তুলনামূলক গবেষণা পরিচালনাক্রমে সংবিধানের সকল সংশোধনীকে অন্তর্ভুক্ত করে বিস্তারিত প্রতিবেদন 'অভিঘাত পরিক্রমায় বাংলাদেশ সংবিধান' ও 'The Journey of the Constitution of Bangladesh' শিরোনামে, যথাক্রমে, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দু'টি পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাসের তুলনামূলক গবেষণাধর্মী এই গ্রন্থ দু'টি পাঠের মাধ্যমে অনুসন্ধিৎসু পাঠকসমাজ স্বৈরশাসকদের দ্বারা আমাদের গৌরবময় সংবিধান কীভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল তার প্রকৃত ইতিহাস জানতে সক্ষম হবে। কারণ ইতিহাস পরিক্রমায় সংবিধানের কোনো একটি অংশ, অধ্যায় বা বিধান কিভাবে সংযোজিত বা বিয়োজিত হয়েছিলো সে বিষয়সমূহ সংক্ষেপে গ্রন্থ দু'টির পাদটীকাতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে বাংলাদেশের সংবিধানের বিবর্তন লিপিবদ্ধকারী এই তুলনামূলক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ সেটের তাৎপর্য শুধুমাত্র সংবিধানের পুনঃমুদ্রণের চেয়েও অধিক।

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে আইন কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার ও মতবিনিময় সভা

গবেষণা কর্মের অংশ হিসেবে আইন কমিশন বিভিন্ন সময় ঢাকা বা অন্য কোনো জেলায় বিভিন্ন সেমিনার ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান পরিচালনা করা থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় আইন কমিশন ২০১২-২০২২ অর্থ-বছরে নিম্নোক্ত সেমিনার ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে:

'সাক্ষ্য আইন যুগোপযোগীকরণ', 'সাজার ধরন হিসেবে মৃত্যুদন্ড' এবং 'ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় সাজা প্রদান বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন' সংক্রান্ত মতবিনিময় সভাঃ

(ক) আইন কমিশন বিগত ৫ মার্চ, ২০২২ খ্রি. তারিখে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, গোপালগঞ্জ এর সম্মেলন কক্ষে উক্ত জেলার বিজ্ঞ আইনজীবী ও বিচারকবৃন্দের সাথে 'সাক্ষ্য আইন যুগোপযোগীকরণ', 'সাজার ধরন হিসেবে মৃত্যুদন্ড' এবং 'ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় সাজা প্রদান বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন' সংক্রান্ত একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। উক্ত মতবিনিময় সভায় আইন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় সদস্যসহ কমিশনের সচিব, মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ও গবেষণা কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

(খ) আইন কমিশন বিগত ২০ মার্চ, ২০২২ খ্রি. তারিখে ভোলা সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে ভোলা আইনজীবী সমিতির বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে 'সাক্ষ্য আইন যুগোপযোগীকরণ', 'সাজার ধরন হিসেবে মৃত্যুদণ্ড' এবং 'ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় সাজা প্রদান বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন' সংক্রান্ত একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। উক্ত মতবিনিময় সভায় আইন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় সদস্যসহ মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ড্রাফটসম্যান ও অনুবাদ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

(গ) আইন কমিশন বিগত ২১ মার্চ, ২০২২ খ্রি. তারিখে ভোলা সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে ভোলা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে কর্মরত বিচারকবৃন্দের সাথে 'সাক্ষ্য আইন যুগোপযোগীকরণ', 'সাজার ধরন হিসেবে মৃত্যুদণ্ড' এবং 'ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় সাজা প্রদান বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন' সংক্রান্ত একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। উক্ত মতবিনিময় সভায় আইন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় সদস্যসহ মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ড্রাফটসম্যান ও অনুবাদ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

(ঘ) আইন কমিশন বিগত ২২ মার্চ, ২০২২ খ্রি. তারিখে চরফ্যাশন ডাকবাংলোর সম্মেলন কক্ষে চরফ্যাশন চৌকি আদালতে কর্মরত বিচারকবৃন্দসহ উক্ত চৌকি আদালতের বিজ্ঞ আইনজীবীদের সাথে 'সাক্ষ্য আইন যুগোপযোগীকরণ সাজার ধরন হিসেবে মৃত্যুদণ্ড' এবং 'ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় সাজা প্রদান বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন' সংক্রান্ত একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। উক্ত মতবিনিময় সভায় আইন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় সদস্যসহ মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা লেজিসলেটিভ ড্রাফটসম্যান ও অনুবাদ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে আইন কমিশন বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহে বিবিধ অনুষ্ঠানাদি আয়োজন করেছে। বিশেষ করে ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আইন কমিশন কার্যালয়ে আইন কমিশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে একটি শোক সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। এছাড়া, ২০২২ সালের ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আইন কমিশনে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। উল্লেখ্য, প্রতি বছরের ন্যায় ২০২২ সালেও আইন কমিশন ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবসে মহান ভাষা শহীদদের স্মৃতির উদ্দ্যেশ্যে জাতীয় শহীদ মিনারে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে।

আইন কমিশনের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশ ও আলোচনা অনুষ্ঠান

২০২১ সালে আইন কমিশন প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তি তথা রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আইন কমিশন 'আইন দর্পণ' শীর্ষক একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করে। উক্ত স্মারক গ্রন্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্পীকার, মাননীয় প্রধান বিচারপতি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাদের স্ব স্ব বাণীতে আইনের শাসন ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় গবেষণাভিত্তিক আইন সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনায় আইন কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়ে আলোকপাত করেন। ২০৯ পৃষ্ঠার এই স্মারক গ্রন্থটিতে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে আইন কমিশনের কার্যক্রমের কার্যাবলির বিবরণীর পাশাপাশি মোট ২৪ টি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। বিগত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে আইন কমিশনের সভাকক্ষে আইন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক এর সভাপতিত্বে উক্ত স্মারক গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। উক্ত মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক এম.পি। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর মাননীয় মহাপরিচালক বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা ও আইন কমিশনের

মাননীয় সদস্য বিচারপতি এ.টি.এম. ফজলে কবীর। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এর মাননীয় সচিব, আইন ও বিচার বিভাগের মাননীয় সচিবসহ উভয় বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ভবিষ্যত কর্মকপরিকল্পনা

আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৬ক অনুযায়ী আইন কমিশন প্রতি দুই বছরের একটি কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করে সরকারের নিকট প্রেরণ করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় আইন কমিশন ২০২২-২০২৩ পঞ্জিকা বছরের জন্য কমিশনের একাদশ দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা বিগত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রি. তারিখে সরকারের নিকট প্রেরণ করেছে। এছাড়া, কমিশনের দশম দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার অসমাপ্ত কাজসমূহ বর্তমানে চলমান রয়েছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের জন্য আইন কমিশনের নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যথা:-

(ক) **বিদ্যমান আইন যুগোপযোগীকরণ সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ**

আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৬ অনুযায়ী কমিশন নিয়মিতভাবে বিদ্যমান আইনসমূহ নিরীক্ষা করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় আইন কমিশন বর্তমানে Evidence Act, 1872 যুগোপযোগীকরণে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। আশা করা যায় আগামী অর্থ-বছরে কাজটি সমাপ্ত হবে। এছাড়া, পরবর্তী অর্থ-বছরে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় সাজা বিষয়ক নীতিমালা প্রয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই ও সুপারিশমালা প্রণয়নে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও সুপারিশ প্রদানের কর্মপরিকল্পনার পরিকল্পনা আইন কমিশনের রয়েছে।

(খ) **নতুন আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা**

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নাগরিকগণের উত্তরাধিকার, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয় প্রথাগত বা ঐতিহ্যগত আইন দ্বারা পরিচালিত হলেও সেসকল প্রথাগত বা ঐতিহ্যগত আইনসমূহ লিখিত আকারে সংরক্ষিত নেই। তাই আইন কমিশন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃ-গোষ্ঠীর প্রথাগত ও ঐতিহ্যগত আইনসমূহ লিপিবদ্ধ করার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

এছাড়া, শিশু নিপীড়ন বিরোধী একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইন প্রণয়নে আইন কমিশনের গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামী অর্থ-বছরের মধ্যেই উক্ত আইনের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

(গ) **বিদ্যমান আইন পর্যালোচনা সংক্রান্ত গবেষণা প্রকল্পসমূহ**

আইন কমিশনের একাদশ দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় বিদ্যমান আইন পর্যালোচনার অংশ হিসেবে Specific Relief Act, 1877 ও General Clauses Act, 1897 পর্যালোচনার পরিকল্পনা আইন কমিশনের রয়েছে।

(ঘ) **ধারাবাহিক নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা**

দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় Penal Code, 1860 বহুল চর্চিত একটি আইন। আইন কমিশনের ধারাবাহিক নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা কার্যক্রমের আওয়ায় উক্ত আইনটি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনাক্রমে আইনটির বাংলা অনুবাদ সম্পন্নকরণের পরিকল্পনা আইন কমিশনের একাদশ দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে।

(ঙ) জনস্বার্থে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রম

আইন কমিশনে যুগের চাহিদা ও সময়ের প্রয়োজনে জনস্বার্থে যেকোনো বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করে আইন বা বিধি প্রণয়নের জন্য সরকারের নিকটি সুপারিশ প্রেরণ করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় আইন কমিশন আইন এর ধারা ৬(ঝ) অনুবলে দেশের আইন শিক্ষার সংস্কার ও যুগোপযোগীকরণে গ্রহণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে সুপারিশমালা প্রস্তুতকরণের পরিকল্পনা আইন কমিশনের রয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং এ বিভাগে কর্মরত সচিবসহ প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নাম, পদবি ও ঠিকানা:

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর

কর্মকর্তার ছবি	নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল	আবাসিক ঠিকানা
	জনাব আনিসুল হক এম,পি	মন্ত্রী	০২২২৩৩৮০০১৬ (অফিস) ফ্যাক্স: ০২২২৩৩৫৭১১৭ minister@legislativediv.gov.bd	বাড়ি নং-২, রোড নং-১৯/এ, বনানী, ঢাকা।
	জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম	মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব	০২২২৩৩৫৬৬২৩ (অফিস) ০১৭১০০৭৯১৯২ nur_16159@yahoo.com	বাড়ি নং ৩৭৪/১, দিলু রোড়, মগবাজার, ঢাকা
	জনাব ড. মো. রেজাউল করিম	জনসংযোগ কর্মকর্তা	৯৫১৪৪৩১ (অফিস) ০১৯১৩২৯৫৭১৮ (মোবাঃ) senior.info@legislativediv.gov.bd	২/১২, গেজেটেড অফিসার্স ডরমেটরি, গ্রীন রোড, ঢাকা।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিবের দপ্তর

কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল	আবাসিক ঠিকানা
	জনাব মোঃ মইনুল কবির	সচিব	৫৫১০০০৯৮(অফিস) ৪১০৬০৩৯০ (বাসা) ০১৭১৩৩১৯৩৭৭ ফ্যাক্স:০২২২৩৩৮৬৫৩৫ secretary@legislativediv.gov.bd	ফ্ল্যাট নং-১/১০ (সুপিরিয়র শ্রেণি) বাড়ি নং- ৯ রোড নং-৩ ধানমন্ডি, ঢাকা।
	জনাব এ.বি.এম মশিউজ্জামান	সচিবের একান্ত সচিব	০২২৩৩৮৯৪৮৭ (অফিস) ০১৭১১২৩৫৭২৬ (মোবাইল) pstosecretary@legislativediv.gov.bd	তিতাস রোড, পশ্চিম নন্দীপাড়া, দক্ষিণ বনশ্রী, ঢাকা-১১৩৯

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের তালিকা

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল	আবাসিক ঠিকানা
১।		জনাব হাফিজ আহমেদ চৌধুরী	অতিরিক্ত সচিব (ড্রাফটিং)(চ: দা:)	২৫৫১০১০৭৩ (অফিস) ৪৭১১৪৩৫৩ (বাসা) ০১৫৫২৩১৫২৬৮ (মোবাইল) hafiz@legislativediv.gov.bd	৭৯/এ, আর,কে মিশন রোড, ডাকঘর-ওয়ারী ঢাকা-১২০৩।
২।		জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং)	২২৩৩৫৪৪৭৮ (অফিস) ৯৩৫৭৭০৩ (বাসা) ০১৮১৩১১৭৬৮৬ (মোবাইল) shahinur@legislativediv.gov.bd	৪২, নিউ সার্কিট হাউজ, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
৩।		ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং)	০২২২৩৩৯০৬৫৩(অফিস) ৪৮৩১৪৪৯৭ (বাসা) ০১৭১৬৭৮৯৪৫৭ (মোবাইল) mohiuddin@legislativediv.gov.bd	অনন্যা ডি/৫, ৫ সিদ্বেশ্বরী, রমনা, ঢাকা
৪।		জনাব কাজী আরিফুজ্জামান	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং)	০২২৩৩৯০৬৫১(অফিস) ৫৮৩১১৭১৫ (বাসা) ০১৭২৪৭১৪৮৯০ (মোবাইল) arifuzzaman@legislativediv.gov.bd	২/২০, বেইলী গেজেটেড অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
৫।		ড. মোঃ জাকেরুল আবেদীন	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং)	৫৫১০০১১০ (অফিস) ০১৭১১৯৭৪৭০৭ (মোবাইল) jakerul@legislativediv.gov.bd	সাগরিকা-২, ইস্কাটন গার্ডেন অফিসার্স কোয়াটার্স, ঢাকা।

৬।		জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং)	২২৩৩৫৭৪১৫ (অফিস) ০২-৪৪৮০৭৫২১ (বাসা) ০১৮১৭৫৪৯৫৫৫ (মোবাইল) rafiqul@legislativediv.gov.bd	ফ্ল্যাট- এ-৮, ভবন-২, গভর্নমেন্ট অফিসার্স কমপ্লেক্স সড়ক- ১, ব্লক- আই, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা
৭।		জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং) (চ:দা:)	২২৩৩৯০০৬৩ (অফিস) ৯৬৭৩০৭৯ (বাসা) ০১৭১১৫৮৮৩০৭ (মোবাইল) mahbubur@legislativediv.gov.bd	ফ্ল্যাট নং-৮বি ভবন নং-১২ আজিমপুর অফিসার্স কোয়ার্টার্স, আজিমপুর, ঢাকা।
৮।		মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং) (চ:দা:)	০২২২৩৩৮৬৫৬০ (অফিস) ৫৮৩১০৮৮৭ (বাসা) ০১৭১২০৯৪৭০৫ (মোবাইল) jannatul@legislativediv.gov.bd	বি২১/ই-৪, অনামিকা, ইস্কাটন গার্ডেন গভর্নমেন্ট অফিসার্স কোয়ার্টার, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।
৯।		জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং) (চ:দা:)	২২৩৩৯০৬৫২(অফিস) ৯৬৭৫১৭৪ (বাসা) ০১৭১২৬৮১৮১৩ (মোবাইল) munir@legislativediv.gov.bd	ভবন নং-১৩ ফ্ল্যাট নং-বি-৯ আজিমপুর সরকারী কলোনী, আজিমপুর, ঢাকা।
১০।		জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান নূর	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং) (চ:দা:)	৫৫১০১৩২৭ (অফিস) ৪১০৩০৫৮৪ (বাসা) ০১৯১৬০৩৯০২৭ (মোবাইল) asad@legislativediv.gov.bd	মল্লিকা-৬, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
১১।		জনাব রেজা আলী	উপসচিব (ড্রাফটিং)	৭১১৪৫০১ (বাসা) ০১৫৫২৪৩৬৪১২ (মোবাইল) reza@legislativediv.gov.bd	৩ পাতলাখান লেন, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।

১২।		জনাব এস, এম, শাফায়েত হোসেন	উপসচিব (ড্রাফটিং)	০২২২৩৩৯০৬৫৫ (অফিস) ৯৩৩৬০৯৪ (বাসা) ০১৭১১২৬৪১৫৭ (মোবাইল) shafaet@legislativediv.gov.bd	১৪/৭, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
১৩।		জনাব জি. এম. আতিকুর রহমান জামালী	উপসচিব (ড্রাফটিং)	২২৩৩৮৯১৪১ (অফিস) ২২২২২৩৬৮০ (বাসা) ০১৫৫২৩১৬৭৪৭ (মোবাইল) zamaly@legislativediv.gov.bd	বি-১৯, ই-৩, স্মরণিকা, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
১৪।		ড. খালেদা পারভীন	উপসচিব (ড্রাফটিং)	২২৩৩৮৭৭৯১ (অফিস) ৯৩৪০৪৫৭ (বাসা) ০১৭১৫০১৫২৩১ (মোবাইল) khaleda@legislativediv.gov.bd	ফ্লাট-৮, ৪র্থ তলা, ভবন-গোধুলি, রোড-৭, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১৫।		জনাব মোহাম্মদ আরিফুল কায়সার	উপসচিব (ড্রাফটিং)	২২৩৩৮৫৯০৯(অফিস); ৪১০২০০৫৭ (বাসা) ০১৯২২৫২৭২৬৫ (মোবাইল)। kaiser@legislativediv.gov.bd	ফ্ল্যাট নং: ১/এফ, ভবন: পলাশ, সোবহানবাগ 'ই' টাইপ গভ: অফিসার্স কোয়ার্টার্স, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।
১৬।		জনাব মোহাম্মদ আবদুল হালিম	উপসচিব (ড্রাফটিং)	৫৫১০০৮০৯ (অফিস) ৪৮৩১৫৭৬১ (বাসা) ০১৭১৬৫৫১০৯৩ (মোবাইল) halim@legislativediv.gov.bd halim_minlaw@yahoo.com	সুরভী-৭, ইস্কাটন গার্ডেন গভর্নমেন্ট অফিসার্স কোয়ার্টার, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
১৭।		মিজ রুমানা ইয়াসমিন ফেরদৌসী	উপসচিব (ড্রাফটিং)	৫৫১০০০৪১ (অফিস) ৫৫১৩৮০০৭ (বাসা) ০১৭৯০১০৭৯৬৯ (মোবাইল) rumana@legislativediv.gov.bd	৫৩, নিউ সার্কিট হাউজ, ইস্কাটন, রমনা, ঢাকা।

				ryferdausi@gmail.com	
১৮।		জনাব মোঃ রাজীব হাসান	উপসচিব (ড্রাফটিং)	৫৫১০০০৪২ (অফিস) ৯৩৪৭৯৮১ (বাসা) ০১৭২৩৩৯০৩৮৪ (মোবাইল) rajib@legislativediv.Gov.bd	৪৮/২ (এফ), ৪৮, সার্কিট হাউজ, অফিসার্স কোয়ার্টার, ঢাকা।
১৯।		মিজ মাসুমা জামান	উপসচিব (ড্রাফটিং)	৯৫৮৮১৫১(অফিস) ৮৩৯৬৯৬৮ (বাসা) ০১৭১৫২৩১৫৭৯ (মোবাইল) masoma@legislativediv.gov.bd	বাড়ী নং-১৯, ব্লক-সি, রোড নং-০১, বনশ্রী, ঢাকা।
২০।		মিজ ফারজানা আকতার	সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	৯৫৪৬৪৬০ (অফিস) ৫৮৩১৪৩৯৬ (বাসা) ০১৭৪৩৭৭২৩৬৮ (মোবাইল) farjana@legislativediv.gov.bd	বি-১১, ই-৫ (পিয়াল), ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
২১।		মিজ মৌসুমী দাস	সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	৯৫১৩৬৫৫(অফিস) ৫৮৩১৪৫৭৫ (বাসা) ০১৯১১২২৩০৫৬ (মোবাইল) mousumi@legislativediv.gov.bd	৩৩০/১, রোজ ভিলা (৩য় তলা), টিভি রোড, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা।
২২।		মিজ মেরিনা সুলতানা	সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	৫৫১০১০৫৮ (অফিস) ৪৮১১৯৫৭১(বাসা) ০১৭১৭৯৫৫০২৫ (মোবাইল) marina@legislativediv.gov.bd	আজিমপুর সরকারি (জোন বি) ভবন নং-১৩, ফ্ল্যাট নং-১৪/বি
২৩।		জনাব মোঃ স্বপন চৌকিদার	সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	৫৭১৬০৬৫১ (অফিস) ২২৩৩৬৬৯৫৪ (বাসা) ০১৯১২২৭৬৬১৫ (মোবাইল) shapan@legislativediv.gov.bd	১/ডি, ভবন নং-১ আজিমপুর সরকারি কোয়াটার্স, ঢাকা।

২৪।		মিজ জিহান বিনতে এনাম	সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	৯৫৪৬৪০৯ (অফিস) ৫৮৩১৬৯৩০ (বাসা) ০১৭১১৪৬১০২৩ (মোবাইল) jihanbinte@legislativediv.gov.bd	২/২, গেজেটেড অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
২৫।		মিজ মাবিয়া খাতুন	সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	৯৫৪০৯৫৩ (অফিস) ৫৮৩১৬৪৪২ (বাসা) ০১৭৩৪৪৩৬৬৯৬ (মোবাইল) Mabia1215@gmail.com	৮/১০, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার, বেইলী রোড, ঢাকা।
২৬।		জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম	সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	৯৫৪৫৩৮০ (অফিস) ৫৮৩১৪৩৯৬ (বাসা) ০১৭১৭-৭৯৭৯৯৫ (মোবাইল) arif@legislativediv.gov.bd	৬৭/২, জিগাতলা, ধানমন্ডি, ঢাকা।
২৭।		জনাব মোঃ আবু রায়হান	সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	০২৫৫১০১০২৭ (অফিস) ০২২২২২২৮৫০৪(বাসা) ০১৭১০৫০৭৯৪৭ (মোবাইল) duraihanlaw@legislativediv.gov.bd	৯/১০, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
২৮।		জনাব মোঃ সাহিনুর রহমান	সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	৯৫৪০০০৫ (অফিস) ২২২২২০৯৮৩(বাসা) ০১৯১২০৬৭৫৩৯ (মোবাইল) shahin@legislativediv.gov.bd	৬১, নিউ সার্কিট হাউজ, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা
২৯।		মিজ ফাহমিদা বেগম	সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	৯৫৬২৬৫৫ (অফিস) ৪৪৬১১৯৩৪ (বাসা) ০১৯৮০০৭৪৪৫২ (মোবাইল) fahmidabegum@legislativediv.gov.bd	১৩৭/২, লালবাগ রোড, লালবাগ, ঢাকা।

৩০।		মিজ সাজিদুন নাহার স্বর্ণা	সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	০১৯২৩৩৮২৫৫৬ (মোবাইল) shajidun.sharna@legislativediv.gov.bd	৮/১২, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, রমনা, ঢাকা।
৩১।		জনাব ফারহান তাম্বীরুল হক	সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	৪১০৫০৩৫১ (অফিস) ০১৫৭১১৪৯৩৫৩, ০১৯৯৭৩১৭৭৭৯ (মোবাইল) farhan.hoque@legislativediv.gov.bd	১৫/৯, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
৩২।		জনাব মোঃ সালাউদ্দীন আলম মৃধা	সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	৪১০৫০৩৫৭ (অফিস) ০১৬২৮২৬০৩৭২ (মোবাইল) salauddin.mridha@legislativediv.gov.bd	১৪/২, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, ঢাকা-১২১১।
৩৩।		মিজ প্রিয়াংকা চৌধুরী	সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	২৪৭২৯১৩৯১ (বাসা) ০১৭৬০০৫৮৬৩২ (মোবাইল) prianka.chowdhury@legislativediv.gov.bd	বাসা নং-১০৯/৩, ৩য় তলা, সরকারপাড়া মাদারটেক ক্লাবগলি, পূর্ব বাসাবো, ঢাকা।
৩৪।		জনাব মোঃ আশিকুজ্জামান	সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	৫৫১০০৭৮২ (অফিস) ০১৯১২৮০৪৩৫২ (মোবাইল) ma.zaman@legislativediv.gov.bd	বাসা নং-৪৮, রোড নং-১২, ডিআইটি প্রজেক্ট, মেরুল বাড্ডা, ঢাকা।
৩৫।		জনাব মোঃ আশরাফুল আলম	সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	৫৫১০০৩১৯ (অফিস) ০১৭৬৯৩২১২২৮ (মোবাইল) kb.ashraf@legislativediv. gov.bd	বাসা নং-৩১, রোড নং-৫, ব্লক এইচ ইস্টার্ন হাউজিং, মিরপুর-১২, পল্লবী ঢাকা।
৩৬।		মিজ মনিকা বিকি	সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	৫৫১০০৯৯৪ (অফিস) ০১৭৯৫৭৪৪৯৫৫ (মোবাইল) monika.biki@legislativediv.gov.bd	২১৬, (৪র্থ তলা), উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭।

৩৭।		জনাব সৌমেন পালিত বাবু	সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	০১৮১৪৩৭১৫৫৬ (মোবাইল) sowmen.babu@legislativediv.gov.bd	৭০৫/৬ ইলিশিয়াম অফিসার্স কোয়ার্টার্স, হাটখোলা রোড, টিকাটুলি, ঢাকা
৩৮।		জনাব মোঃ শাহিদ ইবনে মিরাজ	সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	০১৭১৯০৪২৩১০ (মোবাইল) ৪১০৫০৩৫৫ (অফিস) shahid.miraj@legislativediv.gov.bd	১১/২২, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স বেইলী রোড, ঢাকা।

অনুবাদ দপ্তরের কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল	আবাসিক ঠিকানা
১।		জনাব মুহঃ জাকির হোসেন	যুগ্মসচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)	২২৩৩৫৫৮০১ (অফিস) ৮১৪১৩৩০ (বাসা) ০১৭১৮২৯৫৮৮৮ (মোবাইল) zakir@legislativediv.gov.bd zakir_hossain@yahoo.com	২/৯, গেজেটেড অফিসার্স হোস্টেল, গ্রীণরোড, ঢাকা।
২।		জনাব গাজী কালিমুল্লাহ	উপসচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)	২২৩৩৫৩৭৯৯ (অফিস) ৮১৪১৩৩২ (বাসা) ০১৭৪৬৬৩০০০৬ (মোবাইল) gazikalimullah @legislativediv.gov.bd gazikalimullah@yahoo.com	১/১৯, জি.ও হোস্টেল, গ্রীণরোড, ঢাকা-১২০৫।
৩।		জনাব দীপংকর বিশ্বাস	উপসচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)	০২২২৩৩৫৪১৩৮ (অফিস) ০২২২২২২১৫৯০ (বাসা) ০১৯১৭০১৪৮৪৩ (মোবাইল) dipankar_minlaw@yahoo.com diponkar@legislativediv.gov.bd	৯ই টগর, সরকারি ভবন, ৫৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০।
৪।		মিজ শর্মিলী আহ্‌মেদ	সিনিয়র সহকারী সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)	৯৫১৩৬৬০ (অফিস) ২২২২৪০৪৪৪ (বাসা) ০১৬৮৮৯২৮৬৩৬ (মোবাইল) sharmili@legislativediv.gov.bd	ফ্ল্যাট:বি-৭ বাড়ি:৫৫/এফ রোড:৯/এ ধানমন্ডি, ঢাকা।
৫।		মিজ হালিমা খাতুন	সিনিয়র সহকারী সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)	২২৩৩৫৫৩৭২ (অফিস) ৮৮৭২২২৩ (বাসা) ০১৮১৮০১৯৫৩৮ (মোবাইল) halima@legislativediv.gov.bd	ডি, এম.সি-৯৫, উত্তর কাফরুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬।

৬।		জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	সিনিয়র সহকারী সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)	৪১০৫০৩৬২ (অফিস) ৪৪৬১১৮৫০ (বাসা) ০১৬২৪১৩৩৭৩৩ (মোবাইল) shahjahan@legislativediv.gov.bd	১৯, নুর ফাতেহ লেন
৭।		মিজ মোছঃ নাজমা খাতুন	সিনিয়র সহকারী সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)	৫৭১৬০৬৫৫ (অফিস) ০২২২২২২৮৩৭৫ (বাসা) ০১৭২১৫৪৪৭৩০ (মোবাইল) nazma44a@gmail.com	কক্ষ নং-৫৯/১, ইস্কাটন গার্ডেন,রমনা, ঢাকা।
৮।		জনাব মোঃ আরিফ রব্বানী খান	সহকারী সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)	৪১০৫০৩৫৪ (অফিস) ২২২২২৩৬৬৫(বাসা) ০১৭২১১০৭২৯৪ (মোবাইল) arif.rabbani@legislativediv.gov.bd	১১/২৪, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার, বেইলী রোড, ঢাকা।

আইসিটি সেলের কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল	আবাসিক ঠিকানা
১।		জনাব মোহাম্মদ জিয়া উদ্দীন	সিস্টেম এনালিস্ট	৪৭১১৮৩৫৩ (অফিস) ৯৮৩৬৯৬৫ (বাসা) ০১৭৪৯৬৯৯৪২১ (মোবাইল) system.analyst@legislativediv.gov.bd	ফ্লাট এ-১১, ৮৩/১, মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
২।		জনাব মাহবুব আলম	প্রোগ্রামার	০২৫৫১০১০১১ (অফিস) ০২২২২২২৬৫১০ (বাসা) ০১৯১১০৪৯৬৫২ (মোবাইল) mahbub.alam@legislativediv.gov.bd	১১/২৪, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
৩।		প্রকৌঃ জনাব মোঃ নাহিদ মিয়া	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	৫৫১০০৫৫৬ (অফিস) ০১৬৭২৫১৯৭৭২ (মোবাইল) ame@legislativediv.gov.bd	২/৩/১ মতিঝিল সরকারি কলোনী

৪।		জনাব মোঃ আবু সেলিম সানা	সহকারী প্রোগ্রামার	০১৭১৬৭০২৪৪৯ (মোবাইল) ৫৫১০০৮১০ (অফিস) ৯৫৪৩৩৪৭ (বাসা) selim.sana@legislativediv.gov.bd	ভবন নং-১১, বাসা নং ৪-ডি, আজিমপুর সরকারি কলোনী (২০ তলা ভবন)

মুদ্রণ ও প্রকাশনা এবং সংশোধন ও অভিযোজন শাখার কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল	আবাসিক ঠিকানা
১।		জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন	সহকারী সচিব (মুদ্রণ ও প্রকাশনা)	৫৫১০০৩৯৮ (অফিস) ৯২০৫১৮৫ (বাসা) ০১৭১১৯৮৭৬৬৮ (মোবাইল) delowarminlaw@gmail.com	ই-১৫/১৮, টাকশাল, পোঃ বি.ও.এফ, গাজীপুর।
২।		জনাব মোঃ সালাউদ্দীন আলম মৃধা	সহকারী সচিব (সংশোধন ও অভিযোজন) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	৪১০৫০৩৫৭ (অফিস) ০১৬২৮২৬০৩৭২ (মোবাইল) salauddin.mridha@legislativediv.gov.bd	১৪/২, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, ঢাকা-১২১১।

হিসাব শাখার কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল	আবাসিক ঠিকানা
১।		জনাব মোঃ জবেদ আলী দেওয়ান	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৯৫১৪০৩২ (অফিস) ২২৩৩০১৩২৪ (বাসা) ০১৭১৫৩৯৮০০৫ (মোবাইল) accounts@legislativediv.gov.bd	বাসা নং-২২৮, ওয়ার্ড নং ৬৮ রোড পশ্চিম ট্যাংড়া, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।

জনপ্রশাসন/অন্য মন্ত্রণালয় হতে ন্যস্ত/পদায়নকৃত কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল	আবাসিক ঠিকানা
১।		জনাব মো: ওয়াদুদ হোসেন	যুগ্মসচিব	৫৫১০০৩৪১ (অফিস) ০২২২২২২৫২৭৪ (বাসা) ০১৭১৮২১৯৬৯৭ (মোবাইল)	১৬/৭, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
২।		জনাব মোহাম্মদ আবু কাউছার	উপসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	৫৫১০০৯০৯ (অফিস) ৫৮০৫১২০২ (বাসা) ০১৭১২৫৭৭২৬৩ (মোবাইল)	৪/৮০১, ন্যাম গার্ডেন, সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার, মিরপুর-১৩, ঢাকা।
৩।		জনাব মোঃ আনিছুন নবী	সহকারী সচিব	৫৫১০০৫৭৩ (অফিস) ৫৮৩১৪২৮৮ (বাসা) ০১৭১৬৬২৭৬৫৩ (মোবাইল) anisunnabi1966@gmail.com	বাসাঃ-এ ৫-৩৫৭/১১, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা।
৪।		জনাব মোঃ ইমাম হোসেন	সহকারী সচিব	৪৭১১৯০১১ (অফিস) ৪৯২৭৩২৬৮(বাসা) ০১৭১২৫২৯৮৩৫ (মোবাইল) iman.hossain@legislativediv.gov.bd	ডি-১০৭, সাফা টাওয়ার, দক্ষিণ ছায়াবিথি, রাজবাড়ী রোড, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৫।		জনাব মোঃ শাহ আলম	সহকারী সচিব	০১৯১৮-৯০৬৩০৬ (মোবাইল)	৯/ই, পলাশী সরকারি কলোনী, আজিমপর, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-২

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কিত আলোকচিত্র

Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) এর সংশোধনের বিষয়ে আয়োজিত কর্মশালা/মতবিনিময় সভা

Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) এর সংশোধনের বিষয়ে আয়োজিত কর্মশালা/মতবিনিময় সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এম.পি.

১৭ই মার্চ ২০২২ খ্রি. তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুবিবুর রহমান এর ১০২ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবন, কর্ম ও আইনি ভাবনা" শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এম.পি.

১৭ই মার্চ ২০২২ খ্রি. তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুবিবুর রহমান এর ১০২ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবন, কর্ম ও আইনি ভাবনা" শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এম.পি.

জনগণের মধ্যে আইনি সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ফেনী জেলার সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সেমিনার

মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক লেজিসলেটিভ ডেস্কবুক এর মোড়ক উন্মোচন

২ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এম.পি মহোদয়ের কাছে ২০২১ সনে প্রণীত আইন ও অধ্যাদেশসমূহের বার্ষিক সংকলনের কপি হস্তান্তর করেন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মইনুল কবির

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০২ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২০শে মার্চ, ২০২১ খ্রি. তারিখ সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), তেজগাঁও, ঢাকায় মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৬ই আগস্ট, ২০২১ খ্রি. তারিখ সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), তেজগাঁও, ঢাকায় মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৬ই আগস্ট, ২০২১ খ্রি. তারিখ সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), তেজগাঁও, ঢাকায় মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন

“ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন উপকৃত সকল জনগণ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১-এ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ র‍্যালিতে অংশগ্রহণ

অনলাইনের মাধ্যমে ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালনের উদ্দেশ্যে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন টিমের সদস্যসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মোট ১০ সদস্যের একটি টিম কর্তৃক চট্টগ্রাম জেলার বন্দর কর্তৃপক্ষের উদ্ভাবনী কার্যক্রম (Vehicle Tracking System) এবং কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেবা পরিদর্শন

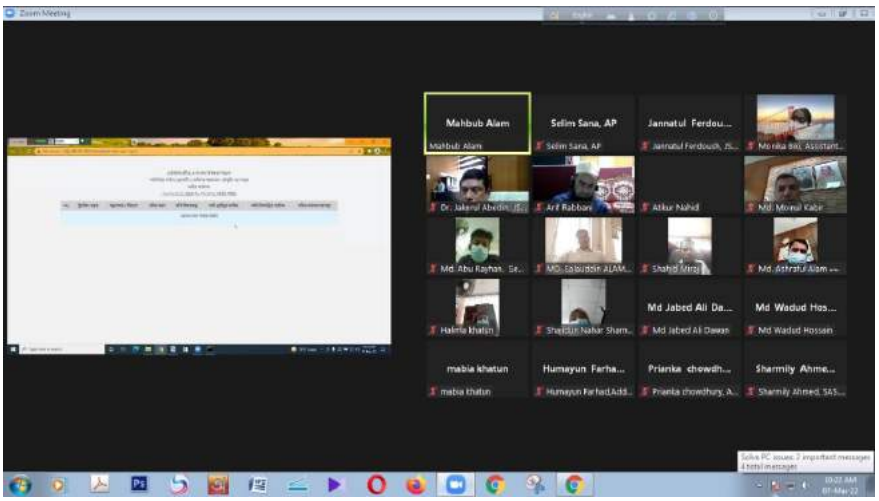

২০২১-২২ অর্থ বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ই-গভন্যান্স ও উদ্ভাবন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে আগত নথিসমূহের গতিবিধি সহজে অনুসন্ধানের নিমিত্ত প্রবর্তিত ডিজিটাল রেজিস্টার ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ মইনুল কবির, সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

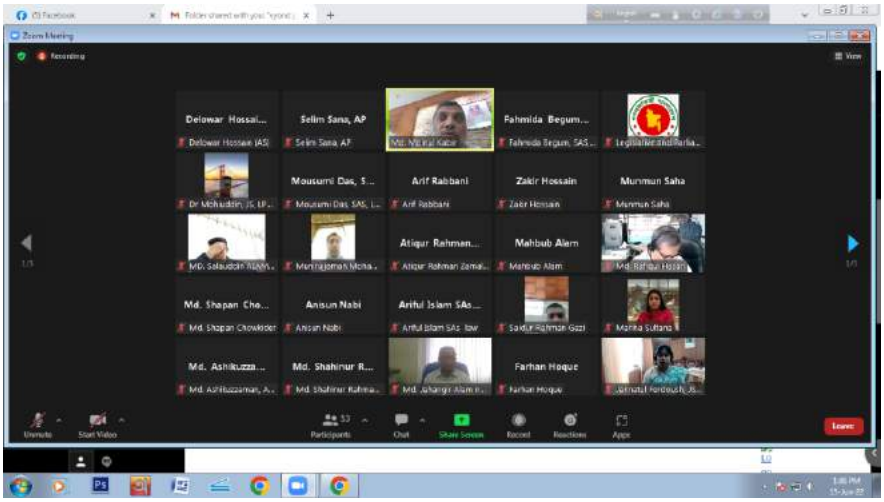

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২২ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে "আইনের বাস্তবায়ন" শীর্ষক একটি কর্মশালা অনলাইনে (ভার্চুয়ালি) অনুষ্ঠিত হয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কর্মসম্পাদন চুক্তির সংযোজনী ৬: ই-গভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর কার্যক্রম নং ১.৬ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা অনলাইনে (ভার্চুয়ালি) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মইনুল কবির এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্মসচিব ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর

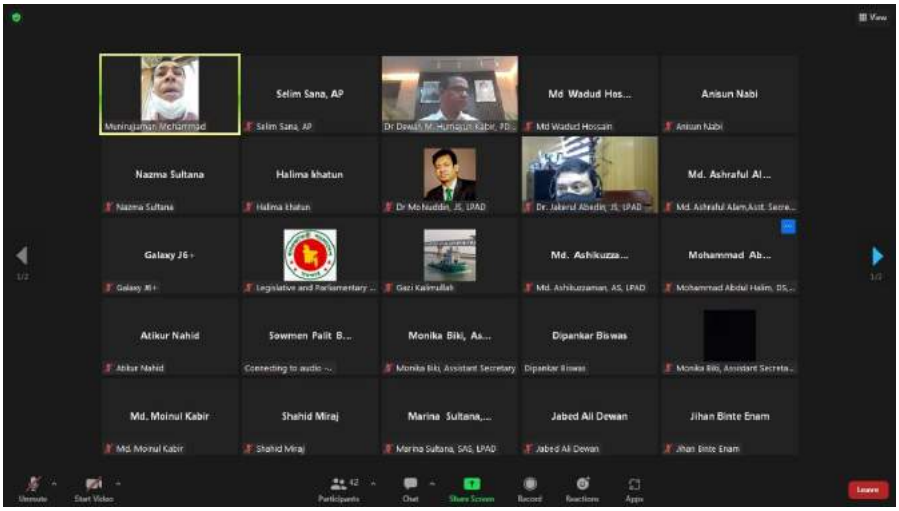

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কর্মসম্পাদন চুক্তির সংযোজনী ৬: ই-গভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর কার্যক্রম নং ১.৬ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা অনলাইনে (ভার্চুয়ালি) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মইনুল কবির এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্মসচিব ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

মানবাধিকার দিবস ২০২১ এর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় আইনমন্ত্রী

মানবাধিকার দিবস ২০২১ এর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ উপস্থাপন করেন কমিশনের চেয়ারম্যান, সার্বক্ষণিক সদস্য, অবৈতনিক সদস্য এবং কমিশনের সচিব

০৪ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত সরকারের সচিবগণের সাথে মানবাধিকার বিষয়ক মতবিনিময় সভা

জাতীয় শোক দিবসে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টে সকল শহীদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের শ্রদ্ধা নিবেদন

পরিশিষ্ট-৩

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইনের অধীন তথ্য প্রদান সম্পর্কিত বিবরণ

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের সংখ্যা	আপিল নিষ্পত্তির সংখ্যা	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	কর্তৃপক্ষ গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	১	-	১	-	-	-	-	-	আবেদনে যাচিত তথ্যটি এ বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত না হওয়ায় তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ফরম "খ" মোতাবেক আবেদনকারী বরাবর "তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ" প্রেরণ করা হয়।

পরিশিষ্ট-৪

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং ল'জ অব বাংলাদেশ ওয়েবসাইটের চিত্র

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ওয়েবসাইটের চিত্র

ল'জ অব বাংলাদেশ ওয়েবসাইটের চিত্র

Laws of Bangladesh

Government of the People's Republic of Bangladesh
LEGISLATIVE AND PARLIAMENTARY AFFAIRS DIVISION

Search By Text

Home | Laws of Bangladesh | Related Links | Contact Us/Feedback | Old Website | Help | বাংলা | English

Search By Text | Search By Any | Advanced

Alphabetical Index

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Chronological Index

Regulation V of 1799 to Act No. I of 1872	১৯৮৭ সনের ২ নং আইন হইতে ১৯৮৯ সনের ৩৭ নং আইন পর্যন্ত
Act No. III of 1872 to Act No. II of 1882	১৯৯০ সনের ৯ নং আইন হইতে ১৯৯১ সনের ২১ নং আইন পর্যন্ত
Act No. IV of 1882 to Act No. III of 1898	১৯৯১ সনের ২২ নং আইন হইতে ১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন পর্যন্ত
Act No. V of 1898 to Act No. II of 1899	১৯৯৩ সনের ১৯ নং আইন হইতে ১৯৯৪ সনের ২৬ নং আইন পর্যন্ত
Act No. IV of 1899 to Act No. V of 1908	১৯৯৫ সনের ১ নং আইন হইতে ১৯৯৮ সনের ৮ নং আইন পর্যন্ত
Act No. VI of 1908 to Act No. VI of 1913	১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন হইতে ২০০০ সনের ১৯ নং আইন পর্যন্ত
Act No. II of 1914 to Act No. XXVI of 1925	২০০০ সনের ২০ নং আইন হইতে ২০০১ সনের ৩০ নং আইন পর্যন্ত
Act No. XXXIX of 1925 to Act No. VII of 1936	২০০১ সনের ৩১ নং আইন হইতে ২০০১ সনের ৪৫ নং আইন পর্যন্ত
Act No. I of 1937 to Ordinance No. VII of 1941	২০০১ সনের ৪৬ নং আইন হইতে ২০০৩ সনের ৩১ নং আইন পর্যন্ত
Bengal Act No. IV of 1942 to E. B. Act No. XXVIII of 1951	২০০৩ সনের ৩২ নং আইন হইতে ২০০৫ সনের ২৮ নং আইন পর্যন্ত
Act No. II of 1951 to Act No. XXXVIII of 1957	২০০৬ সনের ৬ নং আইন হইতে ৩৯ নং আইন পর্যন্ত
E.P. Act No. XV of 1957 to Ordinance No. XXXV of 1961	২০০৬ সনের ৪০ নং আইন হইতে ৪৮ নং আইন পর্যন্ত
Ordinance No. XLV of 1961 to E. P. Ordinance No. VIII of 1963	২০০৯ সনের ১নং আইন হইতে ৬৬ নং আইন পর্যন্ত
E. P. Act No. IX of 1964 to A. P. O. No. 3 of 1971	২০১০ সনের ১নং আইন হইতে ৬৩নং আইন পর্যন্ত
The Constitution of 1972 to P. O. No. 76 of 1972	২০১১ সনের ১ নং আইন হইতে ২৩ নং আইন পর্যন্ত
P.O. No. 77 of 1972 to Act No. VII of 1973	২০১২ সনের ১নং আইন হইতে ৪৯ নং আইন পর্যন্ত
Act No. VIII of 1973 to Act No. XXXI of 1973	২০১৩ সনের ১ নং আইন হইতে ৬৯ নং আইন পর্যন্ত
Act No. XXXIII of 1973 to Act No. XXV of 1974	২০১৪ সনের ১ নং আইন হইতে ১৯ নং আইন পর্যন্ত
Act No. XXVI of 1974 to Ordinance No. L of 1976	২০১৫ সনের ১ নং আইন হইতে ২৯ নং আইন পর্যন্ত
Ordinance No. LII of 1976 to Ordinance No. LXIII of 1977	২০১৬ সনের ১ নং আইন হইতে ৫০ নং আইন পর্যন্ত
Ordinance No. II of 1978 to Act No. XXII of 1980	২০১৭ সনের ১ নং আইন হইতে ২৪ নং আইন পর্যন্ত
Act No. XXIII of 1980 to Ordinance No. VIII of 1982	২০১৮ সনের ১ নং আইন হইতে ৭১ নং আইন পর্যন্ত
Ordinance No. XII of 1982 to Ordinance No. XXVI of 1983	২০১৯ সনের ১ নং আইন হইতে ১৯ নং আইন পর্যন্ত
Ordinance No. XXVII of 1983 to Ordinance No. LV of 1983	২০২০ সনের ১ নং আইন হইতে ২৭ নং আইন পর্যন্ত
Ordinance No. LVI of 1983 to Ordinance No. XXXVI of 1984	২০২১ সনের ১ নং আইন হইতে ৩১ নং আইন পর্যন্ত
Act No. XXXVII of 1984 to Act No. LXIV of 1986	২০২২ সনের ১ নং আইন হইতে ১৪ নং আইন পর্যন্ত

TOP

Related Links

- Bangladesh Government Official Web Site
- Legislative and Parliamentary Affairs Division
- Parliament Secretariat
- Law Commission
- National Human Rights Commission

Contact Us/Feedback

Legislative and Parliamentary Affairs Division
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs
Bangladesh Secretariat, Dhaka - 1000, Bangladesh.

TOP

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

Designed & Developed By Base Limited